মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৭ তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০২৪

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমার উপর অনেক শাসক নিযুক্ত হবে। যাদের কোন কাজ তোমরা পসন্দ করবে এবং কোন কাজ অপসন্দ করবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি উক্ত অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি তা অপসন্দ করবে, সে (মুনাফেকী থেকে) নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসরণ করবে। এ সময় ছাহাবীগণ বললেন, আমরা কি ঐ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে’ *(মুসলিম হা/১৮৫৪)*।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
جلد : ٢٧ ، عدد : ٥، رجب وشعبان ١٤٤٥ هـ/ فبراير ٢٠٢٤م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : কেন্দ্রীয় মসজিদ, কোলন, জার্মানী।

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	চেম্বার ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল	চেম্বার রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪। সকাল ১১.০০-টা থেকে দুপুর ১.০০-টা পর্যন্ত।	লক্ষীপুর, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৭৩৮-৮৪১২০৮। দুপুর ৩.০০-টা থেকে বিকাল ৫.০০-টা পর্যন্ত।	শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬। বিকাল ৫.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত।

দারুল হাদীছ এডুকেশন সিটি

(একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি নগরী)
مدينة دار الحديث العلمية والتربوية

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বহুমুখী সংস্কার কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংহত ও ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা নগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই বহুমুখী 'মেগা প্রকল্প'টিতে বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার লক্ষ্যে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, তাবলীগী ইজতেমা ময়দান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ইয়াতীমখানা এবং প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধাসম্পন্ন একটি আদর্শ ইসলামী নগরী গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে নিম্নোক্ত স্তর সমূহের যেকোন স্তরে দাতা সদস্য হয়ে উক্ত মহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

বিঃ দ্রঃ সম্মানিত দাতাগণকে 'দাতাসদস্য সনদ' প্রদান করা হবে।

স্থায়ী দাতা সদস্য

স্তর	নাম	টাকার পরিমাণ
১ম	আজীবন দাতা সদস্য	২৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি বা তদূর্ধ্ব
২য়	বিশেষ দাতা সদস্য	৫ লক্ষ বা তদূর্ধ্ব
৩য়	সাধারণ দাতা সদস্য	১ লক্ষ বা তদূর্ধ্ব

মাসিক/নিয়মিত দাতা সদস্য

স্তর	টাকা পরিমাণ	স্তর	টাকার পরিমাণ
১ম	২৫০০০/= বা তদূর্ধ্ব	৬ষ্ঠ	৪০০০/=
২য়	২০০০০/=	৭ম	৩০০০/=
৩য়	১৫০০০/=	৮ম	২০০০/=
৪র্থ	১০০০০/=	৯ম	১০০০/=
৫ম	৫০০০/=	১০ম	৫০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড : হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ ও নগদ নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, রকেট (মার্চেন্ট) নং : ০১৭০৭-৬১৩৬৩৭৬।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৭তম বর্ষ	৫ম সংখ্যা
রজব-শা'বান	১৪৪৫ হি.
মাঘ-ফাল্গুন	১৪৩০ বাং
ফেব্রুয়ারী	২০২৪ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
  (বিকাল ৪-টা থেকে ৫-টা পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - আমাদের পরিচয় কি শুধুই মুসলিম? ০৩
    -ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী
  - আল্লাহ্র হক ১২
    -মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
  - মহামনীষীদের পিছনে মায়েদের ভূমিকা *(৫ম কিস্তি)* ১৯
    -ইউসুফ বিন যাবনুল্লাহ আল-'আতীর
  - গোপন ইবাদতে অভ্যস্ত হওয়ার উপায় ২৪
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
- **বিজ্ঞানচিন্তা :**
  - কুরআন বলছে আসমানে কোন ফাটল নেই; বিজ্ঞান কি বলে? ৩০
    -ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী
- **নবীনদের পাতা :**
  - যে দো'আয় প্রশান্তি মেলে ৩৩
    -আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ
- **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৬
- **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
  - ট্রান্সজেণ্ডারবাদ : এক জঘন্য মতবাদ ৩৭
    -আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক
- **স্বাস্থ্যকথা :**
  - এলার্জি ও এজমা রোগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ৪১
    -ডা. মহিদুল হাসান মা'রূফ
- **কবিতা :** ৪২
  - দুঃখের কথা
  - খুঁজে ফিরি
  - ডাক্তার
  - আল্লাহ্র গুণগান
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
- **মুসলিম জাহান** ৪৪
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৬
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

বানরবাদ ও ট্রান্সজেণ্ডার, এরপর কি?

'বানরবাদ' হ'ল ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষকে বানর জাতীয় পশুর বংশধর হিসাবে প্রমাণ করা। সাবেক বামপন্থী শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ (সিলেট) ২০১২ সালে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এটি চালু করেন। যা আজও চলছে। আর 'ট্রান্সজেণ্ডার' হ'ল অস্ত্রোপচার ও হরমোন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তন করে আল্লাহ্র সৃষ্টিকে বিকৃত করা। সদ্য সাবেক মহিলা শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি (চাঁদপুর) এটি চালু করেন। ইতিপূর্বে তার চালু করা যৌন স্বাস্থ্য ও প্রজনন শিক্ষার নামে সমকামিতা ও ব্যভিচার উস্কে দেওয়ার শিক্ষা আজও বন্ধ হয়নি। ফলে বেড়েই চলেছে অপ্রতিহত গতিতে নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন। যার অধিকাংশ গোপন থাকে। তাছাড়া আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতিহীন এই শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাবে। রাস্তা হবে, কিন্তু কার্পেট উঠে যাবে। পুলিশ থাকবে, কিন্তু আইন-শৃংখলা থাকবে না। আদালত থাকবে, কিন্তু ন্যায়বিচার থাকবে না। বস্তুত 'ট্রান্সজেণ্ডার' একটি শয়তানী প্রতারণা। বহু পূর্বেই আল্লাহ মানবজাতিকে শয়তানের ধোঁকা থেকে সতর্ক করে বলেছেন, '(শয়তান বলে,) আর আমি তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেয়। (আল্লাহ বলেন,) যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়' *(নিসা ১১৯)*।

যেমন ক্ষতিতে পড়েছে ভারত ও পাশ্চাত্যের দেশগুলি। সেখানে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন সামাজিক, স্বাস্থ্যগত ও আইনগত সমস্যা। উত্তরাধিকার বন্টন নিয়ে তৈরী হচ্ছে মারাত্মক সামাজিক বিশৃংখলা। সাধারণ মানুষের তুলনায় ২২গুণ বেশী আত্মহত্যার প্রবণতা রয়েছে এসব লোকদের মধ্যে। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা মাহদেশের দেশগুলি এর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। এমনকি উগাণ্ডা পশ্চিমা বিশ্বের নিষেধাজ্ঞা ও বিশ্বব্যাংকের ঋণ স্থগিত করার মতো অর্থনৈতিক ঝুঁকির বিষয়টিকেও উপেক্ষা করেছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিও 'ট্রান্সজেণ্ডার' মতাদর্শের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এই ইস্যুতে ইতালীর সরকার পরিবর্তন হয়েছে। হাঙ্গেরী ট্রান্সজেণ্ডারদের আইনগত স্বীকৃতি বন্ধ ঘোষণা করেছে। স্কুলের পাঠক্রমে ট্রান্সজেণ্ডার বা এলজিবিটি মতাদর্শ অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে গত ২০শে সেপ্টেম্বর'২৩ কানাডার লক্ষ লক্ষ পিতা-মাতা রাস্তায় নেমে এসেছেন। বিশ্ব বিখ্যাত টেক বিলিওনিয়ার ইলন মাস্ক এই নোংরা মতাদর্শের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে এর ভয়াবহতা অনুধাবনের জন্য বিশ্বের পিতামাতাদেরকে সতর্ক করেছেন। তিনি What is a woman নামে সম্প্রতি একটি ভিডিও ডকুমেন্টারী শেয়ার করেন। যা এক সপ্তাহের মধ্যে ১৭০ মিলিয়ন মানুষ দেখেছেন।

অথচ বাংলাদেশ সরকার নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালার মনোনয়ন পত্রে 'লিঙ্গ' পরিচয়ে সংশোধনী এনে পুরুষ ও মহিলার পাশাপশি 'হিজড়া' যুক্ত করার মাধ্যমে ট্রান্সদের জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ তৈরী করে দিয়েছে। গত বছরের ২৩শে ফেব্রুয়ারী যা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে *(দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ শে মার্চ ২০২৩)*। আল্লাহ বলেন, 'আর তিনিই সৃষ্টি করেন পুরুষ ও নারী জোড়ায় জোড়ায়' *(নজম ৪৫)*। ফলে পুরুষ ও নারীর বাইরে হিজড়া কোন তৃতীয় লিঙ্গ নয়। বরং লিঙ্গ প্রতিবন্ধী। যার জন্য চিকিৎসা প্রয়োজন। তারা আদৌ জৈবিক তাড়না থেকে মুক্ত নয়। অতএব সরকারের উচিত গত বছরের উক্ত গেজেট সংশোধন করা এবং এইসব ভ্রান্ত মতবাদ পোষণকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া। নইলে অদূর ভবিষ্যতে এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে যা সমাধান করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এখন পাশ্চাত্য বিশ্ব।

অতঃপর নতুন শিক্ষা কারিকুলাম চালুর পিছনে রয়েছেন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের প্রফেসর ড. জাফর ইকবাল সহ হাতেগণা কয়েকজন বামপন্থী শিক্ষাবিদ। যারা ইতিপূর্বে সৃজনশীল ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। যা ব্যর্থ হয়েছে। এখন আবার নতুন কারিকুলাম চালু করতে যাচ্ছেন, যা আগেরটার চাইতেও অবাস্তব ও অযৌক্তিক। যে বিষয়ে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা বলেন, শিক্ষার্থীদের বিছানা গোছানো, রান্না-বান্না শেখানো, পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে গ্রুপ ভিত্তিক মূল্যায়ন, পাঠ্য বইয়ের পরিবর্তে তাদের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেওয়ার ব্যবস্থাকে আমরা কোনভাবেই মেনে নিতে পারি না। এর সঙ্গে পাঠ্য বইয়ের আপত্তিকর শব্দ ও বিষয় পড়ানোয় আমরা উদ্বিগ্ন। নতুন কারিকুলামে শিক্ষার্থীদের এসাইনমেন্ট দেওয়া হয়। এতে প্রতিবার নতুন নতুন উপকরণ কিনতে হয়। যা আমাদের উপর বাড়তি খরচের বোঝা চাপিয়েছে। এই কারিকুলামের শিক্ষায় আমাদের সন্তানরা ওয়েটার বা হোটেল বয় ছাড়া আর কিছুই হবে না। তাছাড়া রাত ২/৩ টা পর্যন্ত জেগে তাদের প্রজেক্টের কাজ করতে হচ্ছে। একেকটা প্রজেক্টের জন্য অনেক ধরণের জিনিষপত্র কিনতে হয়। এতে আমাদের খরচ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া এই শিক্ষাক্রমে মূল্যায়ন পদ্ধতিও আজগুবি। এতে লিখিত পরীক্ষা নেই বললেই চলে। শিক্ষার্থীরা একক বা দলগতভাবে কাজ করবে। আর মূল্যায়ন করবেন শিক্ষকরা। ফলে আগে যে অভিভাবক দু'জন শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়াতেন, তিনি এখন ৫/৬ জনের কাছে প্রাইভেট পড়ান। শিক্ষক প্রাইভেটে কি পড়ালেন সেটা বিষয় নয়, শিক্ষার্থী প্রাইভেট পড়ে সেটাই বড় বিষয়'। ফলে পড়াশোনা বিমুখ হয়ে গড়ে উঠবে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা *(দৈনিক ইনকিলাব ২৭শে ডিসেম্বর'২৩ বুধবার)*।

নতুন শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল বলেছেন, আমার মন্ত্রীত্বকালে বিতর্কিত শিক্ষা কারিকুলাম বাস্তবায়িত হবে না। তিনি ট্রান্সজেণ্ডারের চরম বিরোধিতা করে বলেন, ট্রান্সজেণ্ডার আর হিজড়া এক নয় *(দৈনিক ইনকিলাব ২১শে জানুয়ারী রবিবার, ১ম পৃষ্ঠা)*। এই মন্তব্যের জন্য আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দো'আ করছি যেন তিনি এই দৃঢ়তার উপর শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেন। যদিও ইতিপূর্বে তিনি বলেছিলেন যে, সাবেক দুই বামপন্থী শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে তিনি কাজ করবেন। সেটা করলে তিনি ভুল করবেন।

প্রশ্ন হয় ৯২% মুসলিম প্রধান দেশে ইসলামী শিক্ষা চালু না করে নাস্তিক্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থা জাতির উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার দুঃসাহস এরা পায় কোথায়? জনগণের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে এদের পুষতে হবে কেন? আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহিতাকে ভয় করুন! সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল হিসাবে সর্বোচ্চ শাস্তি থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন!

আমরা তরুণ শিক্ষামন্ত্রীকে অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। একটা জাতিকে ধ্বংস করতে গেলে সর্বাগ্রে সেদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে হয়। সেকারণ বৃটিশরা যখন মনে করল যে, তাদেরকে ভারতবর্ষ ছাড়তেই হবে, তখন ইংরেজ সরকার লর্ড মেকলের (১৮০০-১৮৫৯) পরিকল্পনা মতে ১৮৩৫ সালে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে দু'ভাগ করে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা নামে দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে। এর মাধ্যমে তারা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বৈষয়িক ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষাকে অচল প্রমাণ করতে চায়। পাখির একটি ডানা ভেঙ্গে দিলে তার যে অবস্থা হয়, ইসলামী শিক্ষাকে মাদ্রাসা শিক্ষার নামে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবী ফিক্বহ, মানতেক ও হিকমতের মধ্যে বন্দী করে বাস্তবে অনুরূপ পঙ্গু করে ফেলা হয়। *[বাকী অংশ ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রঃ]*

আমাদের পরিচয় কি শুধুই মুসলিম?

*-ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

বর্তমানে মুসলিম সমাজে একটি মতবিরোধপূর্ণ বিষয় হ'ল- আমাদের পরিচয় কি শুধুই মুসলিম? মুসলমানদের অন্য কোন বৈশিষ্ট্যগত নাম থাকতে পারে কি? নাকি সর্বক্ষেত্রেই আমরা 'মুসলিম' পরিচয় দিতে বাধ্য? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও রাসলুল্লাহ (ছাঃ) কি মুসলমানদেরকে সর্বক্ষেত্রেই মুসলিম হিসাবে উল্লেখ করেছেন? সম্প্রতি অতি আবেগী কিছু ভাই জোরালো দাবী জানাচ্ছেন যে, মুসলমানদের একমাত্র পরিচয় হ'ল মুসলিম। মুসলিম ভিন্ন আমাদের অন্য কোন পরিচয় বা বৈশিষ্ট্যগত নাম থাকতে পারে না। তারা মনে করেন কোন মুসলমানের 'আহলেহাদীছ' বলে পরিচয় দেয়া বৈধ নয়। তাদের এ মতবাদ কতটুকু সঠিক তা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানা সময়ের দাবী। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

আমরা প্রথমে জানব আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীতে মুসলমানদেরকে কি কি নামে অভিহিত করেছেন।

১. মুসলিম :

মুসলমানদের জাতিগত নাম হচ্ছে 'মুসলিম'। মহান আল্লাহ বলেন,مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، 'তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্মের উপর (তোমরা দৃঢ় থাক)। তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' *(হজ্জ ২২/৭৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ– 'ঐ ব্যক্তির চাইতে কথায় উত্তম আর কে আছে, যে (মানুষকে) আল্লাহ্র দিকে ডাকে ও নিজে সৎকর্ম করে এবং বলে, নিশ্চয়ই আমি আজ্ঞাবহদের অন্তর্ভুক্ত' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৩)*। তিনি আরো বলেন, قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ– 'বলে দাও, এটি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে পবিত্র রূহ (জিব্রীল) যথার্থভাবে নাযিল করেছেন। যাতে তিনি মুমিনদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এটি মুসলমানদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ স্বরূপ' *(নাহল ১৬/১০২)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান ৩/১০২)*। পবিত্র কুরআনে আরো এসেছে, وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ– 'আর আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি মুসলিমদের প্রথম হই' *(যুমার ৩৯/১২)*।

এ মর্মে হাদীছ সমূহ : আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، 'সেই (প্রকৃত) মুসলিম, যার জিহ্বা ও হাত হ'তে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে'।[১] আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ 'যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় ছালাত আদায় করে, আমাদের কিবলামুখী হয় আর আমাদের যবেহকৃত প্রাণী খায়, সে-ই মুসলিম'।[২] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ– 'মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেক্বী এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী'।[৩] জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ– 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছি ছালাত ক্বায়েম করার, যাকাত প্রদান করার এবং সকল মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার'।[৪]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، 'গাছগাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে তার পাতা ঝরে পড়ে না। আর এটাই মুসলিমের উদাহরণ'।[৫] এভাবে অসংখ্য আয়াত ও হাদীছে আমাদেরকে মুসলিম হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।

২. মুমিন :

কুরআনুল কারীমের বহু আয়াত ও অনেক ছহীহ হাদীছে আমাদেরকে যেমন মুসলিম নামে অভিহিত করা হয়েছে, তেমনি বহু আয়াত ও হাদীছে মুমিন হিসাবেও অভিহিত করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমের দু'টি সূরা এ নামেই নামকরণ করা হয়েছে। সূরা মুমিন ও মুমিনূন। এক্ষণে যেসকল আয়াত ও হাদীছে আমাদেরকে মুমিন বলে অভিহিত করা হয়েছে তন্মধ্য হ'তে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল। মহান আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ– الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ– 'নিশ্চয়ই সফলকাম হবে মুমিনগণ। যারা তাদের ছালাতে মনোযোগী' *(মুমিনূন ২৩/১-২)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ– 'মুমিন

* উপাধ্যক্ষ, বেলটিয়া কামিল মাদ্রাসা, জামালপুর।

১. বুখারী হা/১০, ৬৪৮৪; মুসলিম হা/৪০; মিশকাত হা/৬।
২. বুখারী হা/৩৯১-৯৩; মিশকাত হা/১৩।
৩. বুখারী হা/৪৮, ৬০৪৪; মুসলিম হা/৬৪; মিশকাত হা/৪৮১৪।
৪. বুখারী হা/৫৭, ৫২৪; মুসলিম হা/৫৬; মিশকাত হা/৪৯৬৭।
৫. বুখারী হা/৬১, ৭২; মুসলিম হা/২৮১১; আহমাদ হা/৬৪৭৭।

কেবল তারাই, যখন তাদেরকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তাদের অন্তর ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ– 'তারাই হ'ল সত্যিকারের মুমিন। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক উপজীবিকা' *(আনফাল ৮/৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيهَا، بِغَيْرِ حِسَابٍ– 'যে মন্দকর্ম করবে, সে তার অনুরূপ ফল ব্যতীত পাবে না। আর যে পুরুষ বা নারী সৎকর্ম করবে মুমিন অবস্থায়, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা সেখানে অপরিমিত রিযিক প্রাপ্ত হবে' *(মুমিন ৪০/৪০)*। পবিত্র কুরআনে আরো এসেছে, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيرًا– 'তুমি মুমিনদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মহা অনুগ্রহ' *(আহযাব ৩৩/৪৭)*।

এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছ সমূহ :

মু'আবিয়াহ ইবনুল হাকাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললাম,

وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: ائْتِنِي بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ–

'আমার এক দাসী ছিল। সে ওহোদ ও জাওয়ানিয়্যাহ এলাকায় আমার বকরী চরাত। একদিন আমি হঠাৎ সেখানে গিয়ে দেখলাম, বকরীপাল থেকে একটি বকরী নেকড়ে নিয়ে গেছে। আমি তো অন্যান্য আদম সন্তানের মতো একজন মানুষ। তাদের মতো আমিও রাগে তাকে চপেটাঘাত করলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসলাম (এবং সব কথা বললাম)। কেননা বিষয়টি আমার কাছে খুবই গুরুতর মনে হ'ল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি তাকে (দাসীকে) মুক্ত করে দিব? তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। সুতরাং আমি তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে হাযির করলাম। তিনি তাকে (দাসীকে) জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আকাশে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, তুমি তাকে মুক্ত করে দাও, কেননা সে একজন মুমিনা নারী'।[৬]

যায়েদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ–

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিয়ে হুদায়বিয়াহ প্রান্তরে (বৃষ্টিপাতের পরে) ফজরের ছালাত আদায় করলেন। ছালাত সম্পন্ন করে তিনি উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কি জান রব কি বলেছেন? তারা উত্তরে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-ই ভাল জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ এরশাদ করেছেন, আমার কতিপয় বান্দা সকালে উঠেছে মুমিনরূপে এবং কতিপয় বান্দা উঠেছে কাফেররূপে। যারা বলেছে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ায় বৃষ্টিপাত হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যারা বলেছে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী'।[৭]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ– '(প্রকৃত) মুমিন সে ব্যক্তি যার থেকে মানুষ নিজের জীবন ও সম্পদকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করে'।[৮]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، 'কোন ব্যভিচারী মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না এবং কোন মদ্যপায়ী মুমিন অবস্থায় মদ

৬. *মুসলিম হা/৫৩৭, 'মাসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অধ্যায়; মিশকাত হা/৩৩০৩।*
৭. *বুখারী হা/৮৪৬, ১০৩৮, ৪১৪৭; মুসলিম হা/৭১; মিশকাত হা/৪৫৯৬।*
৮. *তিরমিযী হা/২৬২৭; নাসাঈ হা/৪৯৯৫; মিশকাত হা/৩৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৭১০।*

www.at-tahreek.com

পান করে না। কোন চোর মুমিন অবস্থায় চুরি করে না। কোন লুটতরাজকারী মুমিন অবস্থায় এরূপ লুটতরাজ করে না। যখন সে লুটতরাজ করে তখন তার প্রতি লোকজন চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে'।[৯]

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: مِنْ آبَائِهِمْ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِلاَ عَمَلٍ؟ قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ، 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মুমিনদের (নাবালেগ) বাচ্চাদের (জান্নাত-জাহান্নাম সংক্রান্ত ব্যাপারে) কি হুকুম? তিনি উত্তরে বললেন, তারা বাপ-দাদার অনুগামী হবে। আমি বললাম, কোন নেক আমল ছাড়াই? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন তারা জীবিত থাকলে কি আমল করত'।[১০]

মুত্তাক্বী :

একজন মুসলিমের অন্যতম বৈশিষ্ট্যগত নাম হ'ল মুত্তাক্বী। কুরআন মাজীদে অসংখ্যবার পরিপূর্ণ মুসলিমদেরকে মহান আল্লাহ মুত্তাক্বী বলে সম্বোধন করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا 'নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীদের জন্য রয়েছে সফলতা' *(নাবা ৭৮/৩১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ– 'নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা থাকবে জান্নাতে ও সুখ সম্ভোগে' *(ত্বূর ৫২/১৭)*। তিনি আরো বলেন, وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ– 'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রেখো আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সাথে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/১৯৪)*। পবিত্র কুরআনে আরো এসেছে, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ– 'নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা থাকবে জান্নাতে ও নদী সমূহের মাঝে' *(ক্বামার ৫৪/৫৪)*। অন্যত্র এসেছে, وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ– 'আর আল্লাহ হ'লেন মুত্তাক্বীদের বন্ধু' *(জাছিয়াহ ৪৫/১৯)*। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ، فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ– 'নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে। বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণা সমূহের মাঝে। তারা সেখানে পরিধান করবে মিহি ও মোটা রেশমের কাপড় সমূহ এবং বসবে মুখোমুখি' *(দুখান ৪৪/৫১-৫৩)*।

এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছ সমূহ : উক্ববাহ ইবনু আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ: لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ– 'নবী করীম (ছাঃ)-কে একটা রেশমী জুব্বা হাদিয়া হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা পরিধান করে ছালাত আদায় করলেন। কিন্তু ছালাত শেষ হবার সাথে সাথে দ্রুত তা খুলে ফেললেন, যেন তিনি তা পরা অপসন্দ করছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, মুত্তাক্বীদের জন্য এই পোষাক সমীচীন নয়'।[১১]

উরওয়া ইবনু যুবায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ، كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ، يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ– يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ،

'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রাঃ) মক্কায় (ভাষণ দিতে) দাঁড়িয়ে বললেন, কিছু লোক এমন আছে আল্লাহ তা'আলা যেমন তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন তেমনি অন্তরকেও অন্ধ করে দিয়েছেন। তারা মুত'আর পক্ষে ফৎওয়া দেয়। এ কথা বলে তিনি এক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করলেন। সে তাঁকে ডেকে বলল, তুমি একটি অসভ্য ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি। আমার জীবনের শপথ! ইমামুল মুত্তাক্বীন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মুত'আহ প্রচলিত ছিল। ইবনু যুবায়র (রাঃ) তাঁকে বললেন, আপনি নিজে একবার করে দেখুন। আল্লাহ্র শপথ! আপনি যদি তা (মুত'আহ) করেন তাহ'লে পাথর দিয়েই আপনাকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করব।[১২]

মুহাজির ও আনছার :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় মুসলিমদের মাঝে দু'টি শ্রেণী ছিল। তাহ'ল মুহাজির ও আনছার। তাদের পরিচয় বা নাম মুসলিম থাকা সত্ত্বেও স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) তৎকালীন মুসলিমদেরকে বৈশিষ্ট্যগত নাম 'মুহাজি'র ও 'আনছার' নামে অভিহিত করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ– 'প্রথম দিকের মুহাজির ও আনছারগণ এবং পরে যারা তাদের অনুসারী হয়েছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা' *(তওবা ৯/১০০)*। তিনি আরো

৯. *বুখারী হা/২৪৭৫, ৫৫৭৮; মুসলিম হা/৫৭; মিশকাত হা/৫৩।*
১০. *আবু দাঊদ হা/৪০৮৯; মিশকাত হা/১১১, সনদ ছহীহ।*
১১. *বুখারী হা/৩৭৫, ৫৮০১; মুসলিম হা/২০৭৫; মিশকাত হা/৭৫৯।*
১২. *মুসলিম হা/১৪০৬, 'বিবাহ' অধ্যায়।*

বলেন, لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ– ‘নিশ্চিতভাবে আল্লাহ দয়াশীল হয়েছেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনছারদের প্রতি, যারা দুঃসময়ে তার অনুসারী হয়েছিল। যখন তাদের এক দলের অন্তর টলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হ’লেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াময়’ *(তওবা ৯/১১৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، ‘নবী (মুহাম্মাদ) মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মা। আর আল্লাহ্র কিতাবে রক্ত সম্পর্কীয়গণ পরস্পরের অধিক নিকটবর্তী অন্যান্য মুমিন ও মুহাজিরদের চাইতে’ *(আহযাব ৩৩/৬)*।

আল্লাহ আরো বলেন, لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ– ‘(ফাই-এর সম্পদ) অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য। যারা তাদের ঘর-বাড়ি ও মাল-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। এরাই হ’ল সত্যবাদী’ *(হাশর ৫৯/৮)*।

এ বিষয়ে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহ : আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ، فَأَجَابُوا نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا– ‘নবী করীম (ছাঃ) শীতের এক সকালে বের হ’লেন। মুহাজির ও আনছাররা তখন খন্দক খনন করছিল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণই সত্যিকারের কল্যাণ। অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও। এর জবাবে তারা বলল, আমরা তারাই, যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হাতে বায়‘আত করেছি মৃত্যু অবধি জিহাদ করার জন্য।[১৩]

বারা ইবনু আযিব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا عَلَى سِتِّينَ وَالأَنْصَارُ نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ– ‘বদরের দিন আমাকে ও ইবনু ওমরকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক গণ্য করা হয়েছিল, এ যুদ্ধে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল ষাটের বেশী এবং আনছারদের সংখ্যা ছিল দু’শত চল্লিশেরও অধিক।[১৪]

গায়লান ইবনু জারীর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, قُلْتُ لأَنَسٍ أَرَأَيْتَ اسْمَ الأَنْصَارِ كُنْتُمْ تُسَمَّوْنَ بِهِ أَمْ سَمَّاكُمُ اللهُ قَالَ بَلْ سَمَّانَا اللهُ كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَنَسٍ فَيُحَدِّثُنَا مَنَاقِبَ الأَنْصَارِ وَمَشَاهِدَهُمْ، ‘আমি আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের আনছার নামকরণ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি? এ নাম কি আপনারা করেছেন, না আল্লাহ আপনাদের এ নামকরণ করেছেন? আনাস (রাঃ) বললেন, বরং আল্লাহ তা‘আলা আমাদের এ নামকরণ করেছেন। (গায়লান (রহঃ) বলেন,) আমরা যখন আনাস (রাঃ)-এর নিকট যেতাম, তখন তিনি আমাদেরকে আনছারদের গুণাবলী ও কার্যাবলী বর্ণনা করে শুনাতেন’।[১৫]

বারা ইবনু আযিব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الأَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ– ‘আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মুমিন ছাড়া আনছারদেরকে কেউ ভালবাসে না এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ তাঁদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে না। যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ভালবাসবেন আর যে ব্যক্তি তাঁদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ঘৃণা করবেন’।[১৬]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ يَعْنِى شَيْئًا– وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمُئُونَةَ، ‘মক্কা হ’তে মদীনায় হিজরতের সময় মুহাজিরদের হাতে কোন কিছু ছিল না। অন্যদিকে আনছারগণ ছিলেন জমি ও ভূসম্পত্তির অধিকারী। তাই আনছারগণ এই শর্তে মুহাজিরদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিলেন যে, প্রতি বছর তারা (আনছারগণ)-এর উৎপন্ন ফল ও ফসলের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাদের (মুহাজিরদের) দিবেন। আর তারা এ কাজে শ্রম দিবে ও দায়দায়িত্ব নিবে’।[১৭]

---

১৩. *বুখারী হা/৭২০১, ‘আহকাম’ অধ্যায়।*

১৪. *বুখারী হা/৩৯৫৬, ‘মাগাযী’ অধ্যায়।*

১৫. *বুখারী হা/৩৭৭৬, ‘আনছারদের মর্যাদা’ অধ্যায়।*

১৬. *বুখারী হা/৩৭৮৩, ‘আনছারদের মর্যাদা’ অধ্যায়; মুসলিম হা/৭৫; মিশকাত হা/৬২০৭।*

১৭. *বুখারী হা/২৬৩০, ৩১২৮; মুসলিম হা/১৭৭১।*

ছাহাবী :

কুরআনুল কারীমে ছাহাবী শব্দের উল্লেখ পাওয়া না গেলেও বহু ছহীহ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়কার মুসলিমদেরকে ছাহাবী বলা হয়েছে। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ– 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালমন্দ করো না। তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধমুদ এর সমপরিমাণ ছওয়াব হবে না'।[১৮]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَإِنَّ بنِي إسرائيل تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي– 'বনু ইস্রাঈল ৭২ ফের্কায় বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। সবাই জাহান্নামে যাবে, একটি দল ব্যতীত। তারা বললেন, সেটি কোন দল হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, যারা আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি, তার উপরে টিকে থাকবে'।[১৯]

আবু ইদরীস আইযুল্লাহ হ'তে বর্ণিত, উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) যিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে এবং আকাবার রাতে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের একটি দলকে লক্ষ্য করে বললেন, এসো তোমরা আমার কাছে একথার উপর বায়'আত কর যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, তোমরা চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না; তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কারো উপর অপবাদ আরোপ করবে না যা তোমরা নিজ হাতে বানিয়ে নাও, তোমরা নেক কাজে আমার নাফরমানী করবে না, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এসব শর্ত পূরণ করে চলবে সে অবশ্যই আল্লাহ্র নিকট তার প্রতিদান পাবে। আর যে এসবের কোন কিছুতে লিপ্ত হয় এবং তাকে এ কারণে দুনিয়াতে শাস্তি দেয়া হয়, তবে এ শাস্তি তার প্রতি কাফফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এসবের কোনটিতে লিপ্ত হয় আর আল্লাহ তা গোপন রাখেন, তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার ওপর ন্যস্ত। তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন। উবাদাহ (রাঃ) বলেন, আমিও এসব শর্তের উপর নবী করীম (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত করেছি'।[২০]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ قَالَ: وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ– 'মক্কা বিজয়ের বছর রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিয়ামরত অবস্থায় সফরে বের হ'লেন। অতঃপর কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছাবার পর তিনি ছওম ভেঙ্গে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে যখনই কোন নতুন বিষয় প্রকাশ পেত, তাঁর ছাহাবীগণ তা অনুসরণ করতেন'।[২১]

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ فُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلاَّ، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ– 'খায়বার যুদ্ধের দিন নবী করীম (ছাঃ)-এর একদল ছাহাবী বলতে লাগলেন অমুক অমুক শহীদ হয়েছেন। অবশেষে এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে তাঁরা বললেন, সেও শহীদ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কখনই না। গণীমতের মাল থেকে চাদর আত্মসাৎ করার কারণে আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি'।[২২]

পর্যালোচনা :

উল্লেখিত আয়াতে কারীমা ও হাদীছ সমূহ হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলে করীম (ছাঃ) শুধু মুসলিম নামেই অভিহিত করেননি। বরং মুসলিম, মুমিন, মুত্তাক্বী, আনছার-মুহাজির, ছাহাবী স্থান-কাল পাত্রভেদে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। এতে বুঝা যায়, আমাদের পরিচয় সর্বক্ষেত্রে মুসলিমই হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। বরং মুমিন, মুত্তাক্বী, আনছার-মুহাজির ও ছাহাবী এ পরিচয়গুলো 'মুসলিম' শব্দের চেয়ে অনেক বেশী অর্থবহ এবং আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রিয়তর শব্দ। মূলতঃ মুমিন, মুত্তাক্বী, আনছার-মুহাজির, ছাহাবী প্রতিটি শব্দের মধ্যেই 'মুসলিম' শব্দটি উহ্য বা লুক্কায়িত আছে। মুমিন ব্যক্তি মুসলিম তো বটেই বরং তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম। অর্থাৎ সকল মুমিনই মুসলিম। কিন্তু সকল মুসলিম মুমিন নয়। বিষয়টিকে আমরা 'মুসলিম রাষ্ট্র' ও ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করতে পারি। মুসলিম রাষ্ট্র বলা হয়, 'যে রাষ্ট্রে মুসলিমদের সংখ্যা বেশী কিন্তু ইসলামী শরী'আতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় না'। যেমন বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্র হ'ল যে মুসলিম দেশ ইসলামী শরী'আতের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। যেমন- সঊদী আরব।

১৮. *বুখারী হা/৩৬৭৩; মুসলিম হা/২৫৪০; মিশকাত হা/৫৯৯৮।*
১৯. *তিরমিযী হা/২৬৪১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২; আবুদাঊদ হা/৪৫৯৬; মিশকাত হা/১৭১; ছহীহাহ হা/১৩৪৮।*
২০. *বুখারী হা/৩৮৯২ 'আনছারদের মর্যাদা' অধ্যায়।*
২১. *মুসলিম হা/১১১৩ 'ছিয়াম' অধ্যায়।*
২২. *মুসলিম হা/১১৪ 'ঈমান' অধ্যায়; মিশকাত হা/৪০৩৪।*

সকল মুত্তাক্বী, আনছার, মুহাজির, ছাহাবী মুসলিম তো বটেই বরং তারা ১ম সারির মুসলিম। কিন্তু সকল মুসলিম মুত্তাক্বী, আনছার-মুহাজির বা ছাহাবী নয়। অনুরূপভাবে আহলেহাদীছগণ মুসলিম তো বটেই বরং তারা ১ম সারির মুসলিম।

সর্বক্ষেত্রে মুসলিম পরিচয় দিলে সমস্যা কি?

অতি আবেগী মুসলমানগণ প্রশ্ন তুলতে পারেন সর্বক্ষেত্রে মুসলিম পরিচয় দিতে সমস্যা কি? তাদের প্রশ্নের জবাবে আমরা নিম্নরূপ বিষয়গুলি উল্লেখ করছি :

১. যদি সর্বক্ষেত্রে মুসলিম বলে পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হ'ত তবে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বক্ষেত্রেই মুসলমানদেরকে মুসলিম বলেই সম্বোধন করতেন। কিন্তু তাঁরা স্থান-কাল-পাত্রভেদে মুসলমানদেরকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন। অতএব সর্বক্ষেত্রে মুসলিম পরিচয় দিতে হবে, অন্য কোন বৈশিষ্ট্যগত নামে পরিচয় দেয়া যাবে না এমন দাবী বা আক্বীদা পোষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ। কেননা তাঁরা সর্বক্ষেত্রেই মুসলিম শব্দ ব্যবহার করেননি।

২. এ উম্মতের ৭৩ ফিরক্বার ৭২ ফিরক্বা জাহান্নামী। তারাও মুসলিম। অর্থাৎ শী'আ, খারেজী, মু'তাযেলী, ক্বাদারিয়া, জাবারিয়া, জাহামিয়্যা, আশ'আরিয়া, মুজাসসিমা পথভ্রষ্ট এ সকল সম্প্রদায়ের সকলেই মুসলিম। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً، 'আমার উম্মত ৭৩ ফিরক্বায় বিভক্ত হবে। তাদের সবাই জাহান্নামে যাবে, একটি ফিরক্বা ব্যতীত'।[২৩]

উক্ত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) تَفْتَرِقُ أُمَّتِي 'আমার উম্মাত বিভক্ত হবে' বলেছেন। অতএব সর্বক্ষেত্রে মুসলিম পরিচয় দিলে স্বভাবতই প্রশ্ন এসে যাবে আপনি কোন শ্রেণীর মুসলিম। শী'আ, খারেজী, মু'তাযেলী, জাবারিয়া, ক্বাদারিয়া ও মাযহাবী? নাকি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের পদাংক অনুসরণকারী ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ? তথা আহলেহাদীছ। তাই মুসলিম সমাজে নিজেদেরকে 'আহলেহাদীছ' তথা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র একনিষ্ঠ অনুসারী হিসাবে পরিচয় দিলে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, আমরা মুসলিম তো বটেই, বরং আমরা ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ্র অন্তর্ভুক্ত একনিষ্ঠ মুসলিম।

৩. প্রত্যেক নবীর উম্মত মুসলিম। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ– 'আর (হে ঈসা! তুমি স্মরণ কর) যখন আমি হাওয়ারীদের অন্তরে জাগ্রত করে দিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তখন তারা বলল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, নিশ্চয়ই আমরা মুসলিম' *(মায়েদাহ ৫/১১১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ– 'যখন তাদের নিকট এটি পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে আমরা এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এটা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে আগত সত্যবাণী। আর আমরা ইতিপূর্বেও মুসলিম ছিলাম' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৩)*। তিনি আরো বলেন, فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ– '(নূহ বলল) এরপরেও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে মনে রেখ, আমি তোমাদের কাছে কোনরূপ বিনিময় চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে। আর আমি তো আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত থাকি' *(ইউনুস ১০/৭২)*।

মূলতঃ 'মুসলিম' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক একটি শব্দ। সুতরাং যে সকল স্থানে মুসলিমও রয়েছে এবং অমুসলিমও রয়েছে সে সকল স্থানে পরিচয় দানের ক্ষেত্রে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দেয়া উচিত এবং যে সকল স্থানে শুধু মুসলিম রয়েছে সে সকল স্থানে নিজকে 'আহলেহাদীছ' হিসাবে পরিচয় দেয়া উচিত। মুসলমানদের মধ্যে যেহেতু ৭৩ ফিরক্বা হয়েই গেছে সেহেতু নাজী ফিরক্বা হিসাবে নিজকে 'আহলেহাদীছ' হিসাবে পরিচয় দেয়াই বাঞ্ছনীয়।

কেন আহলেহাদীছ বলে পরিচয় দিতে হবে?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে তাঁর মৃত্যুর পর ৩৭ হিজরী হ'তে একের পর এক ভ্রান্ত ফিরক্বার আবির্ভাব হ'তে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর মাত্র ২৫ বছর পর অর্থাৎ ৩৭ হিজরীতে আত্মপ্রকাশ করে মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে ভ্রান্ত ফিরক্বা খারেজী ও শী'আ। প্রথম শতাব্দী হিজরীর শেষ দিকে উদ্ভব হয় ক্বাদারিয়া, জাবারিয়া, মুরজিয়া। অতঃপর মু'তাযিলা প্রভৃতি ভ্রান্ত দলসমূহের।[২৪] এরপর উৎপত্তি ঘটে জাহমিয়া, আশ'আরিয়া, রাফেযিয়া, মুশাবিহা প্রভৃতি ভ্রান্ত দলের। এ সকল ভ্রান্ত দলের ছড়াছড়িতে একনিষ্ঠ মুসলিমগণ নিজেদেরকে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' বলে পরিচয় দিতে থাকেন। কালক্রমে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী এভাবে চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় একদল একনিষ্ঠ মুসলিম মাযহাবী গোঁড়ামী থেকে মুক্ত থেকে নিজেদেরকে 'আহলেহাদীছ' তথা কুরআন ও হাদীছের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসাবে পরিচয় দিতে থাকেন। আহলেহাদীছগণ মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর পদাংক অনুসরণকারী 'ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ'। সে হিসাবে আহলেহাদীছদের উদ্ভব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়কাল থেকেই।

---

২৩. *তিরমিযী হা/২৬৪১; আবূ দাঊদ হা/৪৫৯৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২; ছহীহাহ হা/১৩৪৮।*

২৪. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'ফিরক্বা নাজিয়াহ' (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪৩৪ হি./২১১৩ইং), ৮ পৃ.।*

বর্তমানে এদেশে 'হানাফী ও আহলেহাদীছ' এ দু'শ্রেণীর লোক রয়েছে। এদেশের হানাফীগণ দেওবন্দী, ব্রেলভী, রেজভী, কাদেরিয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদিয়া, নকশবন্দিয়া, মাইজভাণ্ডারী, মাযারপূজারী এভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত। এমন পরিস্থিতি নিজেদের শুধু মুসলিম বলে পরিচয় দিলে স্বভাবতই প্রশ্ন থেকে যাবে আপনি কোন মতাদর্শের মুসলিম? কেননা উপরিউক্ত সকল দলই মুসলিম হিসাবে গণ্য। আর যদি 'আহলেহাদীছ' হিসাবে পরিচয় দেয়া হয় তাহ'লে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় উল্লিখিত যাবতীয় দলের বিপরীতে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর পদাংক অনুসরণকারী একনিষ্ঠ মুসলিম।

আহলেহাদীছ নামকরণের দলীল কোথায়?

অনেকেই প্রশ্ন করেন মুসলিম, মুমিন, মুত্তাক্বী, আনছার-মুহাজির, ছাহাবী এ নামগুলো কুরআনুল কারীমের আয়াত ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু এগুলোর কোন একটিকে গ্রহণ না করে নতুন করে 'আহলেহাদীছ' নাম গ্রহণ করেছেন। 'আহলেহাদীছ' নামকরণ শরী'আতের দলীল দ্বারা সাব্যস্ত কি?

জবাব : ১. আমাদের মূল নাম মুসলিম। আর মুমিন, মুত্তাক্বী, আনছার-মুহাজির, ছাহাবী, তাবেঈ, তাবা তাবেঈ এ নামগুলো বৈশিষ্ট্যগত নাম। কালের পরিক্রমায় পরিচয় সুস্পষ্ট করণের লক্ষ্যে একেক সময় একেক নাম ব্যবহার হয়ে আসছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য মুসলিমগণ 'ছাহাবী' নামে অভিহিত। প্রশ্ন হ'ল তাঁদের নাম শুধু মুসলিম হ'লেই তো চলতো। তাহ'লে ছাহাবী এ বৈশিষ্ট্যগত নামের কি প্রয়োজন ছিল? হ্যাঁ প্রয়োজন এজন্যই ছিল যে, ক্বিয়ামত অবধি আগত সকল মুসলিম থেকেও তাদের পৃথক মর্যাদা রয়েছে'।

আবার ছাহাবীদের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণে ছাহাবীগণ তিন বিশেষিত নামে অভিহিত। যেমন (১) আনছার (২) মুহাজির (৩) সাধারণ ছাহাবী। ছাহাবীদের একদল এমন ছিলেন যাঁরা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন। তাদেরকে আলাদাভাবে বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে আসছে 'মুহাজির' তথা হিজরতকারী। আবার মদীনায় যেসকল ছাহাবী মুহাজিরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন এবং আশ্রয় দিয়েছেন তাঁরা 'আনছার' তথা সাহায্যকারী নামে অভিহিত হয়েছেন। এ দু'শ্রেণীর বাইরে যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন তাঁরা শুধু 'ছাহাবী' নামে খ্যাত। মূলতঃ আনছার-মুহাজির সকলেই ছাহাবী এবং সকল ছাহাবীই মুসলিম।

অপরদিকে যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎ পাননি কিন্তু ঈমানের সাথে ছাহাবীদের সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন তাদেরকে বলা হয় 'তাবেঈ'। আর যারা তাবেঈদের সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন তাদেরকে বলা হয় 'তাবা-তাবেঈ'।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, ছাহাবী, আনছার-মুহাজির, তাবেঈ, 'তাবা-তাবেঈ' তারা সকলেই মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সময়ের প্রয়োজনে তাদের আলাদা আলাদা মর্যাদা বুঝানোর জন্য উক্ত বৈশিষ্ট্যগত নামগুলো সর্বসম্মতভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তদ্রূপ মুসলমানদের মধ্যকার ভ্রান্ত দল, ভ্রান্ত আক্বীদা-মানহাযের লোকদের থেকে সরাসরি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারীদের বুঝানোর জন্যই আহলেহাদীছ, আছহাবুল হাদীছ, সালাফী বৈশিষ্ট্যগত নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ছাহাবী, আনছার-মুহাজির, তাবেঈ, তাবা-তাবেঈ নামগুলো নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট লোকদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। বিধায় এ নামগুলো বর্তমান যামানার মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উক্ত আলোচনা থেকে আরও প্রমাণিত হ'ল যে, বৈশিষ্ট্যগত নাম পরিবর্তনশীল।

এবার থাকল মুমিন ও মুত্তাক্বী নাম দু'টো। এ নাম দু'টোও নিজের পরিচয় দানের জন্য প্রযোজ্য নয় এ কারণে যে, এ নাম দু'টো প্রশংসা জ্ঞাপক শব্দ। যা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাঁটি মুসলমানদের প্রশংসায় ব্যবহার করেছেন। নিজের ক্ষেত্রে নিজে প্রশংসাজ্ঞাপক নাম ব্যবহার করা বৈধ নয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى– 'তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাক্বী কে' *(নাজম ৫৩/৩২)*।

২. আহলেহাদীছ নামকরণের বিষয়ে সরাসরি হাদীছ থেকে দলীল পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কোন যুবককে দেখলে বলতেন, مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوَسِّعَ لَكُمْ فِي الْمَجْلِسِ وَأَنْ نُفَهِّمَكُمُ الْحَدِيثَ فَإِنَّكُمْ خُلُوْفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيْثِ بَعْدَنَا، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে 'স্বাগত' জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী 'আহলুল হাদীছ'।[২৫]

৩. আহলেহাদীছ বর্তমান যুগে আবিষ্কৃত কোন মত, পথ বা পদ্ধতির নাম নয়। বরং এটা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের যুগ থেকে চলে আসা একটি বৈশিষ্ট্যগত ও পরিচিতিমূলক নাম।

সাহায্যপ্রাপ্ত দল, নাজাতপ্রাপ্ত ফিরক্বা এবং হক-এর অনুসারীদের বৈশিষ্ট্যগত নাম 'আহলেহাদীছ'। এরা ঐ সমস্ত মহান ব্যক্তি, যারা সর্বযুগে ছিলেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى مَنْصُورِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ– 'আমার

২৫. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১৭৪১; ইমাম আবু বকর আহমাদ বিন আলী আল-খতীব বাগদাদী, 'শায়খুল আছহাবিল হাদীছ' লাহোর: রিপন প্রেস, তাবি), ১২ পৃ.; গৃহীত, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, ৬৬ পৃ.।*

উম্মতের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি দল (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হ'তে) সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হ'তে থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[২৬]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, إِنْ لَّمْ تَكُنْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فَلاَ أَدْرِي مَنْ هُمْ؟ 'সাহায্যপ্রাপ্ত এই দলটি যদি আছহাবুল হাদীছ (আহলেহাদীছ) না হয়, তবে আমি জানি না তারা কারা'?[২৭]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, إِذَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِّنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ فَكَأَنِّيْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيًّا- 'আমি যখন কোন আহলেহাদীছকে দেখি তখন যেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জীবন্ত দেখি'।[২৮]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) আরও বলেছেন, 'আমার নিকট ঐ ব্যক্তিই আহলেহাদীছ, যিনি হাদীছের উপর আমল করেন'।[২৯] ইমাম বুখারীর উস্তায আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) (মৃতঃ ২৩৪ হি.) হক্বপন্থী দলের পরিচয় প্রদানে বলেছেন, هُمْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ 'তারা হ'লেন আহলুল হাদীছ'।[৩০]

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও (মৃঃ ২৫৬ হি.) বলেছেন, يَعْنِى أَهْلُ الْحَدِيْثِ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'আহলেহাদীছ'।[৩১]

ইমাম আহমাদ ইবনু সিনান আল-ক্বাত্ত্বান (রহঃ) বলেন, لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ إِلاَّ وَهُوَ يُبْغِضُ أَهْلَ الْحَدِيثِ، 'দুনিয়াতে এমন কোন বিদ'আতী নেই যে, আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না'।[৩২]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) (মৃঃ ৭৫১ হি.) স্বীয় 'ক্বাছীদা নুনিয়া'তে লিখেছেন, يا مبغضا أهل الحديث وشاتما + أبشر بعقد ولاية الشيطان- 'হে আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ও গালি প্রদানকারী! তুমি শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের সু-সংবাদ গ্রহণ কর'।[৩৩]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) সূরা বণূ ইসরাঈলের ৭১ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, هَذَا أَكْبَرُ شَرَفٍ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ إِمَامَهُمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- 'আহলেহাদীছদের জন্য এটি সবচেয়ে বড় মর্যাদা যে, তাদের ইমাম হ'লেন নবী করীম (ছাঃ)'।[৩৪]

জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ)।[৩৫] ইবনু মুফলিহ আল-মাক্বদেসী (রহঃ) বলেছেন, أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمْ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ الْقَائِمُونَ عَلَى الْحَقِّ- 'আহলে হাদীছরাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল'। যারা হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন'।[৩৬]

উল্লিখিত আলোচনা হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, 'আহলেহাদীছ' নতুন সৃষ্ট কোন নাম নয়। এটা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে সালাফে ছালেহীনের নিকট অতি প্রিয় ও পসন্দনীয় নাম। যাবতীয় শিরক-বিদ'আত, কুসংস্কার, ভ্রান্ত মতবাদ থেকে মুক্ত নাজাতপ্রাপ্ত দলের নাম 'আহলেহাদীছ'। যারা ক্বিয়ামত অবধি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। বিদ'আতী ও ভ্রান্ত খারেজী মতাদর্শের লোকেরাই কেবল 'আহলেহাদীছ' নামকে অপসন্দ করে এবং আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।

আহলেহাদীছ বিভিন্ন নামে :

আহলেহাদীছগণ বিভিন্ন হাদীছের কিতাব ও বিশ্বস্ত ফিক্বহ গ্রন্থসমূহে 'আছহাবুল হাদীছ' আহলুস সুন্নাহ, আহলুস সুন্নাতে ওয়াল জামা'আত, আহলুল হক, আহলুল আছার, মুহাদ্দেছীন, মুহাম্মাদী, আছারী প্রভৃতি নামে কথিত হয়েছেন। সালাফে ছালেহীনের অনুসারী হওয়ার কারণে তাঁরা 'সালাফী' হিসাবেও পরিচিত।[৩৭] আহলেহাদীছগণ মিসর, সূদান, থাইল্যাণ্ড, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে আনছারুস সুন্নাহ, সঊদী আরব ও কুয়েত প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে 'সালাফী, ইন্দোনেশিয়াতে 'জামা'আতে মুহাম্মাদিয়্যাহ' এবং ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ প্রভৃতি এলাকায় 'মুহাম্মাদী' ও 'আহলেহাদীছ' নামে পরিচিত।[৩৮]

উপসংহার :

একই ব্যক্তির পরিচয় স্থান, কাল, পাত্র ভেদে ভিন্নতর হ'তে পারে। কোন লোক নিজ উপযেলার গণ্ডির মধ্যে থাকাকালে তার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞেস করলে নিজের গ্রামের নাম বলে। ঐ একই ব্যক্তি নিজ উপযেলার গণ্ডি পেরিয়ে যেলার গণ্ডিতে অবস্থানকালে তার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞেস করলে নিজ উপযেলার নাম বলে থাকে। ঐ ব্যক্তি অন্য যেলায় অবস্থানকালে তার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞেস করলে নিজ যেলার নাম বলে থাকে। ঐ ব্যক্তি বিদেশে অবস্থানকালে বাড়ী কোথায় জিজ্ঞেস করলে নিজ দেশের নাম বলে থাকে। এটাই হ'ল বাস্তবতা। এটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বরং এর বিপরীত হ'লে লোকে তাকে পাগল আখ্যা দেবে। অর্থাৎ সে তার উপযেলার গণ্ডিতে অবস্থানকালে তার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞেস করা হ'লে যদি উত্তরে বলে 'বাংলাদেশ', তাহ'লে

---

২৬. ইবনু মাজাহ হা/৬; তিরমিযী হা/২১৯২, সনদ ছহীহ।
২৭. ইমাম হাকেম, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, ২ পৃ., সনদ হাসান।
২৮. শারফু আছহাবিল হাদীছ হা/৮৫।
২৯. খতীব বাগদাদী, আল-জামে' ১/৪৪ পৃ.।
৩০. শারফু আছহাবিল হাদীছ ৫ পৃ.; তিরমিযী হা/২২২৯, সনদ ছহীহ।
৩১. খতীব বাগদাদী, মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশ শাফেঈ, ৪৭ পৃ.।
৩২. মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ হা/৬, ৪ পৃ.।
৩৩. আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়াহ ফিল ইনতিছার লিল ফিরক্বাতিন নাজিয়াহ ১৯৯ পৃ.।
৩৪. তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা বনী ইসরাঈলের ৭১ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।
৩৫. তাদরীবুর রাবী ২/১২৬।
৩৬. আল-আদাবুল শারঈয়াহ ১/২১১ পৃ.।
৩৭. ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি, তারীখে আহলেহাদীছ (নয়াদিল্লী : মাকতাবা তাওহীদ ২য় সংস্করণ ১৯৮৩ ইং), ১২৮ পৃ.।
৩৮. আল-ই'তিছাম উর্দু সাপ্তাহিক (লাহোর : শীশ মহল রোড ৪০বর্ষ ২৫ সংখ্যা আহলেহাদীছ আন্দোলন (থিসিস), ৬৩ পৃ.।

লোকেরা হাসবে ও পাগল বলবে। আবার বিদেশে অবস্থানকালে তার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞেস করা হ'লে যদি সে তার গ্রামের নাম বলে তবুও লোকেরা হাসবে এবং তাকে পাগল মনে করবে। কেননা তার দুই উত্তরের কোনটাতেই তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না।

অনুরূপভাবে আমাদের জাতীয় বা ধর্মীয় পরিচয় হ'ল মুসলিম। যে স্থানে বিভিন্ন ধর্মের লোক থাকবে, সেখানে যদি ধর্মীয় পরিচয় জিজ্ঞেস করা হয়, তাহ'লে বলতে হবে মুসলিম। যেখানে শী'আ, খারেজী, মু'তাযেলী, ক্বাদারিয়া, জাবারিয়া ইত্যাদি ভ্রান্ত ফিরক্বার লোকের সমাগম থাকবে সেখানে আমাদের পরিচয় হবে 'আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত'। আর যেখানে বিভিন্ন মাযহাবী লোকের সমাগম থাকবে সেখানে আমাদের পরিচয় হবে 'আহলেহাদীছ'। অর্থাৎ আমাদের ধর্মীয় পরিচয় হ'ল মুসলিম। আর আক্বীদা ও মানহাজ হ'ল 'আহলেহাদীছ'। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে কেউ মুসলিম সমাজে অবস্থানকালে নিজের পরিচয় 'মুসলিম' বললে হাস্যকর হবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় লোকদের মাঝে অবস্থানকালে নিজের পরিচয় 'আহলেহাদীছ' বললেও হাস্যকর হবে। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন-আমীন!

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক ও একজন হিসাব রক্ষক আবশ্যক।

(১) সহকারী শিক্ষক (আরবী) (১ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।
(২) সহকারী শিক্ষক (ইংরেজী) (১ জন)। যোগ্যতা : এম.এ (ইংরেজী)।
(৩) সহকারী শিক্ষক (গণিত) (১ জন)। যোগ্যতা : এম.এস.সি (গণিত)।
(৪) জুনিয়র সহকারী শিক্ষক (সাধারণ) (১ জন)। যোগ্যতা : ফাযিল/বিএ।
(৫) জুনিয়র সহকারী শিক্ষক (আরবী) (১ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/ফাযিল/বিএ।
(৬) হাফেয (১ জন)। (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)।
(৭) হাফেযা (১ জন) (কিতাব বিভাগ)। (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)।
(৭) হিসাব রক্ষক। যোগ্যতা : নূন্যতম বিএ পাস (কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষ ও সফটওয়্যারে হিসাব সংরক্ষণে অভিজ্ঞ)।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০২৪।
যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৬-৩৮৯৮৪১, ০১৩০৯-১৩৪০৫১। ই-মেইল : almarkazrajshahi@gmail.com

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com
রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

আল্লাহ্র হক

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করে কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন *(আহযাব ৩৩/৭২)*। এ দায়িত্বের কারণেই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। মানুষের উপর অর্পিত দায়িত্বকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে- ১. হাক্কুল্লাহ তথা আল্লাহ্র হক। ২. হাক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হক। পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষকেই এ দু'টি প্রাপ্য আদায় করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন আমাদের কল্যাণের জন্য। তিনি মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। শুধু মানুষ ও জিন জাতি নয়; বরং পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই আল্লাহ্র প্রশংসায় রত আছে *(ইসরা ১৭/৪৪)*। সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহকে একক সত্ত্বা মেনে নিয়ে একমাত্র তাঁর ইবাদত করবে, এটা আল্লাহ্র হক। অনুরূপভাবে এক সৃষ্টি অন্য সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালন করবে, তার হক যথাযথভাবে আদায় করবে, এটা আল্লাহ্র নির্দেশ। আলোচ্য প্রবন্ধে হকের পরিচয় ও আল্লাহ্র হক্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

হক এর পরিচয় : 'হক' (حق) আরবী শব্দ। এটি একবচন। বহুবচনে 'হুকূক' (حقوق)। এটি আল্লাহ্র একটি গুণবাচক নাম। এর আভিধানিক অর্থ কয়েকটি হ'তে পারে-

(ক) 'হক' অর্থ- সত্য, যা মিথ্যার বিপরীত। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করো না' *(বাক্বারাহ ২/৪২)*। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا 'আর বল, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েই থাকে' *(ইসরা ১৭/৮১)*।

(খ) 'হক' অর্থ- অংশ, প্রাপ্য। যেমন- আমরা বলি এই জমিতে আমার হক আছে অর্থাৎ এই জমিতে আমার অংশ আছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ 'আর এগুলির হক আদায় করে দাও ফসল কাটার দিন' *(আন'আম ৬/১৪১)*। হাদীছে সালমান (রাঃ)-এর বক্তব্য এভাবে এসেছে,.فَأَعْطِ كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ 'প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য হক প্রদান কর'।[১]

পরিভাষায় হক দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[২] যথা-

১. هو الحكم المطابق للواقع، ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل 'এটি বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত, যা উক্তি, বিশ্বাস, ধর্ম এবং মতবাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হিসাবে এবং এটি মিথ্যার বিরোধী'।

২. أن يكون بمعنى الواجب الثابت 'স্থির কর্তব্য অর্থে ব্যবহার হয়'।

হকের প্রকারভেদ : হক দুই প্রকার। ১. হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহ্র হক ২. হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক।[৩]

১. হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহ্র হক : হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহ্র হক হ'ল এমন হক যা কেবল তাঁর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা।

২. হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক : আল্লাহ ব্যতীত আল্লাহ্র অন্য সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত হককে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক বলে। যেমন- পিতা-মাতার হক, স্বামী-স্ত্রীর হক ইত্যাদি।

হকের রুকন বা ভিত্তি : হকের রুকন নিম্নরূপ[৪]-

(১) صاحب الحق 'হকের অধিকারী' : অর্থাৎ যার জন্য হক সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ। কারণ তাঁর জন্য ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি সাব্যস্ত হয়েছে। পিতা-মাতা, কারণ তাদের জন্য সন্তানের হক সাব্যস্ত হয়েছে।

(২) من عليه الحق 'যার উপর হক সাব্যস্ত' : যিনি হক আদায় করবেন। অর্থাৎ যিনি হক আদায়ের দায়িত্বশীল। যেমন ছালাত আল্লাহ্র হক। আর এই দায়িত্ব মানুষের উপর।

(৩) محل الحق أي الشيء المستحق 'হকের মাধ্যম'। অর্থাৎ যা দ্বারা হক আদায় করা হয়। যেমন- পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আল্লাহ্র হক। পাঁচবার ছালাত আদায়ের মাধ্যমে এ হক আদায় করতে হয়। যাকাত আল্লাহ্র হক। সম্পদের ২.৫% অংশ নির্ধারিত খাতসমূহে বণ্টন করার মাধ্যমে যাকাত আদায় করতে হয়।

আল্লাহ্র হক :

মানুষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও যরূরী হক হ'ল 'আল্লাহ্র হক'। মহান আল্লাহ প্রথম মানুষ আদম (আঃ)-কে নিজ হাতে *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*, সুন্দর আকৃতিতে *(ত্বীন ৯৫/৪)* সৃষ্টি করেছেন। আর আদম সন্তানের ভ্রূণ মায়ের পেটে ১২০ দিন হওয়ার পর তাতে রূহ দেন।[৫] তারপর মায়ের গর্ভের সুরক্ষিত স্থানে তিলে তিলে তাকে বড় করেন *(মুমিনূন ২৩/১৩)*। জ্ঞানহীন অবস্থায় তাকে মায়ের গর্ভ থেকে বের করেন *(নাহল ১৬/৭৮)* এবং দুনিয়াতে চলার জন্য সামান্য জ্ঞান দান করে *(ইসরা ১৭/৮৫)*। অতঃপর তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের দু'টি রাস্তা দেখিয়ে

* তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া), দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

১. বুখারী হা/১৯৬৮, ৬১৩৯; তিরমিযী হা/২৪১৩।
২. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ, (কুয়েত: ৩য় প্রকাশ ১৪১০ হিঃ/১৯৯০ খ্রিঃ) ১৮/৭।
৩. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ, ১৮/৭।
৪. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ, ১৮/১২।
৫. বুখারী হা/৬৫৯৪।

দেন *(দাহর ৭৬/৩)*। যিনি এত কিছু করলেন তিনিই তো বান্দার ইবাদত পাওয়ার একমাত্র হকদার। শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) আল্লাহ্র হক সম্পর্কে বলেন,

فهذا الحق أحق الحقوق وأوجبها وأعظمها؛ لأنه حق الله تعالى الخالق العظيم المالك المدبر لجميع الأمور، حق الملك الحق المبين الحي القيوم الذي قامت به السماوات والأرض، خلق كل شيء فقدره تقديرا بحكمة بالغة،

'আল্লাহ তা'আলার অধিকার' এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে বড় অধিকার। কেননা এটি মহান সৃষ্টিকর্তা, অধিপতি ও সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রক আল্লাহ তা'আলার অধিকার। এ অধিকার হ'ল সুমহান বাদশার সুস্পষ্ট অধিকার, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, যিনি আকাশ ও পৃথিবী স্থাপন করেছেন। তিনিই স্বীয় পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার দ্বারা সবকিছু সুনিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন'।[৬]

মহান আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, পানি, বস্ত্রসহ *(বাক্বারাহ ২/২২)* বহু নে'মত দিয়েছেন, যা গনণা করা সম্ভব নয় *(নাহল ১৬/১৮)*। আর আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত কারো জীবন ধারণ ও বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়। তাই তাঁর হক আদায় করা আবশ্যক। শায়েখ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, فلو حجب عنك فضله طرفة عين لهلكت ولو منعك رحمته لحفظه لما عشت، فإذا كان هذا فضل الله عليك ورحمته بك فإن حقه عليك أعظم الحقوق. 'আল্লাহ যদি চোখের এক পলক পরিমাণ সময় তাঁর অনুগ্রহ ছিনিয়ে নেন, তবে তুমি তখনই ধ্বংস হয়ে যাবে। তেমনি তিনি যদি তোমার নিকট থেকে এক মুহূর্তও তাঁর রহমত বন্ধ রাখেন, তবে তুমি জীবিত থাকতে পারবে না। অতএব তোমার প্রতি যখন আল্লাহ্র এরূপ অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে, সেকারণ তোমার উপরও আল্লাহ্র সর্ববৃহৎ অধিকার রয়েছে'।[৭]

মহান আল্লাহ তাঁর হক সম্পর্কে বলেন, وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا 'আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না' *(নিসা ৪/৩৬)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করতে নিষেধ করেছেন। কেননা তিনিই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা রিযিকদাতা, নে'মত দাতা এবং সমস্ত সৃষ্টজীবের উপর সদা-সর্বদা করুণা বর্ষণকারী। সুতরাং একমাত্র তিনিই হচ্ছেন ইবাদতের হকদার।[৮] মু'আয (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, উফায়র নামক একটি গাধার পিঠে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পেছনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মু'আয! তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহ্র হক কি এবং আল্লাহ্র উপর বান্দার হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন, فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، 'নিশ্চয়ই বান্দার উপর আল্লাহ্র হক হ'ল, বান্দা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্র উপর বান্দার হক হ'ল, তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন না'।[৯]

উক্ত হাদীছে আল্লাহ্র দু'টি হক প্রমাণিত হয়। ১. একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা, ২. শিরক না করা।

১. আল্লাহ্র ইবাদত করা : বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ্র প্রধান হক হ'ল বান্দা একমাত্র তাঁর ইবাদত করবে। ইবাদত শব্দের অর্থ আনুগত্য করা, নত হওয়া ও বিনম্র হওয়া। আল্লাহ্র আদেশ বাস্তবায়ন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকাই ইবাদত। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহ.) বলেন, العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 'ইবাদত ব্যাপক অর্থবোধক বিশেষ্য। আল্লাহ্র পসন্দ ও সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এমন সব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজকে ইবাদত বলে'।[১০]

আল্লাহ্র ইবাদত করা এমন গুরুত্বপূর্ণ হক, যেজন্য আল্লাহ মানুষ ও জিন জাতীকে সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

أَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الْعِبَادَ لِيَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَمَنْ أَطَاعَهُ جَازَاهُ أَتَمَّ الْجَزَاءِ، وَمَنْ عَصَاهُ عَذَّبَهُ أَشَدَّ الْعَذَابِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِمْ، بَلْ هُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَيْهِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ، فَهُوَ خَالِقُهُمْ وَرَازِقُهُمْ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না তাকে তিনি উত্তম ও পূর্ণ পুরস্কার প্রদান করবেন। আর যারা তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে তাকে তিনি কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। আর তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সমস্ত সৃষ্টি সর্বাবস্থায় তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে অসহায় ও দরিদ্র। তিনিই তাদের সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা।[১১]

---

৬. *শাইখ ছালেহ আল-উছায়মীন, হুক্বুক দা'আত ইলায়হাল ফিত্বরাত ওয়া ক্বারারাতহাশ শারী'আহ (حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة) পৃ. ৮।*

৭. *হুক্বুক দা'আত ইলায়হাল ফিত্বরাত ওয়া ক্বারারাতহাশ শারী'আহ পৃ. ৮-৯।*

৮. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা নিসা ৩৬নং আয়াতের তাফসীর দ্র.।*

৯. *বুখারী হা/২৮৫৬; মুসলিম হা/৩০; তিরমিযী হা/২৬৪৩; আবূদাউদ হা/২৫৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৪২৯৬; আহমাদ হা/১৩৩৩১।*

১০. *মাজমূউল ফাতাওয়া ১০/১৪৯।*

১১. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা যারিয়াত ৫৬নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।*

এই হক আদায়ের জন্য আল্লাহ মানব জাতির নিকটে যুগে যুগে তিনশত পনের জন রাসূল সহ এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী পাঠিয়েছেন।[১২] তাঁরা সকলেই তাওহীদ তথা এক আল্লাহ্র ইবাদত করার এবং আল্লাহ ব্যতীত সকল উপাস্য পরিত্যাগ করার আহবান জানিয়েছেন।[১৩] মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 'নিশ্চয়ই প্রত্যেক জাতির নিকটে আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব কর এবং ত্বাগূত থেকে বেঁচে থাকো' *(নাহল ১৬/৩৬)*। ইমাম ইবনু জারীর তাবারী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ প্রত্যেক উম্মতের কাছে একমাত্র তাঁর ইবাদত করা ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা, তাঁর আনুগত্য করা ও একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদতের জন্য নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন।[১৪] ইমাম কুরতবী (রহঃ) বলেন, এক আল্লাহ্র ইবাদত ও তিনি ব্যতীত অন্য সব মা'বূদকে ছেড়ে দেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন।[১৫]

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

(১) আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা : বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অন্যতম হক হ'ল তাঁর প্রতি ঈমান আনা।[১৬] একজন মুমিনকে ছয়টি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হয়।[১৭] তার প্রথমটি হ'ল আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ 'হে মুমিনগণ! তোমরা (পূর্ণরূপে) বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্র উপরে, তাঁর রাসূলের উপরে এবং ঐ কিতাবের উপরে যা তিনি নাযিল করেছেন' *(নিসা ৪/১৩৬)*। এছাড়া সূরা বাক্বারাহ ১৭৭ ও ২৮৫ নং আয়াতেও এ ব্যাপারে আলোচনা এসেছে। ঈমান কি? জিব্রীল (আঃ)-এর প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ 'ঈমান হচ্ছেঃ আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকালকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। এছাড়া তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ জীবন ও জগতে কল্যাণ-অকল্যাণ যা কিছু ঘটছে, সবই আল্লাহ্র ইচ্ছায় হচ্ছে- এ কথার উপর বিশ্বাস করা।[১৮]

আল্লাহ্র প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে সম্পৃক্ত করে। (১) আল্লাহ্র অস্তিতের প্রতি ঈমান আনা (২) তার রুবুবিয়াতের প্রতি ঈমান আনা (৩) তাঁর দাসত্বের প্রতি ঈমান আনা (৪) তাঁর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনা।

(২) ঈমানের উপর দৃঢ় থাকা : মুমিনের প্রতি আল্লাহ্র হক হ'ল ঈমানের উপরে দৃঢ় থাকা। কোন অবস্থায় ঈমান ত্যাগ না করা, ঈমান বিধ্বংসী কাজ না করা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ 'নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর তার উপর দৃঢ় থাকে, তাদের উপর ফেরেশতামণ্ডলী নাযিল হয় এবং বলে যে, তোমরা ভয় পেয়ো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। আর তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল' *(হা-মীম-সাজদাহ ৪১/৩০)*। সুফিয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ আছ-ছাক্বাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলুন, যে বিষয়ে আপনার পরে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করব না। আবূ উসামার বর্ণনায় রয়েছে- আপনি ছাড়া অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করব না। তিনি বললেন, قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقِمْ 'বল, আমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর এর উপর অবিচল থাক'।[১৯]

(৩) ইখলাছের সাথে ইবাদত করা : বান্দার নিকটে আল্লাহ্র অন্যতম হক হ'ল কেবল তাঁরই জন্য ইবাদত করা। সূরা ফাতেহায় প্রতি রাক'আতে আমরা বলি, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ 'আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি' *(ফাতিহা ১/৪)*। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, إِيَّاكَ نُوَحِّدُ وَنَخَافُ وَنَرْجُو يَا رَبَّنَا لَا غَيْرَكَ 'হে আমাদের রব! আমরা কেবলমাত্র তোমারই তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করি, তোমাকে ভয় করি, তোমার কাছেই আশা করি, অন্য কারো কাছে নয়'।[২০] অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ 'অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর' *(আনকাবূত ২৯/৫৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তিনি আদেশ করছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারু ইবাদত করো না' *(ইউসুফ ১২/৪০)*।

(৪) আল্লাহকে ভয় করা : আল্লাহ তা'আলার হক হ'ল একমাত্র তাঁকেই ভয় করা। আল্লাহ বলেন,وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ 'তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর' *(বাক্বারাহ ২/৪০; নাহল ১৬/৫১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের জন্য ভয় করার অধিক হকদার হ'লেন আল্লাহ। যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো' *(তওবা ৯/১৩)*। মহান আল্লাহকে ভয় করতে হবে যথাযথভাবে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا

১২. *আহমাদ, তাবারাণী, মিশকাত হা/৫৭৩৭; ছহীহাহ হা/২৬৬৮।*
১৩. *কুরআনুল কারীম (বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর), মদীনা: বাদশাহ্ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, ১/১৪০৬।*
১৪. *তাফসীর আত-তাবারী সূরা নাহল ৩৬ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।*
১৫. *তাফসীরে কুরতবী, সূরা নাহল ৩৬নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।*
১৬. *আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ, ১৮/১৫।*
১৭. *বাক্বারাহ ২/১৭৭; ক্বামার ৫৪/৪৯; মুসলিম হা/৮।*
১৮. *মুসলিম হা/৮; আবূদাউদ হা/৪৬৯৫।*
১৯. *মুসলিম হা/৩৮, ছহীহুল জামে হা/৪৩৯৫।*
২০. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১/৩৯, সূরা ফাতিহা ৪নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।*

الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রকৃত মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না’ *(আলে ইমরান ৩/১০২)*। আবূ যার জুনদুব ইবনু জুনাদাহ এবং আবূ আব্দুর রহমান মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْت، وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ‘তুমি যেখানে যে অবস্থায় থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক মন্দ কাজের পর ভাল কাজ কর, যা তাকে মুছে দেবে। আর মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর’।[২১]

(৫) ছালাত আদায় করা : ঈমানের পরেই ছালাতের স্থান।[২২] যা মুমিন ও কাফেরের মধ্যে প্রার্থক্যকারী।[২৩] একজন মানুষের ঈমান আনয়নের পরে প্রধান দায়িত্ব[২৪] এবং আল্লাহ্র অন্যতম হক হ’ল দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা।[২৫] আল্লাহ বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ‘অতএব তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় কর ও কুরবানী কর’ *(কাউছার ১০৮/২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ‘বল, আমার ছালাত ও আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, সবকিছুই জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য’ *(আন‘আম ৬/১৬২)*।

(৬) যাকাত প্রদান করা : ইসলামে ছালাতের পরেই যাকাতের স্থান।[২৬] যা মুমিনকে কৃপণতা থেকে মুক্ত করে এবং তার সম্পদ পবিত্র করে *(তওবা ৯/১০৩)*। যাকাত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থাকে দৃঢ় করে এবং দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। পবিত্র কুরআনে ছালাতের সাথে প্রায় ৮২ জায়গায় যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা বান্দার বিশুদ্ধ ঈমানের দলীল। কেননা মুনাফিকরা একে অস্বীকার করে।[২৭] এটি বান্দার আর্থিক ইবাদত। সম্পদশালী ব্যক্তির উপর যাকাত প্রদান করা মহান আল্লাহ্র অন্যতম হক।[২৮]

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে আবুবকর (রাঃ)-কে খালীফা করা হ’ল। তখন আরবের যারা কাফের হবার তারা কাফের হয়ে গেল। সেসময় ওমর (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)-কে বললেন, আপনি কি করে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি মানুষের সঙ্গে ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ না বলা পর্যন্ত যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। অতএব যে ব্যক্তি ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ বলল, সে তার জান ও মালকে আমার থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামী বিধানের আওতায় পড়লে আলাদা। আর তাদের হিসাব আল্লাহ্র কাছে হবে’। আবুবকর (রাঃ) তখন বললেন, ‘যারা ছালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে, আমি অবশ্যই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হ’ল মালের হক’।[২৯]

(৭) ছিয়াম পালন করা : ছিয়াম পালন করাও আল্লাহ্র হক।[৩০] নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له إِلَّا الصَّوْمَ، فإنّه لي وأنا أجْزِي به ‘বনু আদমের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য করা হয়, ছওম ব্যতীত। ছওম আমার জন্য করা হয়। আমি নিজেই তার পুরস্কার দিব’।[৩১] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, الصَّوْمُ لِي وأنا أجْزِي به، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وأَكْلَهُ وشُرْبَهُ مِن أجْلِي ‘ছিয়াম আমার জন্যই, আমিই এর প্রতিদান দিব। সে আমার সন্তোষ অর্জনের জন্যই তার প্রবৃত্তি ও পানাহার ত্যাগ করেছে’।[৩২]

(৮) হজ্জ পালন করা : সম্পদশালী মুসলিমের উপরে আল্লাহ্র জন্য তাঁর ঘর যিয়ারত করা আল্লাহ্র অন্যতম হক। আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ‘আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ ফরয করা হ’ল ঐ লোকদের উপর, যাদের এখানে আসার সামর্থ্য রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে (সে জেনে রাখুক যে,) আল্লাহ জগদ্বাসী থেকে অমুখাপেক্ষী’ *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*।

(৯) আল্লাহ্র জন্য কল্যাণ কামনা করা : নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إنّ الدِّينَ النَّصِيحةُ، إنّ الدِّينَ النَّصِيحةُ، إنّ الدِّينَ النَّصِيحةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ‘দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা, দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা করা, দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা করা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং সকল মুসলিমের জন্য’।[৩৩]

আল্লাহ্র জন্য কল্যাণ কামনা হচ্ছে- ‘আল্লাহ্র একত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করা এবং নিয়তের মধ্যে ইখলাছ থাকা’।[৩৪] ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র জন্য কল্যাণ কামনা দু’টি বিষয়কে সম্পৃক্ত করে- ১. একনিষ্ঠভাবে তাঁর

---

২১. *তিরমিযী হা/১৯৮৭; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৬০।*
২২. *বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬।*
২৩. *মুসলিম হা/৮২; ইবনে হিব্বান হা/১৪৫৪, নাসাঈ হা/৪৬২।*
২৪. *বুখারী হা/১৩৯৫; মুসলিম হা/১৯।*
২৫. *আল-মাওসূ‘আতুল ফিক্বহিয়াহ, ১৮/১২,১৫।*
২৬. *বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬।*
২৭. *মুসলিম হা/২২৩; মিরকাতুল মাফাতীহ ২/৫।*
২৮. *আল-মাওসূ‘আতুল ফিক্বহিয়াহ ১৮/১২।*
২৯. *বুখারী হা/৭২৮৪; মুসলিম হা/২০।*
৩০. *আল-মাওসূ‘আতুল ফিক্বহিয়াহ ১৮/১২,১৫।*
৩১. *বুখারী হা/৫৯২৭; মুসলিম হা/১১৫১।*
৩২. *বুখারী হা/৭৪৯২; তিরমিযী হা/৭৬৪; নাসাঈ হা/২২১৫; ইবনে মাজাহ হা/১৬৩৮।*
৩৩. *মুসলিম হা/৫৫, আবু দাউদ হা/৪৯৪৪; নাসাঈ হা/৪১৯৭।*
৩৪. *আবু দাউদ ৪৯৪৪ নং হাদীছে ব্যাখ্যা দ্র. পৃ.২২৬৮।*

ইবাদত করা, ২. আল্লাহ্র একত্বের সাক্ষ্য দেওয়া রব হিসাবে, ইলাহ হিসাবে এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে।[৩৫]

(১০) আল্লাহ্র বিচার ফায়ছালা মেনে নেওয়া : আল্লাহ্র বিচার ফায়ছালা মেনে নেওয়া তাঁর অন্যতম অধিকার। মহান আল্লাহ বলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ 'আদেশ দানের ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত কারু নেই' *(ইউসুফ ১২/৪০)*।

(১১) অবিলম্বে তওবা করা : প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল।[৩৬] তাই প্রত্যেক মানুষের উচিত অনতিবিলম্বে তওবা করা। আল্লাহ বলেন,يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকটে তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা' *(তাহরীম ৬৬/৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ 'হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্র নিকটে তওবা করো। কেননা আমি আল্লাহ্র নিকটে প্রতিদিন একশ' বার তওবা করে থাকি'।[৩৭]

(১২) শুকরিয়া আদায় করা : মহান আল্লাহ মানুষকে বহু নে'মত দিয়েছেন *(নাহল ১৬/৫৩)*, যা মানুষ গণনা করে শেষ করতে পারবে না *(ইবাহীম ১৪/৩৪)*। এজন্য মানুষের প্রতি আল্লাহ্র অন্যতম হক হ'ল আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহ বলেন, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ 'অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৫২)*। তিনি আরো বলেন,لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দিব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

(১৩) তাওয়াক্কুল করা : আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা আল্লাহর অন্যতম হক। তিনি বলেন, وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ 'স্রেফ আল্লাহ্র উপরে ভরসা কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' *(মায়েদাহ ৫/২৩)*। জান্নাতী মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় নবী করীম (ছাঃ) বলেন, كَانُوا لاَ يَكْتَوُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 'তারা শরীরে দাগ লাগাত না, ঝাড়-ফুঁকের আশ্রয় নিত না এবং শুভ অশুভ লক্ষণ মানত না। আর তারা কেবল তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা করত'।[৩৮]

(১৪) আল্লাহকে ভালবাসা : নিরঙ্কুশ ভালবাসা পাওয়ার একমাত্র অধিকারী হ'লেন আল্লাহ তা'আলা। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ للهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ 'তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে- ১. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তার নিকটে অন্য সকল কিছু হ'তে অধিক প্রিয় হওয়া; ২. কাউকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই ভালবাসা; ৩. কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মত অপসন্দ করা'।[৩৯]

(১৫) দো'আ করা : দো'আ হ'ল ইবাদত।[৪০] আল্লাহ সব সময় বান্দার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*। এমনকি প্রতিরাতের শেষাংশে বান্দাকে তাঁর কাছে দো'আ করার জন্য আহ্বান করেন।[৪১] আর দো'আ করা মহান আল্লাহ্র অন্যতম হক। আল্লাহ বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ 'আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদত থেকে (আমার নিকট দো'আ করা থেকে) অহংকার প্রদর্শন করে, তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(মুমিন ৪০/৬০)*।

(১৬) আমানত যথাযথভাবে আদায় করা : আমানত হ'ল যা পালনে পুরস্কার ও অবাধ্যতায় শাস্তি রয়েছে।[৪২] অর্থাৎ ফরয বিধানগুলো পালন করা। ইমাম শাওকানী ও নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূঁপালী বলেন, সমস্ত মুফাচ্ছির একমত যে, আমানত হ'ল আল্লাহ্র আনুগত্য ও ফরযসমূহ আদায় করা যা পালনে প্রতিদান ও ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে শাস্তি রয়েছে।[৪৩] আমানতদারিতা ঈমানের লক্ষণ।[৪৪] আর খিয়ানত করা মুনাফেকীর লক্ষণ।[৪৫] আল্লাহ্র অন্যতম নির্দেশ হ'ল আমানত যথাযথভাবে রক্ষা করা। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে যথাস্থানে সমর্পণ কর' *(নিসা ৪/৫৮)*।

(১৭) আল্লাহকে স্মরণ করা : আল্লাহকে স্মরণ করা আল্লাহ্র অন্যতম নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

---

৩৫. শরহু আরবাঈন লিন-নববী (সঊদী আরব: দারুস ছুরায়া, ৩য় প্রকাশ ১৪২৫ হি.) ৭নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্র. পৃ. ১৩৬।
৩৬. আলে ইমরান ৩/১৮৫; আম্বিয়া ২১/৩৫; আনকাবূত ২৯/৫৭।
৩৭. মুসলিম হা/২৭০২।
৩৮. বুখারী হা/৬৫৪১, মুসলিম হা/২২০।
৩৯. বুখারী হা/১৬; মুসলিম হা/৪৩।
৪০. আবু দাউদ হা/১৪৭৯; তিরমিযী হা/২৯৬৯; ছহীহুল জামে হা/৩৪০৭।
৪১. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮।
৪২. তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা আহযাব ৭২নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।
৪৩. তাফসীরে ফতহুল বায়ান ও তাফসীরে ফাতহুল ক্বাদীর, সূরা আহযাব ৭২নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।
৪৪. আহমাদ হা/১২৪০৬; ছহীহুল জামে' হা/৭১৭৯।
৪৫. মুসলিম হা/৫৯।

www.at-tahreek.com

'অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করব' *(বাক্বারাহ ২/১৫২)*। বিপদ-আপদে, সুখে-দুখে তথা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা আল্লাহ্র অন্যতম হক। আল্লাহ তাঁকে অধিক হারে স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন *(জুম'আ ৬২/১০)*।

(১৮) আল্লাহ্র হিফাযত করা : আল্লাহ্র হিফাযত হ'ল তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন ও নিষেধ থেকে দূরে থাকা। আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর পিছনে (আরোহী) ছিলাম, তিনি আমাকে বললেন, يَا غُلَامُ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، 'হে যুবক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শেখাবো- আল্লাহকে হেফাযত কর, তিনি তোমাকে হেফাযত করবেন। আল্লাহকে হেফাযত কর (আল্লাহর বিধান হেফাযত কর) তাহলে তাঁকে তোমার সামনেই পাবে। যখন কিছু চাইবে, তখন আল্লাহ্র কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে।[৪৬]

দুই. শিরক না করা :

মহান আল্লাহ্র দ্বিতীয় হক হ'ল তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক না করা। 'শিরক' (الشرك) শব্দটি কুরআন ও হাদীছে বহুল ব্যবহৃত শব্দ। মূল অক্ষর হ'ল (ش ر ك) অর্থ অংশীদার হওয়া, শরীক হওয়া। যেমন বলা হয়, شَارَكْتُ فُلَانًا فِي الشَّيْءِ অর্থাৎ 'আমি অমুকের সাথে কোন বিষয়ে অংশীদার হয়েছি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিরকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ 'আল্লাহ্র জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'।[৪৭] শিরকের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র হক নষ্ট হয়। শিরক আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে ঘৃণার বিষয় ও সবচেয়ে বড় পাপ।[৪৮] অন্যান্য গুনাহ তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন, কিন্তু শিরকের অপরাধ তিনি (তওবা ব্যতীত) ক্ষমা করবেন না *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। বরং শিরক জান্নাত হারাম করে ও জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেয়।[৪৯] মুশরিক ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে না।[৫০] এমনকি ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য কোন শাফা'আত উপকারে আসবে না।[৫১]

শিরক হচ্ছে মূলতঃ আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার করা। শিরকের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয়। একারণেই শিরক জঘন্যতম অপরাধ। অন্যান্য কবীরা গুনাহে আল্লাহ্র একক প্রভুত্ব ও নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয় না। সেখানে হয় আদেশ লংঘন। শিরক ও অন্যান্য গুনাহের মধ্যে এটিই হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য।

আরেকটি পার্থক্য হ'ল, অন্যান্য কবীরা গুনাহে গুনাহগারের মনে অপরাধবোধ জাগ্রত হয়। ফলে একসময় সে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে। কিন্তু শিরকের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা নেই। যে শিরক করে তার মধ্যে অপরাধবোধ সৃষ্টি হয় না। সে তা করে থাকে নেকী মনে করেই। তার বিশ্বাস সে যা করছে তাতে তার দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ হবে। কিন্তু যে মদ পান করে, যে ব্যভিচার করে সে জানে যে, এসব হারাম। যে মিথ্যা বলছে, সে জানে যে, মিথ্যা বলা কবীরা গোনাহ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, যে শিরক করছে সে জানে না যে, সে মহাপাপ করছে। ফলে তার মধ্যে কখনো পাপবোধ জাগ্রত হয় না। সে মনে করে না যে, সে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিমূলক কাজ করছে। তাই সে কখনো তওবা করার সুযোগ পায় না। আর এ অবস্থায় তার জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

শিরকের কয়েকটি উদাহরণ :

(১) গায়রুল্লাহ্র নামে কসম করা : আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করা শিরক ও আল্লাহ্র হকের লঙ্ঘন। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ حلفَ بغيرِ اللهِ فقد كفرَ أو أشـــركَ 'আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যে শপথ করল সে কুফরী করল অথবা শিরক করল'।[৫২]

(২) লোক দেখানো আমল করা : আল্লাহ্র হক হ'ল একমাত্র তাঁর জন্য সকল আমল করা *(বাইয়্যিনাহ ৯৮/৫)*। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে দেখানোর জন্য ইবাদত করলে আল্লাহ্র হক লংঘন হয়, যা শিরক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দাজ্জালের চেয়েও যে বিষয়ে আমি তোমাদের জন্য বেশী ভয় পাই সেটি কি তোমাদেরকে বলব না? ছহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, বলুন। তিনি বলেন, الشِّرْكُ الخفِيُّ، أن يقـــومَ الرجـــلُ فيصلِّي، فيزيِّنُ صلاتَه لما يَرى من نظَرِ رجلٍ 'তাহ'ল গোপন শিরক। কোন লোক ছালাতে দাঁড়ায়। অতঃপর সে ছালাত সুন্দর করে যখন সে দেখে যে, মানুষ তাকে দেখছে'।[৫৩]

(৩) আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করা : আল্লাহ ব্যতীত কোন মূর্তি, গাছপালা, মাছ, পাহাড়, বৃক্ষ সহ কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে অথবা তাদের কবরকে সিজদা করা শিরক। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُـــونَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর এবং সৎকাজ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(হজ্জ ২২/৭৭)*।

---

৪৬. তিরমিযী হা/২৫১৬; ছহীহুল জামে হা/৭৯৫৭।
৪৭. বুখারী হা/৪২০৭; মুসলিম।
৪৮. বুখারী হা/২৬৫৩, ২৬৫৪; মুসলিম হা/৮৮, ২৫৫।
৪৯. মায়েদা ৫/৭২; মুসলিম হা/১৭১।
৫০. তওবা ৯/১১৩; বুখারী হা/৪৬৭৫।
৫১. মুদ্দাছছির ৭৪/৪৮; বুখারী হা/৩৩৫০, ৪৭৬৮।
৫২. তিরমিযী হা/১৫৩৫; আবুদাউদ হা/৩২৫১; ছহীহুত তারগীব হা/২৯৫২।
৫৩. ইবনু মাজাহ হা/৩৪০৮; ছহীহুত তারগীব হা/৩০; ছহীহুল জামে হা/২৬০৭।

অন্যত্র তিনি বলেন, ‘তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা কর না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত কর’ *(ফুছছিলাত ৪১/৩৭)*। আর ইহুদী-নাছারাদের প্রতি আল্লাহ্র লা‘নত করার অন্যতম কারণ হচ্ছে তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছিল।[৫৪]

(৪) আল্লাহ্র সমকক্ষবাচক কথা বলা : আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করা হয় এমন কোন কথাও বলা যাবে না। ইউসুফ ইবনু ঈসা (রহঃ) ... জুহায়না গোত্রের এক মহিলা থেকে বর্ণিত, এক ইহূদী নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আপনারা তো আল্লাহ্র সাথে শরীক করে থাকেন। আপনারা বলে থাকেন, যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন আর যা তুমি ইচ্ছা কর। আর আপনারা আরো বলে থাকেন, কা‘বার কসম! তখন রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিলেন, إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَيَقُولُونَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ ‘যখন কসম করার ইচ্ছা করবে, তখন বলবে, কা‘বার রবের কসম! আরো বলবে, আল্লাহ যা চেয়েছেন। এরপর তুমি চেয়েছ’।[৫৫]

(৫) অমঙ্গল বা অশুভ বিশ্বাস করা : কোন কাজকে ভবিষ্যতের জন্য অকল্যাণ মনে করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، وما منا إلا، ولكنَّ اللهَ يُذهِبُه بالتَّوَكُّلِ ‘অশুভ বিশ্বাস করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। (তিন বার বলেছেন) এমন কেউই আমাদের মধ্যে নেই যার মনে এর ধারণা আসে না। তবে আল্লাহ তা‘আলা তার উপর (মুমিন লোকের) ভরসার কারণে তা দূর করে দেন’।[৫৬]

(৬) তাবীয বা কোন কিছু লটকানো : তাবীয লটকানোকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিরক বলেছেন।[৫৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ ‘যাদু, তাবীয ও মন্ত্র শির্ক-এর অন্তর্ভুক্ত’।[৫৮] এমনকি একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আগত দশজনের একটি দলের নয়জনকে বায়‘আত করালেন আর তাবীয থাকার কারণে একজনকে বায়‘আত করাননি’।[৫৯] শুধু তাবীয নয় বরং যে ব্যক্তি রিং, বালা, পাথর, সুতা, তাগা ইত্যাদি পরিধান করে এবং এর দ্বারা বালা-মুছীবত দূর হয় কিংবা তা প্রতিরোধ করা যায় বলে বিশ্বাস করে সে আল্লাহ্র সাথে শিরক করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ ‘যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকায় তাকে ঐ বস্তুর প্রতি সোপর্দ করা হয়’।[৬০]

(৭) গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা : যবেহ করা একটি ইবাদত। আর প্রত্যেক ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র জন্য করতে হবে *(ফাতিহা ১/৪; বাইয়িনাহ ৯৮/৫)*। তাই যবেহও কেবল আল্লাহ্র জন্য করতে হবে *(আন‘আম ৬/১৬২; কাওছার ১০৮/২)*। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করলে আল্লাহ্র হক লঙ্ঘন হয়।

(৮) আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করা : কোন মৃত বা জীবিত ব্যক্তি কাউকে দেখেন, গায়েব জানেন, তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন, এরূপ বিশ্বাস করে বিপদকালে পীর-মুরশিদ, অলী-আউলিয়া, নবী-রাসূল প্রমুখের নাম নেওয়া, মৃত অলী-আউলিয়া মানুষের অভাব পূরণ করেন, বিপদাপদ দূর করেন, তাদের অসীলায় সাহায্য প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা যাবে বিশ্বাস করা সুস্পষ্ট শিরক।

শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) বলেন, যদি কেউ কোন নবী, অলী, জিন, ফেরেশতা, ইমাম, পীর, শহীদ, জ্যোতিষ্ক, ভবিষ্যৎ প্রবক্তা, পণ্ডিত, ভূত বা অন্য কারো সম্পর্কে এমন ধারণা রাখে যে, সে গায়েবের ইলম জানে, তাহ’লে সে মুশরিক। হ্যাঁ, যদি ঘটনাক্রমে কোথাও কোন জ্যোতিষীর বা অন্য কারো কথা বাস্তবের সাথে মিলেও যায় তবুও একথা বলা যাবে না যে, সে গায়েবের জ্ঞান রাখে। কারণ অধিকাংশ সময়তো তাদের কথা মিথ্যা ও অবাস্তব হয়ে থাকে।[৬১]

পরিশেষে বলব, মহান আল্লাহর হক প্রত্যেক মানুষের জানা এবং যথাযথভাবে তা আদায় করা আবশ্যক। আল্লাহ আমাদেরকে কেবল তাঁর ইবাদত করা ও যাবতীয় শিরক থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে তাঁর হক যথাযথভাবে আদায় করার তাওফীক দান করুক-আমীন!

---

৫৪. বুখারী, হা/১৩৩০।
৫৫. নাসাঈ হা/৩৭৭৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৬।
৫৬. আবুদাউদ হা/৩৯১০; তিরমিযী হা/১৬১৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩০৯৮।
৫৭. আহমাদ হা/১৭৪০৪; আবু ই‘আলা হা/১৭৫৭।
৫৮. আবু দাউদ হা/৩৮৮৩।
৫৯. আহমাদ হা/১৭৪২২; সিলসিলা ছহীহাহ ১/৮৮৯।
৬০. আহমাদ হা/১৬৭৭১; মিশকাত হা/৪৫৫৬ ‘চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক’ অনুচ্ছেদ।
৬১. তাকভিয়াতুল ঈমান, পৃ. ৩০।

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ
১০০% খাঁটি

এখানে **মধু** (লিচু ফুল, সরিষা ফুল, বরই ফুল, মিশ্র ফুল, কালোজিরা, সুন্দরবনের বিখ্যাত খলিশা ফুল), মধুময় বাদাম, দানাদার ঘি, উন্নত মানের খেজুর, কালোজিরা তেল, সরিষার তেল, মৌসুমী খেজুরের গুড় পাওয়া যায়। **বি. দ্র. ইসলামী বই পাওয়া যায়।**

সকল যেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়
যোগাযোগ করুন!
০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২

প্রোপাইটার
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন
ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun

১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

মহামনীষীদের পিছনে মায়েদের ভূমিকা

-মূল (আরবী) : ইউসুফ বিন যাবনুল্লাহ আল-'আতীর

-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(৫ম কিস্তি)

ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ)-এর মা

ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ)-এর মায়ের নাম আলেয়া বিনতে শুরাইক। তার পিতার নাম শুরাইক বিন আব্দুর রহমান বিন শুরাইক। তিনি বনু আযদ গোত্রের মানুষ ছিলেন।

ইলমের ওযন বুঝা, আলেমদের মর্যাদা অনুধাবন করা, তাদের মান-ইয্যত কতখানি দেওয়া যরূরী, একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে ইলম অন্বেষণের জন্য কতটা আদব-আখলাক থাকা অত্যাবশ্যক ইত্যাদির জ্ঞানে ইমাম মালেকের মাকে প্রবাদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তার চেয়েও বড় কথা, ইলম কার থেকে শেখা যাবে এবং কার থেকে শেখা যাবে না; কোন ইলমের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী, যাকে অন্য বিদ্যার উপর প্রাধান্য দিতে হবে এবং অগ্রগণ্য ভাবতে হবে সে বিষয়ে তার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল।

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ইলম শেখার প্রতি যে অত্যুচ্চ আগ্রহ ছিল এবং যেসব আলেম থেকে তিনি ধৈর্য সহকারে ইলম অর্জন করেছিলেন, তার সবকিছুর পিছনে ছিলেন তার মা। তিনি কাদের নিকট থেকে ইলম শিখবেন তা তার মা-ই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তার মায়ের নির্বাচিত আলেমগণই কেবল তাকে ইলম শিখিয়েছেন, তারাই তার মধ্যে ইলমের শিখা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং জ্ঞানের সঠিক ধারা তাদের থেকেই তিনি লাভ করেছিলেন।

ইলম অর্জন সম্পর্কিত মায়ের নছীহত প্রসঙ্গে ইমাম মালেক (রহঃ) নিজে বর্ণনা করেছেন যে, আমার মা আমার মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দিয়ে বলছিলেন, তুমি রবী'আর কাছে যাবে এবং ইলম শেখার আগে তার থেকে আদব-আখলাক শিখবে।[১] এই ছোট্ট বাক্যটির মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের নিকট অনেক প্রজ্ঞার কথা তুলে ধরেছেন এবং আমাদেরকে অনেক দামী দামী মুক্তা উপহার দিয়েছেন।

প্রথমতঃ ছোট্ট বয়সে মা তাকে ইলম শিখতে পাঠান। সে সময় ইলম শেখার ভালো ভালো জায়গা ছিল। বুদ্ধিমতী ধী-শক্তির অধিকারী মা নবীদের ওয়ারিছ বানানোর ময়দানে ছেলেকে দেওয়ার মনস্থ করেছিলেন। এতে তিনি যে ইলমের মাহাত্ম্য এবং বিদ্বানদের কদর ভালভাবেই জানতেন, তা বুঝা যায়।

দ্বিতীয়তঃ তিনি তাকে ইলম শিখতে যখন পাঠাচ্ছেন তখন যে কোন ইলম শিখতে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে বরং শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও সবচেয়ে মাহাত্ম্যপূর্ণ যে ইলম তাই শেখার জন্য ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন। সেকালে কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক ফিক্বহকে সবচেয়ে দামী ইলম গণ্য করা হ'ত। শরী'আর মগয ও সার হচ্ছে ফিক্বহ শাস্ত্র। তার মায়ের যে সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও সুন্দর উপলব্ধি ক্ষমতা ছিল রবী'আতুর রায়ের কাছে ফিক্বহ শেখার জন্য ছেলেকে পাঠানোর মাঝে তার বিশেষ প্রমাণ মেলে।

তৃতীয়তঃ তৎকালীন সময়ে বহু ফক্বীহ ছিলেন। তাদের মধ্যে যিনি এ শাস্ত্রে নামকরা, খ্যাতিমান ও উঁচু স্তরের অধিকারী সেই রবী'আকে তিনি ছেলের জন্য মনোনীত করেছিলেন, যিনি মদীনার মুফতী, যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও ইমাম পদে বরিত ছিলেন।[২]

ইলম শিখতে যাওয়ার মুহূর্তে ইমাম মালেকের মা ছেলের যে সাজগোজ করে দিতেন ইমাম মালেকের পরবর্তী জীবনেও তার প্রভাব থেকে গিয়েছিল। মা যেমন চাইতেন ছেলে তেমনটাই করতেন। ওযূ-গোসল, পোষাক-পরিচ্ছদ, কেশ বিন্যাস, সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি বাহ্যিক বেশ-ভূষায় পরিপাটি হয়ে তিনি শিক্ষকের দরসে হাযির হ'তেন। এতে তার মায়ের সযত্ন ছোঁয়া থাকত। এই পরিপাটি বেশ-ভূষা শিক্ষক, সহপাঠী ও সাধারণ মানুষের প্রথম নযর কাড়ে। তাই শিক্ষক তাকে দেখে সহাস্য বদনে স্বাগত জানাতেন, সাথী-সহপাঠীরা তাঁর পাশে বসতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন। শৈশব থেকেই লোকেরা তার মধ্যে বিদ্যা ও বিদ্বানদের প্রতি খুব আকর্ষণ লক্ষ্য করতেন। ফলে তাদের অন্তরে তিনি জায়গা করে নিয়েছিলেন, তার প্রশংসায় তারা ছিল পঞ্চমুখ। এসব কিছুই তার মধ্যে ইলম অর্জনে প্রেরণা যোগাত, তাকে বিদ্যা অর্জনে আরও উৎসাহিত করত এবং তার হিম্মত অনেক উঁচুতে উঠে যেত। মা প্রতিনিয়ত তাকে পাগড়ি পরিয়ে দিতেন, সবচেয়ে যে পোষাকটা উত্তম সেটা পরিয়ে দিতেন। বলাবাহুল্য তার আগে তিনি তার ওযূ-গোসল করিয়ে সুগন্ধি মাখিয়ে দরসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে দিতেন।

এই পরিপাটির অভ্যাস ইমাম মালেক (রহঃ)-এর আজীবন বহাল ছিল। তাই যখনই তিনি লোকেদের সামনে হাদীছ বর্ণনার জন্য বের হ'তেন তখনই ছালাতের ন্যায় ওযূ করতেন, সুন্দর পোষাক পরতেন, টুপি পরতেন, চুল-দাড়ি চিরুনি করতেন। কেউ একজন তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, এর দ্বারা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের প্রতি সম্মান জানাই।[৩]

অন্য এক বর্ণনাকারী তার হাল বর্ণনায় বলেছেন, মালেক বিন আনাস যখন হাদীছ বর্ণনার জন্য বসতে চাইতেন তখন প্রথমে গোসল করতেন, সুগন্ধি মাখতেন, তারপর হাদীছের দরস শুরু করতেন। কেউ যদি তার দরসে উচ্চকণ্ঠ হ'ত তিনি তাকে ধমক লাগাতেন।[৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ হিসাবে ইমাম মালেক এই ইলমের সম্মান প্রদান ও সংরক্ষণের দায়িত্ব আজীবন উত্তরাধিকার হিসাবে বয়ে গিয়েছেন। কুরআনুল কারীমের পর

১. *আল-মাদারিক, পৃ ১১৫।*

২. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৮৯।*
৩. *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ২/৮০।*
৪. *তাযহীবু তাহযীবিল কামাল ৮/৩৫৪।*

তো এই হাদীছই শ্রেষ্ঠ ইলম। এই সম্মানের দিক চেয়েই তিনি তার উস্তাদদের থেকে হাদীছ লেখার সময় কখনই দাঁড়িয়ে লিখতেন না। আবার অন্যদেরও হাদীছ শুনানোর সময় দাঁড়িয়ে শুনাতেন না। মার্জিতভাবে বসে গাম্ভীর্যের সাথে তা শুনতেন ও বলতেন।

তাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি কি আমর বিন দীনার থেকে হাদীছ শুনেছেন? উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, আমি তাকে দেখেছি, তিনি হাদীছ বর্ণনা করছেন আর লোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা লিখছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ আমি দাঁড়িয়ে লিখব, সেটা আমার রুচিতে আসেনি।[৫]

সেই শৈশবে ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্যে বের হ'তে ইমাম মালেকের মা ছেলের জন্য যে নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন বড় হয়েও তার কোন হেরফের তিনি করেননি। মুতাররিফ বলেন, ইমাম মালেক বলছিলেন, 'আমি আমার মাকে বললাম, আমি ইলম শিখতে যেতে চাই'। মা বললেন, 'এস, তোমাকে বিদ্যা শেখার পোষাক পরিয়ে দেই'। তিনি আমার গায়ে হাতা গুটিয়ে জামা পরিয়ে দিলেন, মাথায় একটা লম্বা টুপি পরিয়ে তার উপর পাগড়ি জড়িয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, এখন ইলম অর্জনে যাও'।

ওহে আজকের মুহাম্মাদ, আনাস, মু'আয, আলী, রেযওয়ান, যায়েদ, আহমাদ প্রমুখের মা উপরের বর্ণনা থেকে কিছু শিক্ষা পেয়েছেন কি?

ইমাম মালেকের মায়ের উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। তিনি প্রজন্ম পরম্পরায় মায়েদের জন্য তাদের সন্তানদের কিভাবে যথাযথ মানুষ করে গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রেখে গেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান প্রজন্মের মায়েদের কাছে কি সে শিক্ষা পৌঁছেছে? পৌঁছলে তারা জানতে পারতেন, মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শিশুকাল। এটি তাদের উপলব্ধিতে এলে তারা ইমাম মালেকের মায়ের মতই আমল করতেন। শিশুকালই তো মায়েদের হাতে সন্তানদের গড়ে তোলার কাল। আজকের মায়েরা, আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন যে, আপনারা সন্তানদের যেভাবে পালন করবেন তারা সেভাবেই বড় হবে? আপনাদের ছোটরা আপনাদের দেখানো পথেই যুবক হয়ে বেড়ে উঠবে?

ইমাম মালেক কে? উম্মতের মাঝে তার মার্যাদাই বা কি? উম্মতে মুহাম্মাদীর তিনি কি পরিমাণ উপকার করে গেছেন? যুগ যুগ ধরে তার মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যাই বা কত? এসব প্রশ্নের উত্তর কি কারও অজানা থাকতে পারে? তার নানামুখী অবদান থেকে আশা করা যায় যে, ক্বিয়ামত দিবসে হাশরের ময়দানে যারা অধিক ছওয়াব নিয়ে উঠবেন তাদের কাতারে তিনি শামিল থাকবেন। যেহেতু তার এ অবদানের পিছনে তার মাতাপিতার অসামান্য ভূমিকা ছিল তাই তাদের ওযনের পাল্লাতেও সমান ছওয়াব যোগ হবে ইনশাআল্লাহ্।

৫. *আল-মাদারিক ১/১২৩।*

এত বড় ও ব্যাপক ছওয়াব লাভের বিষয়ে এখনকার মুসলিম মায়েদের কঠিন উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা বড়ই বেদনাদায়ক। আজকের মায়েরাও এক বা একাধিক ছেলে-মেয়ের মা হওয়ার ফলে ইমাম মালেকের মায়ের অবস্থান লাভের সুযোগ পেতে পারেন, যদি কি-না তারা তার মত করে নিজেদের সন্তানদের পালন করেন। ('এস, তোমাকে ইলম শেখার পোষাক পরিয়ে দেই') দৃঢ় প্রত্যয়ের এ উচ্চারণ ছিল আলেয়া বিনতে শুরাইক আযদী ইমাম মালেকের মহীয়সী মায়ের। ইলম কি, তার পোষাকই বা কি, এ উত্তর তার ভাল জানা ছিল। যে বা যারা তার মতো ইলমের পোষাক, সৌন্দর্য, গৌরব ও সম্মান লাভে ইচ্ছুক তার বা তাদেরও ইমাম মালেকের মায়ের ন্যায় ভূমিকা পালন কাম্য।

ইমাম মালেক কেনই বা এমন হবেন না! তার পিতা, চাচারা এবং দাদা ছিলেন মুহাদ্দিছ আলেম। তারা সবাই শ্রেষ্ঠ নবীর সুন্নাতের বাহক। তার দাদা মালেক বিন আমের ছিলেন জ্যেষ্ঠ তাবেঈদের অন্যতম। যারা নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তিনি তাদের একজন। এসব ছাহাবীর প্রথম সারিতে রয়েছেন ওমর, ওছমান, তালহা ও আয়েশা (রাঃ)। তার পিতা আনাসও তার দাদার মতই হাদীছ বর্ণনাকারী আলেম ছিলেন, যদিও তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে তার সমমর্যাদার ছিলেন না। বুঝাই যাচ্ছে, গোটা পরিবারটাই ছিল শিক্ষিত এবং হাদীছে আত্মনিয়োগকৃত।[৬]

ইমাম মালেক ইয়ামনের যূ-আছবাহ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার মাও ছিলেন ইয়ামনের বনু আযদ গোত্রের মেয়ে। ফলে মাতা-পিতা উভয় দিক দিয়ে তিনি ছিলেন ইয়ামনী আরব।[৭] হাদীছে আসছে, 'প্রজ্ঞা হ'ল ইয়ামানী'।[৮] তাই ইয়ামনী হিসাবে ইমাম মালেকের মা সে প্রজ্ঞার অনেকটাই পেয়েছিলেন। তার কিছুটা আমাদের আলোচনায় স্পষ্ট ফুটে উঠছে।

স্বীয় সন্তানের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে ইতিপূর্বে ইমাম মালেকের মায়ের যে উক্তি আমরা উল্লেখ করেছি তা তার উক্ত প্রজ্ঞার নিদর্শন বহন করে। একজন নতুন শিক্ষার্থী যে অচিরেই শিক্ষালাভের জন্য বের হবে সে ইলমের অনেক মজলিস গুলযার করবে, পবিত্র ইলম শিখবে। তার অছিয়ত কেবল ইলম শিখতে যেতে বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এ অছিয়তের মধ্যে আদব-আখলাক, শিষ্টাচার যা বিদ্যার মজলিসে মেনে চলা আবশ্যক সেটা অর্জনও নিহিত। সুতরাং ছেলে যখন ইলম শিক্ষার পোষাক পরে নিয়েছে তখন তার কর্তব্য হবে দ্রুত ইলমের মজলিসে হাযির হওয়া। এ মজলিস থেকে দূরে থাকা বা পিছিয়ে থাকা তার জন্য মোটেও শোভনীয় হবে না। লেখাপড়া শিখতে যাওয়ার আগে গৃহ থেকে তার লক্ষ্য স্থির করবে। কোথায় যাবে, কি-ই বা অর্জন করবে তা তাকে জানতে বুঝতে হবে। এসব কিছু ইমাম

৬. *আব্দুল গনী আদ্দাকার, মালেক ইবনু আনাস পৃঃ ২৬-২৭, ঈষৎ পরিবর্তিত।*
৭. *মালেক, হায়াতুহূ ওয়া আছারুহূ ওয়া আরাউহূ ওয়া ফিকহুহূ পৃঃ ২৭-২৮।*
৮. *বুখারী হা/৪৩৮৮; মুসলিম হা/৫২।*

মালেকের মায়ের কথার মধ্যে সূর্যালোকের মত দেদীপ্যমান। এসব জানা থাকলে শিক্ষার্থী যখন তার শিক্ষকের পাঠে বসবে তখন সে অনর্থক কোন কাজে মশগূল হবে না। এই ফায়দার কথা ভেবেই ইমাম মালেকের মা ছেলেকে বলেছিলেন, 'তুমি রবী'আর কাছে যাবে এবং ইলম শেখার আগে তার থেকে আদব-আখলাক শিখবে'। তিনি তার ছেলের জীবনের লক্ষ্য হিসাবে দু'টি বিষয় চেয়েছেন। এক. ইলম শিক্ষা। দুই. আদব শিক্ষা।

সুতরাং শিক্ষার্থী মাত্রই এ দু'টি বিষয়ের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় আগ্রহ রাখবে। যা কিছু শিখবে তার জন্য আবার যা যা প্রয়োজন তাও তাকে শিখতে হবে। যেমন সকাল সকাল ওঠা, শিক্ষকের কাছাকাছি বসা, মন অন্য সবদিক থেকে মুক্ত রাখা, পড়ার সময় নীরবতা পালন করা, শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে শোনা, শিক্ষক থেকে তার দেয় ইলম, জ্ঞান-বুদ্ধি ও আদব-আখলাক রেকর্ড করা, তার মুখের বক্তব্য ও আলোচনা পাণ্ডুলিপি আকারে লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি। লক্ষ্য দু'টি ছেড়ে কোন কারণেই সে আর কোন কিছুতে লিপ্ত হবে না। ইলম ও আদব শিখতে এ ধরনের আর যা যা প্রয়োজন সবকিছুর প্রতি সে খেয়াল রাখবে।

একই সাথে তিনি ছেলেকে এ বিষয়েও সতর্ক করেছিলেন যে, ইলম ও আদব শিক্ষা লক্ষ্য হ'লেও দু'টি কিন্তু সমান নয়। একটি অন্যটি থেকে অগ্রণী, তার থেকে বেশী মর্যাদাময় এবং মহত্বের অধিকারী। সন্দেহ নেই যে, সেটি আদব বা শিষ্টাচার। এই আদব অর্জনই বিদ্যা লাভের কাম্য ফল এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য। ইমাম মালেকের জন্য যখন এ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হ'ল, তখন সিদ্ধান্ত হয়ে গেল তিনি তার শিক্ষকের বক্তব্য ও আলোচনা থেকে ভাষা ভিত্তিক বিদ্যা যখন শিখবেন তখন তিনি ভাষিক ইলম অর্জনের উপর যতটা জোর দিবেন তার থেকেও বেশী জোর দিবেন শায়খের আদব-শিষ্টাচার আয়ত্ব করার উপর। এ আদব তিনি শিখবেন শিক্ষকের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষার্থীকে শিক্ষক কিভাবে গড়ে তুলতে চান তা জানা-বুঝার মাধ্যমে। আদব অর্জনের জন্যই তো বিদ্যা। এ দু'টি ছাড়াও ইমাম মালেকের মায়ের অছিয়তে অনেক ফায়দার কথা রয়েছে। কান পেতে শোনা ও অন্তরে গেঁথে রাখার যোগ্যতাধারী যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট তা অবিদিত নয়।

সন্তানদের অছিয়ত-উপদেশ যেন মুমিন মায়ের মনোযোগের কেন্দ্রে থাকে তার প্রতি মায়েদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। জীবনপথে তারা কিভাবে চলবে সে বিষয়ে তারা সন্তানদের প্রেরণা যোগাবেন। এজন্য প্রস্তুতি হিসাবে তারা শিখনযোগ্য ইলমের পরিচয় ও নানাদিক তুলে ধরবেন, আয়ত্ব করবার পরিকল্পনা জানাবেন এবং এক্ষেত্রে বিশেষে যেসব তথ্য তাদের জানা আছে তা সরবরাহ করে তাদের সহযোগিতা করবেন। সেই সঙ্গে সন্তান যাতে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে সেজন্য আল্লাহ্র সাহায্য তো হরহামেশাই চাইবেন। যে মা সন্তানের মাধ্যমে ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য কিছু হ'তে চান এবং আগামী দিনে জান্নাতের অধিকারী হয়ে আল্লাহ্র দেওয়া চিরস্থায়ী নে'মত ভোগ করতে চান, তার জন্য সন্তানকে নিয়ে এমন পরিকল্পনা অবশ্যই করতে হবে। তবেই তিনি তার সন্তান ও পরিবারের প্রতি তার প্রভুর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষার্থী থাকাকালে ইমাম মালেককে অনেক সংকট মোকাবেলা করতে হয়েছে। তার লক্ষ্যের সামনে অনেক প্রতিবন্ধকতা এসে দাঁড়িয়েছিল। অভাব-অভিযোগ, আর্থিক সংকটে তাকে জর্জরিত হ'তে হয়েছিল। কিন্তু এই সংকটময় অবস্থায় কি ইমাম মালেকের মা তার লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে গিয়েছিলেন? কখনই না। তিনি ছেলে মালেককে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে গেছেন। এজন্য তিনি তার বাসগৃহের কড়িকাঠ পর্যন্ত বেচতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকেছিলেন এবং তা বাস্তবে রূপায়িত করে ছেড়েছিলেন।

ইবনুল কাসেম বলেন, ইলম অন্বেষণের আগ্রহ ইমাম মালেককে এতদূর পেয়ে বসেছিল যে তিনি এ কাজে ব্যয় নির্বাহের জন্য তার ঘরের ছাদ ভেঙে ফেলে তার কাঠ বেঁচে দিয়েছিলেন।[৯] এ সময়ে ইমাম মালেক ইলম অন্বেষণে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইলমের মজলিসগুলোতে দিন-রাত তিনি উপস্থিত থাকতেন। কখনও তিনি আব্দুর রহমান ইবনু হারমুযের পাঠে উপস্থিত আছেন তো পরে ইবনু ওমরের আযাদকৃত গোলাম নাফে'-এর দরসে আছেন। রবী'আর দরসে দেখা গেল তো পরে ইবনু শিহাব যুহরীর পাঠে হাযির।

ইবনু হারমুযের দরসে তিনি এক নাগাড়ে সাত বছর শরীক থেকেছেন। তার নির্দেশনা ও পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। তার থেকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে লোকেদের মতানৈক্য ও প্রবৃত্তির অনুসারী বাতিলপন্থীদের জবাব কিভাবে দিতে হবে সে ইলম আয়ত্ব করেন।

শিক্ষকের বাড়িতে তার যাতায়াত ছিল অনেক বেশী। একদিন তিনি শিক্ষকের দরজায় কড়া নাড়লে তিনি তার দাসীকে বলেন, দেখ তো কে? সে মালেক ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না। তখন সে ফিরে গিয়ে বলল, ওখানে সেই লালচে ফর্সা বর্ণের ছেলেটা ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি বললেন, তাকে ডাক, সে জনগণের আলেম। ইবনু হারমুযের গৃহদ্বারে পাথরের উষ্ণতা ও ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে রক্ষার্থে ইমাম মালেক কুশন জাতীয় একটা আসন বানিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি নিজে বলেছেন, 'আমি সকাল সকাল ইবনু হরমুযের বাড়িতে হাযির হ'তাম এবং রাত না হওয়া পর্যন্ত তার বাড়ি থেকে বের হ'তাম না'।[১০]

তিনি ইবনু ওমরের আযাদকৃত গোলাম নাফে'-এর দরসে নিয়মিত হাযির থাকতেন। দুপুরের দিকে তিনি তার নিকট যেতেন। যে সময় সূর্যালোক থেকে বাঁচতে গাছের ছায়া মিলত না তখন নাফে'র কাছে বের হওয়ার জন্য তার সময় নির্ধারিত ছিল। নাফে'র কাছে গেলে তিনি কিছু সময়

৯. *আদ-দীবাজুল মুযাহহাব (স্বর্ণখচিত রেশম), পৃ. ৬২।*
১০. *আল-মাদারিক ১/১২০; আত-তাবাকাতুল কুবরা ৫/৪৬৬।*

এমনভাবে ক্ষেপণ করতেন যেন তাকে তিনি দেখতে পাননি। তারপর তার সাথে সালাম বিনিময় করতেন। পড়া শুরু হ'লে মালেক তাকে বলতেন, 'অমুক অমুক ক্ষেত্রে ইবনু ওমর (রাঃ) কিভাবে কি বলেছেন? নাফে' তার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতেন। এ পরিমাণ প্রশ্নের পর মালেক থেমে যেতেন। নাফে'র মধ্যে ছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা। মালেক তার শিক্ষকের স্মৃতির উপর প্রভাব না খাটিয়ে এভাবে কৌশল করে তার থেকে ইলম শিখতেন।[১১]

তিনি রবী'আর দরসে সর্বদা যোগ দিতেন, যেমন যুহরীর দরসে যোগ দিতেন। যুহরীর কাছে তার সার্বক্ষণিক অবস্থানের জন্য যুহরীর কাছের মানুষগুলো তাকে তার দাসই ভাবতেন।

ইমাম মালেক বর্ণনা করেছেন, আমি ঈদের ছালাতে হাযির ছিলাম। ছালাত শেষে আমার মনে হ'ল, আজ এমন দিন যে, ইবনু শিহাব এ দিনে নিরিবিলি আছেন। আমি ঈদগাহ থেকে ফিরে সোজা তার বাড়ির দরজায় গিয়ে বসে পড়লাম। আমি শুনতে পেলাম, তিনি তার দাসীকে বলছেন, দেখ তো দরজায় কে? সে দেখে গেল। ভিতর থেকে আমি তাকে বলতে শুনলাম, 'আপনার সেই লালচে ফর্সা দাস মালেক এসেছে'। তিনি বললেন, তাকে ভিতরে আসতে দাও। আমি ভিতরে ঢুকলে তিনি আমাকে বললেন, কি ব্যাপার, তুমি এখনও বাড়ি ফেরনি! আমি বললাম, না। তিনি বললেন, কিছু খেয়েছ কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহ'লে খেয়ে নাও। আমি বললাম, আমার খাবার দরকার নেই। তিনি বললেন, তাহ'লে কেন এসেছ? আমি বললাম, আমাকে আপনি হাদীছ বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, প্রস্তুত হও। আমি আমার খাতাপত্র নিয়ে রেডি হ'লাম। তিনি আমাকে চল্লিশটি হাদীছ বর্ণনা করে শুনালেন। আমি বললাম, আমাকে আরও বলুন। তিনি বললেন, যদি তুমি এই চল্লিশটা হাদীছ এখনই বর্ণনা করতে পার তবে তুমি হাফেযদের মধ্যে গণ্য হবে। আমি বললাম, আমি এগুলো বর্ণনা করছি। এ কথা শুনে তিনি খাতাটা আমার কাছ থেকে টেনে নিলেন। তারপর বললেন, এবার বর্ণনা শুরু কর। আমি তাকে সবগুলো হাদীছ বলে শুনালাম। তিনি খাতা ফেরত দিয়ে আমাকে বললেন, 'ওঠ, তুমি তো ইলমের ভাণ্ডার বনে গেছ'।[১২]

এই মহীয়সী মায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল তার ছেলের লেখাপড়া আপাতত বন্ধ রাখা। ছেলে এক্ষেত্রে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করে চলেছিল। আবার চাইলে অল্প সময়ের জন্য পড়ায় তিনি সাময়িক ছেদও টানতে পারতেন। তাতে ঐ সময়ের মধ্যে কাজ বন্ধ রেখে ছেলে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে। পরে পুরো উদ্যমে লক্ষ্য পানে এগিয়ে যেতে পারে এবং লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হয়। কিন্তু তিনি তার কিছুই করেননি। অথচ পরিস্থিতির এতদূর অবনতি ঘটেছিল যে, ঘরের চাল, বেড়া, খুঁটি ইত্যাদি বিক্রি করে পড়ার খরচ চালাতে হয়েছিল।

তিনি তার ছেলেকে লোকেদের থেকে প্রাপ্য ইলম পুরোটাই আয়ত্ব করার জন্য পুরোপুরি দায়িত্বমুক্ত ও অবসর দিয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে তিনি হাদীছ ও ফিক্বহের ইলমের বিশাল ভাণ্ডার আয়ত্ব করতে পেরেছিলেন এবং ইমামতের আসনে আসীন হয়েছিলেন। দুনিয়ার আনাচ-কানাচ সব স্থান থেকে মানুষ সওয়ারী হাঁকিয়ে তার দরবারে ইলম শিখতে এসেছে। তার সংগৃহীত ইলমের কিছুটা অর্জনে তাদের কতই না আকাঙ্ক্ষা ছিল!

ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর পর ইলমের জগতে ইমাম হয়েছিলেন যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ)। তারপরে এ পদে বরিত হয়েছিলেন আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)। যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) থেকে একুশ জন আলেম ইলম শিখেছিলেন। তারপর তাদের সকলের ইলম তিনজনের মধ্যে জমা হয়েছিল। তারা হ'লেন ইবনু শিহাব যুহরী, বুকায়ের বিন আব্দুল্লাহ ও আবুযযিনাদ (রাঃ)। পরে এ তিনজনের পুরো বিদ্যা ইমাম মালেকের মাঝে সঞ্চিত হয়।[১৩]

প্রিয় পাঠক! আপনার জানা থাকা দরকার যে, ইমাম মালেক হাদীছ ও হাদীছ থেকে উদ্ভাবিত ফিক্বহের সারৎসার নিজের লক্ষ্য অনুযায়ী ভালমতো আয়ত্ব করেছিলেন। তারপর তার শিক্ষকদের অনুমতিক্রমে তিনি মসজিদে নববীতে ফৎওয়া দানের আসনে বসেন। এ সময় তার বয়স ছিল মাত্র সতের বছর। এ সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছেন, 'মসজিদে নববীতে যে কেউ চাইলেই হাদীছ বর্ণনা ও ফৎওয়া প্রদানের আসনে বসতে পারতেন না। তাকে এজন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানী-গুণী, যোগ্য ও নিষ্ঠাবানদের পরামর্শ ও অনুমতি নিতে হ'ত। তারা যদি তাকে এ কাজের যোগ্য বলে সিদ্ধান্ত দিতেন তাহ'লেই কেবল তিনি বসতে পারতেন। আর আমি এ আসনে কেবল তখনই বসেছি, যখন সত্তর জন শিক্ষক আমাকে এ পদের যোগ্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন'।[১৪]

বিস্ময়ে বিমূঢ় হ'তে হয় যে, প্রথম জীবনে ইমাম মালেক ইলম শেখায় আগ্রহী ছিলেন না। বরং ইলম আহরণ থেকে যতটা দূরে থাকা যায় তিনি ততটাই দূরে থাকতেন। সে সময় একজন গায়ক হওয়া ছিল তার মনোবাসনা। ধন্যবাদ দিতে হয় সেই মাকে, যিনি ছেলেকে বিচ্যুতি ও গানের পথ থেকে ইলম ও জ্ঞানের পথে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছেন, 'আমি তখন ছোট্ট বালক। গায়কদের গান আমার খুব ভাল লাগত। তাদের থেকে আমি গান শিখতে চাইতাম। কিন্তু আমার মা আমাকে একদিন বললেন, প্রিয় পুত্র আমার! গায়ক কুৎসিত বদ শেকেল হ'লে তার গানের দিকে ফিরেও তাকানো হয় না। তুমি গান-বাদ্য ছেড়ে দাও এবং ফিক্বহ শেখ। মায়ের কথা মতো আমি গায়কদের ত্যাগ করলাম এবং ফক্বীহদের অনুসরণ শুরু করলাম। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে কতদূর পৌঁছিয়েছেন তা তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ'।[১৫]

১১. *আদ-দীবাজুল মুযাহহাব পৃ.* ১১৭।
১২. *আল-মাদারিক* ১/১২২।
১৩. *আল-মাদারিক* ১/৬৮।
১৪. *আল-মাদারিক* ১/১২৭।
১৫. *শারহুল 'উয়ূন পৃঃ* ১৭১; *শাকয়াহ, আল-আয়েম্মাতুল আরবা'আহ, পৃঃ* ৬-৭।

এই মহীয়সী মা তার ছেলেকে মিথ্যা বলেননি। তিনি তাকে কুৎসিত বদ শেকেলের কথা বলেছিলেন। কিন্তু ইমাম মালেক তেমন ছিলেন না। তিনি ছিলেন বরং খুবই সুদর্শন লালচে ফর্সা। (লালচে ফর্সাকে বাংলায় গোলাপী রঙও বলা হয়।) তিনি আসলে এ কথা বলে ছেলের আগ্রহ ও ঝোঁক গানের থেকে সরিয়ে দিতে চাইছিলেন। তাই তিনি হিসাব করে ছেলেকে কথাটি বলেছিলেন।[১৬]

ছোটকালে লেখাপড়া না করে কবুতর পালন ও তা নিয়ে খেলাধূলায়ও তিনি মত্ত থাকতেন। কিন্তু একটা কথা তার কানে খুব লাগে এবং তার মনে ক্ষোভের উদয় হয়। তিনি সব ছেড়েছুড়ে প্রথমে আলেমদের এবং পরে ফক্বীহদের সভায় গিয়ে ইলম শেখা আরম্ভ করেন।

এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ইবনু শিহাবের সমবয়স্ক আমার একটি ভাই ছিল। একদিন আমার পিতা আমাদের দু'জনকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। আমার ভাই সঠিক উত্তর দিল, কিন্তু আমি ভুল করলাম। তখন আমার পিতা আমাকে বললেন, 'এই কবুতরবাজিই তোমার লেখাপড়ার মুণ্ডুপাত করেছে'! এ কথায় আমার মনে খুব রাগ হয়। আমি সব ত্যাগ করে ইবনু হারমুযের দরসে সাত/আট বছর এক নাগাড়ে সময় দেই। তার সাথে ছাড়া অন্য কারও সাথে আমি মিশতাম না। আমার জামার হাতায় আমি কিছু খেজুর নিয়ে যেতাম। সেগুলো শিশুদের হাতে দিয়ে তাদের বলতাম, কেউ তোমাদেরকে শায়খ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলবে, শায়খ এখন ব্যস্ত আছেন।[১৭]

এভাবে কৌশল খাটিয়ে তিনি শায়খের সময়ের সিংহভাগ যথাসম্ভব নিজের দখলে রাখতেন। এটি বিদ্যা অন্বেষণে তার সবিশেষ আগ্রহই তুলে ধরে। শুধু তাই নয়, বরং পড়া শেষে তিনি গাছের ছায়াতলে গিয়ে বসতেন এবং যা পড়েছেন তা পুনরাবৃত্তি করতেন এবং মুখস্থ করতেন। এরূপ আচরণ তার নিয়মে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। একদিন তার বোন তাকে এ অবস্থায় দেখে পিতার নিকট গিয়ে তা বলে। তিন বললেন, বেটি আমার! এভাবে সে আল্লাহ্র রাসূলের হাদীছ মুখস্থ করে।[১৮] এটাই ছিল বরাবরের মতো তার অভ্যাস। এটা করতে করতেই তিনি উচ্চ মর্যাদার আসনে পৌঁছেছেন।

এভাবে ছোট্ট বালক মালেক বিন আনাসের বিদ্যার পথে যাত্রা শুরু হয়েছিল, যার শেষ দাঁড়িয়েছিল যে, তিনি মুসলমানদের একজন অনন্য ইমামে পরিণত হয়েছিলেন। হয়ে উঠেছিলেন তার মায়ের দেওয়া সবচেয়ে দামী ও আক্রা উপহার। যে মা তাকে যেমন উত্তমভাবে লালনপালন করেছিলেন, তেমনি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহযোগিতা যুগিয়েছিলেন প্রতিনিয়ত জীবনপথে চলতে। হাদীছ ও ফিক্বহের জগতের সমকালীন ও পরবর্তীকালীন উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ তার যোগ্যতার স্বীকৃতি পঞ্চমুখে প্রদান করেছেন।

১৬. *শাকয়াহ, আল-আয়েম্মাতুল আরবা'আহ, পৃঃ ৭।*
১৭. *আল-মাদারিক ১/১২০।*
১৮. *তাহের মুহাম্মাদ আদ্দুরাদীরী, তাখরীজু আহাদীছিল মুদাওয়ানাহ পৃঃ ৬২।*

সুফিয়ান বিন উয়ায়না বলেন, কোথায় আমরা, আর কোথায় মালেক! আমরা তো কেবল মালেকের পদচিহ্ন অনুসরণ করি। আমরা শায়খকে দেখি আর অপেক্ষা করি; মালেক তার থেকে লিখলে তবেই আমরা শায়খ থেকে লিখি। আমার তো মনে হয়, মালেক বিন আনাসের মৃত্যুর পর মদীনা বিরান হয়ে যাবে![১৯]

ইমাম শাফেঈ বলেন, যখন মালেকের বর্ণনায় তোমার কাছে কোন হাদীছ আসবে তখন তুমি তা দ্রুত গ্রহণ করবে। যখন কোন হাদীছ আসবে সেখানে মালেক হবেন নক্ষত্র। যখন আলেমদের আলোচনা উঠবে তখন মালেক হবেন তারকা। বিদ্যা মুখস্থ রাখা, দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা ও তা হেফাযত করার ক্ষেত্রে মালেকের পর্যায়ে কেউ পৌঁছতে পারেনি। যিনি ছহীহ হাদীছ তালাশ করতে চান তাকে অবশ্যই ইমাম মালেক (রহঃ)-এর দ্বারস্থ হ'তে হবে।[২০]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, ইমাম মালেক ছিলেন নেতৃস্থানীয় আলেমদের নেতা। তিনি হাদীছ ও ফিক্বহের ইমাম ছিলেন। মালেকের মতো আর কে আছেন! যিনি বুঝেশুনে শিষ্টতা সহকারে হাদীছের পূর্ণ অনুসরণ করে গেছেন।[২১]

আমরা লক্ষ্য করলে দেখব, ইমাম মালেকের মধ্যে সেই শৈশব থেকে তার মায়ের প্রভাব বিদ্যমান। ইলমের মজলিসে ছেলেকে বসানো, ইলম ও বিদ্বান আলেমদের কদর করা, ইলম দ্বারা নিজেকে বিভূষিত করা, ইলমের খোশবুতে মাতোয়ারা হওয়ার মতো পথে মা তাকে বিশেষ প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। এসব কারণে মহান ইমামের মধ্যে আরো অনেক মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। যেমন- ব্যাপক মুখস্থশক্তি, বিশাল ধৈর্য, তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর অন্তর্দৃষ্টি, অকৃপণভাবে মানুষকে সম্মান দান ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ তা'আলা ইমাম মালেক ও তার মায়ের উপর দয়া করুন এবং মুসলিম মায়েদের ও তাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে আমরা আজ যে আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি তা পূরণে মা ও ছেলের আদর্শ অনুসরণে আমাদের তাওফীক্ব দিন।[২২]

[ক্রমশঃ]

১৯. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/৭৩।*
২০. *মানাযিলুল আয়িম্মাতিল আরবা'আহ, পৃঃ ১৭৩।*
২১. *মালেক : হায়াতুহু ওয়া আছরুহু, পৃঃ ৮৮।*
২২. *ইমাম মালেক বিন আনাস ৯৩ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিজরীতে মদীনাতেই মৃত্যুবরণ করেন। বাকী গারকাদে তাকে দাফন করা হয়। তার রচিত আল-মুয়াত্ত্বা হাদীছের একটি সর্বজন সমাদৃত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এছাড়া কিতাবুল মানাসিক, রিসালাতুন ফিল কাদর ওয়ার রদ্দি আলাল কাদারিয়া, কিতাবুস সিরারি, কিতাবুল মাজালাসাত, কিতাবুন ফিন নুজুমি ওয়া হিসাবি সাদারিয যামানি ওয়া মানাযিলিল ক্বামার প্রভৃতি।*

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক।*

গোপন ইবাদতে অভ্যস্ত হওয়ার উপায়

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

ভূমিকা :

গোপন ইবাদত খাঁটি ঈমানের পরিচায়ক। যিনি গোপন আমলে অভ্যস্ত, তিনি আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে অন্যদের তুলনায় অধিক হেফাযতে থাকেন। তাছাড়া রিয়া থেকে মুক্ত থাকার একটি বড় মাধ্যম হ'ল গোপন আমল। এজন্য সালাফগণ সর্বদা নিজের সৎ আমল সবার কাছ থেকে আড়াল করার চেষ্টা করতেন। জুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাঃ) বলেন, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَبِيئَةٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ، فَلْيَفْعَلْ، 'তোমাদের কেউ যদি কোন গোপন নেক আমল করতে সক্ষম হয়, তবে সে যেন তা করে'।[১] আবূ হাযেম (রহঃ) বলেন, اُكْتُمْ حَسَنَاتِكَ أَشَدَّ مِمَّا تَكْتُمُ سَيِّئَاتِكَ، 'তুমি যত সতর্কতার সাতে তোমার খারাপ কাজগুলো ঢেকে রাখার চেষ্টা কর, তার চেয়েও অধিক সচেতন হয়ে তোমার নেক আমলগুলোকে গোপন করে রাখ'।[২] তবে ইসলামের নিদর্শনমূলক প্রকাশ্য ইবাদতগুলো প্রকাশ্যেই আদায় করা শরী'আতের নির্দেশ। কিন্তু নফল ইবাদতগুলো গোপন করা মুস্তাহাব, যা বান্দার খুলূছিয়াতের প্রমাণ বহন করে। নিম্নে গোপন ইবাদতে অভ্যস্ত হওয়ার উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

১. অন্তরের ইবাদতে অধিক মনোনিবেশ করা :

ধরণগত দিক থেকে ইবাদত মূলতঃ তিন প্রকার। অন্তরের ইবাদত, জিহ্বার ইবাদত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইবাদত। এগুলোর মাধ্যে অন্তরের ইবাদতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কেননা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মৌখিক ইবাদতগুলো সর্বদা অন্তরের ইবাদতের অনুগামী হয়ে থাকে। অন্তরের ইবাদত হ'ল, মনের গভীর থেকে তাওহীদের স্বীকৃতি দেওয়া, অন্তরজগতে ঈমানী ভাবগাম্ভীর্য ও তাক্বওয়া বজায় রাখা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মহাব্বত পোষণ করা, ইখলাছ অর্জন করা, নেক আমলের নিয়ত করা, আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা, আল্লাহ্র অপূর্ব সৃষ্টিরাজি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, কুরআন অনুধাবন করা, অল্পেতুষ্ট থাকা, তাক্বদীরের ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা, সকল কাজে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা, নেকীর কাজে আগ্রহী হওয়া, আল্লাহ্র রহমতের আশা করা, পাপকে ঘৃণা করা ইত্যাদি। হাযার লোকের ভিড়েও সবার অজান্তে এই আমলগুলো করা যায়। তবে বান্দা যখন গোপন আমলের প্রতি যত্নশীল হন, আল্লাহ তার বাহ্যিক আমলগুলোকে সুন্দর করে দেন। ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) খুৎবার মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَصْلِحُوا آخِرَتَكُمْ يُصْلِحِ اللهُ لَكُمْ دُنْيَاكُمْ، وَأَصْلِحُوا سَرَائِرَكُمْ يُصْلِحِ اللهُ لَكُمْ عَلَانِيَتَكُمْ، 'হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের আখেরাতকে সংশোধন কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের দুনিয়াবী জীবনকে সংশোধন করে দিবেন। তোমাদের গোপন বিষয়গুলোকে শুধরে নাও, তাহ'লে তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়গুলোকে আল্লাহ পরিপাটি করে দিবেন'।[৩]

তাছাড়া সকল ইবাদতের উৎস হ'ল তাক্বওয়া। তাক্বওয়ার ঝর্ণা থেকে অন্য সব ইবাদত উৎসারিত হয়। আর এই তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতা হ'ল অন্তরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, أَشَدُّ الأَعْمَالِ ثَلاَثَةٌ: الْجُودُ مِنْ قِلَّةٍ، وَالْوَرَعُ فِي خَلْوَةٍ وَكَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ مَنْ يُرْجَى وَيُخَافُ، 'সবচেয়ে কঠিন কাজ তিনটি- (১) কম (সম্পদ) থাকা সত্ত্বেও দান-ছাদাক্বাহ করা, (২) নির্জনে আল্লাহকে ভয় করা এবং (৩) যার কাছে কিছু প্রত্যাশা করা হয় ও যাকে দেখলে ভীতি সঞ্চার হয়, তার সামনে হক্ব কথা বলা'।[৪]

২. সৎ আমলের নিয়ত করা :

সকল ইবাদত নিয়তের উপরে নির্ভরশীল। এই নিয়ত একটি গোপনীয় বিষয়। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে নিয়তের উপর ভিত্তি করেই নেকী প্রদান করে থাকেন। আল্লাহ কখনো কখনো বান্দার মনের সুপ্ত বাসনার কারণে আমল না করা সত্ত্বেও সেই আমলের পূর্ণ নেকী প্রদান করে থাকেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، 'যে ব্যক্তি সত্য নিয়তে আল্লাহ্র কাছে শাহাদত প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিবেন, যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে'।[৫] অর্থাৎ স্রেফ সৎ নিয়তের কারণে জিহাদ না করেও বান্দা শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারে। তাইতো আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, نِيَّة الْمُؤمن خير من عمله وَإِن الله عز وَجل ليعطي العَبْد على نِيَّته مَا لَا يُعْطِيهِ على عمله وَذَلِكَ إِن النِّيَّة لَا رِيَاء فِيهَا وَالْعَمَل يخالطه الرِّيَاء، 'মুমিনের আমলের তুলনায় তার নিয়ত উত্তম। মহান আল্লাহ বান্দাকে তার নিয়তের কারণে যত দান করেন, আমলের কারণে ততটুকু প্রদান করেন না। এর কারণ হচ্ছে, (খালেছ) নিয়তের মাঝে রিয়া থাকে না; কিন্তু আমলের সাথে রিয়া মিশ্রিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে'।[৬]

হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً،

---

* এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. মুসনাদে ইবনিল জা'দ, পৃ. ১১৩; আবূদাঊদ, আয-যুহদ, পৃ. ১১৯।
২. আবূ নু'আইম ইস্ফাহানী, হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/২৪০।
৩. ইবনু আবিদ্দুনয়া, আল-ইখলাছ ওয়ান নিইয়াহ, পৃ: ৭০।
৪. ইবনুল জাওযী, আত-তাবছিরাহ ২/৩০৪; ঐ, ছিফাতুছ ছাফওয়া ১/৪৩৫।
৫. মুসলিম হা/১৯০৯; নাসাঈ হা/২৭৯৭; মিশকাত হা/৩৮০৮।
৬. দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৪/২৮৬।

www.at-tahreek.com

فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، 'আমার বান্দা যখন কোন পাপ করার ইচ্ছা করে, সেই পাপ না করা পর্যন্ত তোমরা তার গুনাহ লেখ না। আর যদি তা করেই ফেলে, তাহ'লে এর সমপরিমাণ গুনাহ লেখ। আর যদি আমার (মাহাত্ম্যের) কারণে তা ত্যাগ করে, তাহ'লে তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। আর বান্দা যদি কোন ভাল কাজের ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু তা না করে, তবুও তোমরা তার জন্য একটি নেকী লেখ। তারপর যদি সেই ভালো কাজটি করে ফেলে, তবে তোমরা তার জন্য কাজটির ছওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত লেখ'।[৭]

কখনো কখনো আল্লাহ তাঁর বান্দার মনের নেক আশা বাস্তবে রূপদান করেন। শাদ্দাদ ইবনুল হাদী (রাঃ) বলেন, এক মরুবাসী বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে ঈমান আনল এবং তাঁর অনুসরণ করতে লাগল। কিছুদিন পর সে নবী করীম (ছাঃ)-কে বলল, আমি আপনার কাছে হিজরত করে আসতে চাই। ফলে নবী করীম (ছাঃ) তাঁর একজন ছাহাবীকে তার সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা দিলেন। ইতিমধ্যে একটি যুদ্ধে নবী করীম (ছাঃ) কিছু বন্দীকে গণীমত হিসাবে পেলেন। তিনি বন্দীদেরকে ভাগ করে দিলেন। ঐ বেদুঈন ছাহাবীকেও এক ভাগ দিলেন। তার ভাগটা তিনি তার সাথীদের হাতে দিলেন। লোকটি পশুপাল চরাত। পশুপাল চরিয়ে ফিরে এলে তারা গণীমতের সম্পদ (বন্দী) তাকে দিল। সে বলল, এসব কি? তারা বলল, তোমার গণীমতের ভাগ, নবী করীম (ছাঃ) তোমাকে দিয়েছেন। সে তা নিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, এসব কি? তিনি বললেন, আমি তোমাকে ভাগ হিসাবে দিয়েছি। সে বলল, আমি তো এগুলোর জন্য আপনার অনুসরণ করছি না। সে তার কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করে বলল, আমি বরং এজন্য আপনার অনুসরণ করছি যে, আমার এখানে তীরবিদ্ধ হয়ে আমি মারা যাব, তারপর জান্নাতে প্রবেশ করব। তিনি বললেন, যদি তুমি আল্লাহকে সত্য বলে থাক তাহ'লে তিনি তোমার ইচ্ছা সত্যে পরিণত করবেন। এভাবে অল্প কিছুদিন গেল। তারপর মুসলিম বাহিনী একটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল। যুদ্ধে ঐ মরুচারী বেদুঈন ছাহাবী নিহত হলেন। তাকে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসা হ'ল। সে যে জায়গায় ইশারা করেছিল ঠিক সেখানেই তীর লেগেছিল। নবী করীম (ছাঃ) দেখে বললেন, এই কি সেই? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে আল্লাহকে সত্য বলেছিল, তাই আল্লাহ তাকে সত্যে পরিণত করেছেন। তারপর নবী করীম (ছাঃ) নিজের জামা দিয়ে তাকে কাফন দেন এবং তার জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। তার ছালাতে যেটুকু তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন তন্মধ্যে এ দো'আ ছিল, اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِيْ سَبِيْلِكَ فَقُتِلَ شَهِيْدًا أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى ذَلِكَ– 'হে আল্লাহ! এ তোমার বান্দা। মুহাজির হয়ে এসে তোমার রাস্তায় বের হয়েছিল। অতঃপর শহীদ হিসাবে সে নিহত হয়েছে। আমি এ ঘটনার সাক্ষী'।[৮]

৩. নির্জনে দো'আ করা :

দো'আ একটি বড় মাপের ইবাদত। এই ইবাদত গোপনে হওয়াই কর্তব্য। অনেকে ফেইসবুকে পোস্ট দিয়ে আল্লাহ্র কাছে নিজের ব্যক্তিগত আর্জি পেশ করে দো'আ করে। এভাবে দো'আ করলে দো'আ গোপন থাকে না; বরং সবার সামনে প্রকাশ হয়ে যায়। ফলে সেই দো'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় এবং দো'আতে রিয়া মিশ্রিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। তার মানে এই না যে, ফেইসবুকে দো'আ করা বা চাওয়া নাজায়েয; বরং ব্যক্তিকে তার মনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তারপর পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ দো'আর ব্যাপারটা কেবল আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাই কেউ যদি চায় যে, তার দো'আ দ্রুত কবুল হোক তবে তাকে গোপনে দো'আ করা উচিত। আল্লাহ তাঁর বান্দাকে গোপনে দো'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাক বিনীতভাবে ও চুপে চুপে। নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। তাই তো ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় স্ত্রী হাজেরা ও ইসমাঈলকে মক্কার নির্জন মরুভূমিতে রেখে তাদের অন্তরালে গিয়ে আল্লাহ্র কাছে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলেন। যাকারিয়া (আঃ) সন্তান লাভের জন্য আল্লাহ্র কাছে গোপনে দো'আ করেছিলেন। আল্লাহ এই গোপন দো'আটি এতো পসন্দ করেছেন যে, উম্মতে মুহাম্মাদীকে দো'আর আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য পবিত্র কুরআনে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তিনি যাকারিয়া (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন, إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا 'যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিল চুপে চুপে' *(মারিয়াম ১৯/৩)*। মুফাসসিরগণ বলেন, إِنَّمَا أَخْفَاهُ لِأَنَّهُ أَحَبُّ إِلَى اللهِ 'যাকারিয়া (আঃ) চুপিসারে দো'আ করেছিলেন এজন্য যে, এটা আল্লাহ্র কাছে অধিক পসন্দনীয়'।[৯] মুসলিম ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, مَا تَلَذَّذَ الْمُتَلَذِّذُوْنَ بِمِثْلِ الْخَلْوَةِ بِمُنَاجَاةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، 'ঈমানের স্বাদ আস্বাদনকারী বান্দারা নির্জনে যাওয়া ছাড়া আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত করার প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করতে পারে না'।[১০] সুতরাং আমাদের জীবনে

৭. *বুখারী হা/৭৫০১; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৩৮২; ছহীহুত তারগীব হা/১৮।*

৮. *তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/৭১০৮; নাসাঈ হা/১৯৫৩; ছহীহুত তারগীব হা/১৩৩৬, সনদ ছহীহ।*

৯. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৫/২১১।*

১০. *ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম ১/১৩৩; হিলয়াতুল আওলিয়া, ২/২৯৪।*

যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া যেহেতু আল্লাহ্র কাছে, সেহেতু তার কাছে বলা মনের কথাগুলো গোপনীয়ই হওয়া উচিত।

৪. গোপন যিকিরে অভ্যস্ত হওয়া :

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের একটি বড় মাধ্যম হ'ল যিকির। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সকাল-সন্ধ্যা যিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ– 'তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর মনে মনে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়। আর তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*। হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, 'মুসলিম ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হ'ল তারা দো'আ-প্রার্থনাতে পরিশ্রম করে। কিন্তু কেউ তাদের আওয়াজ শুনতে পায় না; বরং দো'আ ও যিকিরের ফিসফিসানী শব্দ কেবল তার প্রতিপালক ও তার মধ্যমেই সীমাবদ্ধ থাকে'।[১১]

আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহঃ) বলেন, 'যিকর অন্তর দিয়েও করা যায়, জিহ্বা দিয়েও করা যায়; তবে অন্তরের যিকির অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন মনে মনে যিকর করার, যাতে যিকির খুলূছিয়াতপূর্ণ হয়'।[১২] মহান আল্লাহ জান্নাতী বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ 'যারা শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী' *(আলে ইমরান ৩/১৭)*। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ছিলাম। যখন আমরা কোন উপত্যকায় আরোহণ করতাম, তখন 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' এবং 'আল্লাহু আকবার' বলতাম। আর আমাদের আওয়াজ অতি উঁচু হয়ে যেত। নবী কারীম (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، وَهُوَ مَعَكُمْ، 'হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতি সদয় হও। তোমরা বধির বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছ না; বরং তোমরা এমন সত্তাকে ডাকছ যিনি শ্রবণকারী এবং অতি নিকটবর্তী। আর তিনি সর্বদা তোমাদের সাথেই আছেন'।[১৩] নবী করীম (ছাঃ) বলেন, সাত শ্রেণীর ব্যক্তি ক্বিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্র আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে, তন্মধ্যে এক শ্রেণী হ'ল, رَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، 'সে ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়'।[১৪]

তবে ফরয ইবাদত বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহ্র নাম জপার নাম যিকির নয়; বরং আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে তাঁকে স্মরণ করার জন্য যে ইবাদত করা হয়, সেটাও যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, إِنَّ الْخَشْيَةَ أَنْ تَخْشَى اللهَ تَعَالَى حَتَّى تَحُولَ خَشْيَتُكَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ، فَتِلْكَ الْخَشْيَةُ، وَالذِّكْرُ طَاعَةُ اللهِ، فَمَنْ أَطَاعَ اللهَ فَقَدْ ذَكَرَهُ، وَمَنْ لَمْ يُطِعْهُ فَلَيْسَ بِذَاكِرٍ وَإِنْ أَكْثَرَ التَّسْبِيحَ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، 'যদি আল্লাহ্র ভয় তোমার এবং গুনাহের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তবে সেটাই প্রকৃত ভয়। যিকির হচ্ছে আল্লাহ্র আনুগত্য। যে আল্লাহ্র আনুগত্য করল, সে তাঁর যিকির করল। আর যে আল্লাহ্র আনুগত্য করল না, সে তাঁর যিকির করল না; যদিও সে অধিক তাসবীহ পড়ে এবং কুরআন তেলাওয়াত করে'।[১৫]

আল্লাহ্কে স্মরণ করার জন্য তাসবীহ, তাহমীদ, তাকবীর ও তাহলীলের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে তাহলীল বা 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'কে সর্বোকৃষ্ট যিকির হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১৬] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'অনেক সালাফ 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' কালেমার মাধ্যমে বেশী যিকির করতেন। কারণ এই যিকির শুধু জিহ্বার মাধ্যমে করা যায়। এখানে ঠোঁটের কোন অংশগ্রহণ নেই। তাই এই যিকির অধিক গোপন করা যায়। বান্দা তার ঠোঁট বন্ধ করে সবার অগোচরে আল্লাহ্র যিকিরে ব্যস্ত থাকতে পারেন'।[১৭] এটা খুবই বাস্তবসম্মত কথা। কেননা 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' প্রভৃতি বাক্য পাঠের সময় ঠোঁট নড়াচড়া করে। কিন্তু 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলার সময় একদম ঠোঁট নড়ানোর প্রয়োজন হয় না। বরং ভরা মজলিসে বসেও ঠোঁট বন্ধ রেখে গোপন গোপনে এই যিকির করা যায়। সুতরাং রাস্তা-ঘাটে, গাড়িতে-বাড়িতে, চলতে ফিরতে আমরা যেন এই বাক্যের মাধ্যমে সাবার অজান্তে আল্লাহ্র যিকরে বিভোর থাকতে পারি। আল্লাহ সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৫. কুরআন তেলাওয়াত করা :

গোপন আমলকারীদের জন্য কুরআন তেলাওয়াত একটি উৎকৃষ্ট ইবাদত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ، كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ، كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ، 'প্রকাশ্যে কুরআন তেলাওয়াতকারী প্রকাশ্যে দানকারীর মতো। আর গোপনে কুরআন পাঠকারী গোপনে দানকারীর মতো'।[১৮] অত্র হাদীছে কুরআন তেলওয়াতকে দান-ছাদাক্বাহ্র

১১. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩/২৪৮।*
১২. *তাফসীরে সা'দী, পৃ. ৩১৪।*
১৩. *মুসলিম হা/২৭০৪।*
১৪. *বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।*
১৫. *আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ৪/২৭৬; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/৪৫।*
১৬. *তিরমিযী হা/৩৩৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৮৩, সনদ হাসান।*
১৭. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ৩/২৮৭।*
১৮. *তিরমিযী হা/১৩৩৩; নাসাঈ হা/২৫৬১, সনদ ছহীহ।*

সাথে তুলনা করা হয়েছে। গোপনে তেলাওয়াতকে গোপন দানের মতো ফযীলতপূর্ণ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেননা গোপন তেলাওয়াতে রিয়া বা লৌকিকতার সংমিশ্রণ থাকে না। তবে রিয়ার আশংকা না থাকলে কয়েকটি শর্তে প্রকাশ্যে তেলাওয়াত করা উত্তম হবে। প্রকাশ্য তেওলাওয়াত যেন কোন মুছল্লী, ঘুমন্ত ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য বিরক্তির কারণ না হয়। তেলওয়াতের মাধ্যমে অপরকে শিক্ষা দেওয়া ও অন্ত র জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে করা হয়। কেননা সরবে তেলাওয়াত করলে সেই স্বর তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারীর শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করতে এবং তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রভাবিত করতে পারে'।[১৯]

তবে সালাফে ছালেহীন যখন নেক আমলের উদ্দেশ্যে বা অনুধাবণ করার জন্য কুরআন তেলাওয়াত করতেন তখন সেটা সবার অগোচরে এবং গোপনে করার চেষ্টা করতেন। যেমন রাবী' ইবনে খুছাইম (রহঃ) তার ইবাদতগুলো গোপন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। কুরআন তেলাওয়াতের সময় যদি বুঝতে পারতেন যে, কেউ তার কাছে আসছে, তবে সাথে সাথে কাপড় দিয়ে মুছহাফ ঢেকে রাখতেন। যেন আগন্তুক কোনভাবেই বুঝতে না পারে যে, তিনি এতক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। তিনি মসজিদে শুধু ফরয ছালাত আদায় করতেন। আর নফল ছালাতগুলো বাসায় লোকচক্ষুর অন্তরালে আদায় করতেন। নুসাইর (রহঃ) বলেন, তিনি তার মহল্লার মসজিদে মাত্র একবার নফল ছালাত পড়েছিলেন।[২০] আবূত তাইয়্যাহ (রহঃ) বলেন, 'আমাদের মহল্লার এক ব্যক্তি ২০ বছর ধরে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। কিন্তু তার প্রতিবেশী সেটা কোনভাবেই টের পায়নি'।[২১]

আ'মাশ (রহঃ) বলেন, আমি ইবরাহীমের কাছে ছিলাম। তিনি তখন কুরআন পড়ছিলেন। এরপর একজন লোক তার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইল। তিনি সাথে সাথে গিলাফে কুরআন ঢেকে ফেললেন আর বললেন, 'লোকটি আমাকে এই অবস্থায় দেখলে মনে করবে, আমি সবসময় কুরআন পড়ি'।[২২] এভাবে সালাফগণ তাদের তেলাওয়াত গোপন করার চেষ্টা করতেন। তারা স্ত্রীর সাথে একই বালিশে শুয়ে তেলাওয়াত করতেন অথচ তাদের স্ত্রী সেটা কোন ভাবেই টের পেত না। সুতরাং আমাদের জীবনেও কুরআন তেলাওয়াতের এমন আমল থাকা উচিত, যেন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ সেটা বুঝতে না পারে।

৬. নির্জনে নফল ছালাত আদায় করা :

গোপন ইবাদতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হ'ল নফল ছালাত। ফরয ছালাতগুলো জামা'আতের সাথে আদায় করা অপরিহার্য। তবে নফল ছালাতগুলো সঙ্গোপনে আদায় করা উত্তম এবং অধিক ফযীলতপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, صَلَاةُ الرَّجُلِ تَطَوُّعًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ النَّاسُ تَعْدِلُ صَلَاتَهُ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، 'কোন ব্যক্তি যদি এমনভাবে নফল ছালাত আদায় করে যে, সেটা মানুষ দেখতে পায়নি, তবে তার সেই ছালাত মানুষের সামনে পাঁচিশবার আদায় করার মতো মর্যাদাপূর্ণ'।[২৩]

নফল ছালাতসমূহের মধ্যে রাতের তাহাজ্জুদ ছালাত অধিক গোপন করা যায়। তাছাড়া এই সময় মহান আল্লাহ প্রথম আকাশে নেমে আসেন এবং বান্দার প্রার্থনা কবুল করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ، 'মহান প্রতিপালক শেষ রাতে তাঁর বান্দার সর্বাধিক নিকটবর্তী হন। অতএব যারা এ সময় আল্লাহ্র যিকর করে (তাহাজ্জুদ ও দো'আ করে), তুমি পারলে তাদের দলভুক্ত হয়ে যাও'।[২৪] হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, 'পূর্বসূরী মনীষীর কাছে মেহমান থাকত। রাতের বেলা তিনি দীর্ঘ সময় ধরে ছালাত আদায় করতেন; অথচ তার মেহমান তা জানতেও পারত না'।[২৫] আবূ তামীম ইবনে মালেক বলেন, 'মানছূর ইবনে মু'তামির ফজর ছালাত পড়ে ছাত্রদের সামনে নিজেকে প্রাণবন্ত দেখাতেন এবং তাদের কাছে বেশি করে হাদীছ বর্ণনা করতেন। মূলতঃ তিনি রাতের বেলা ইবাদতে কাটিয়েছেন এ বিষয়টা গোপন রাখার জন্য নিজেকে এভাবে যাহির করতেন'।[২৬]

হাস্সান ইবনে সিনান (রহঃ)-এর স্ত্রী নিজ স্বামী সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি বাড়ি এসে আমার সঙ্গে বিছানায় প্রবেশ করতেন। যখন তিনি বুঝতে পাড়তেন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন বিছানা থেকে উঠতেন। তারপর মা যেমন দুধের শিশুকে রেখে সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে চলে যায়, ঠিক তেমনি তিনি আমাকে বুঝতে না দিয়ে বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে পড়তেন এবং ছালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। একদিন আমি তাকে বললাম, হে আব্দুল্লাহ্র পিতা! নিজের নফসকে আর কত শাস্তি দিবেন! জীবনের প্রতি একটু দয়া করুন! তখন তিনি বললেন, 'আহ! চুপ কর! অচিরেই আমি হয়ত এমন ঘুম ঘুমাব, সেখান থেকে আর কোনদিন উঠব না'।[২৭] মহান আল্লাহ আমাদেরকে হাস্সান ইবনু সীনানের মত হওয়ার তাওফীক্ব দিন।

তবে তাহাজ্জুদগুযার বান্দাদের জন্য শয়তানের একটি ধোঁকা রয়েছে, যা থেকে সর্তক থাকা যরূরী। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, قد لبس إبليس عَلَى جماعة من قوام الليل فتحدثوا

১৯. *ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ ৭/২৮৪।*
২০. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/২৬১।*
২১. *আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৩/৮৩।*
২২. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৪/২২০; ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/৪৯।*
২৩. *ছহীহুল জামে' হা/৩৮২১, সনদ ছহীহ।*
২৪. *তিরমিযী হা/৩৫৭৯; নাসাঈ হা/৫৭২; মিশকাত হা/১২২৯, সনদ ছহীহ।*
২৫. *ইবনু আবীদ্দুনইয়া, আল-ইখলাছ ওয়ান নিইয়াহ, পৃ. ৪৩।*
২৬. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/৬৬।*
২৭. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/১৭৭; ছিফাতুছ ছাফওয়া ৩/৩৩৯।*

بذلك بالنهار فربما قَالَ أحدهم فلان المؤذن أذن بوقت ليعلم الناس أنه كان منتبها فأقل مَا فِي هَذَا إن سلم من الرياء أن ينقل من ديوان السر إِلَى ديوان العلانية فيقل الثواب، 'যারা রাতে ইবাদত করে, শয়তান তাদের জন্য এমন ফাঁদ পেতে রাখে যে, তারা রাতব্যাপী ইবাদত করে দিনের বেলা তা মানুষের নিকট বলে বেড়ায়। (তাদের বলার কৌশল হয় চমকপ্রদ) যেমন তাদের কেউ বলে- আজ অমুক মুওয়াযযিন ফজরের আযান দিয়েছে। এতে তার উদ্দেশ্য হ'ল- মানুষ যাতে বুঝতে পারে, আযানের সময় সে জাগ্রত ছিল। যদি ধরেও নেই- তার এই আচরণটি রিয়ামুক্ত ছিল, তবুও আমলের কথা প্রকাশ করার জন্য তার গোপন ইবদতটি প্রকাশ্য ইবাদতে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে তার ছাওয়াবের পরিমাণ কিছুটা হ'লেও হ্রাস পেয়েছে বলে বিবেচিত হবে'।[২৮]

৭. ছিয়াম পালন করা :

সালাফে ছালেহীন অন্যান্য নফল ইবাদতের মতো নফল ছিয়ামকেও গোপন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। কেননা ছিয়াম গোপন করা তুলনামূলক সহজ। আবূত তাইয়্যাহ (রহঃ) বলেন, 'আমি আমার আব্বা এবং মহল্লার মুরব্বিদের দেখেছি যে, যখন তাদের কেউ ছিয়াম রাখতেন, তখন তিনি তেল লাগাতেন এবং উত্তম পোশাক পরিধান করতেন, যাতে তাদের কেউ ছিয়াম রাখার ব্যাপারটি কোনভাবেই বুঝতে না পারে'।[২৯] মুহাম্মাদ ইবনে মুহায্যাম (রহঃ) বলেন, 'মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে' সবার কাছ থেকে ছিয়াম গোপন রাখতেন। তিনি বছরের পর বছর ছিয়াম রাখতেন, কিন্তু কেউ সেটা জানতে পারত না'।[৩০]

দাঊদ ইবনে আবী হিন্দ (রহঃ) চল্লিশ বছর যাবৎ ছিয়াম রেখেছেন, কিন্তু কেউ সেটা বুঝতে পারেনি। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। বাজারে যাওয়ার সময় বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে বের হ'তেন এবং রাস্তার মাঝে সেগুলো ছাদাক্বাহ করে দিতেন। বাজারের লোকজন ভাবত, তিনি বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছেন। আর বাড়ির লোকজন ভাবত, তিনি বাজারে খাবার খেয়ে নিয়েছেন।[৩১] ছিয়ামের মাধ্যমে বান্দার শরীর ও মন উভয়টিই প্রভাবিত ও পরিশুদ্ধ হয়। বান্দা এর মাধ্যমে সবার অন্তরালে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করতে পারে। এজন্য ওলামায়ে কেরাম ছিয়ামকে গোপন ইবাদত হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকেন।[৩২]

৮. আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদা :

কান্না মানুষের একটি স্বভাবজাত বিষয় এবং অন্তরের লালিত আবেগের বহিঃপ্রকাশ। কান্নার বিভিন্ন কারণ ও উপলক্ষ থাকে। কখনো আনন্দ-বেদনায়, কখনো প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায়, কখনো শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রনায়, আবার কখনো স্বীয় সৃষ্টিকর্তার স্মরণে মুমিন বান্দার গন্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। আবার কখনো কুরআনের অমিয় বাণীর সুমধুর মূর্ছনা তার হৃদয়জগতকে আন্দোলিত করে চক্ষুযুগলকে সিক্ত করে তোলে। বান্দা যখন স্বীয় পাপের কথা মনে করে অনুতপ্ত হয়, মৃত্যু-কবর-জান্নাত-জাহান্নাম ও আল্লাহ্র আযাবের কথা স্মরণ করে অশ্রু বর্ষণ করে, তখন সেই অশ্রুধারা তার জীবনকে স্নিগ্ধ করে তোলে। তবে আল্লাহ্র জন্য কান্নার অনুভূতিটা সবার মাঝে জাগ্রত হয় না। কিন্তু আল্লাহ্র ভয়ে কারো দু'চোখ থেকে যদি এক ফোটা অশ্রুও বর্ষিত হয় এবং তিনি যদি সেটা গোপন করতে পারেন, তবে তিনি পৃথিবীর সফল বান্দাদের একজন গণ্য হবেন। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সেই ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশে নীচে ছায়া পাবে, যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়'।[৩৩]

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, البكاء عشرة أجزاء تسعة لغير الله. وواحد لله، فإذا جاء الذي لله في السنة مرة فهو كثير 'কান্নার দশটি ধরন রয়েছে। তন্মধ্যে নয় ধরনের কান্না আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কারণে হয়। আর মাত্র এক ধরনের কান্না আল্লাহ্র জন্য হয়ে থাকে। সুতরাং বছরে একবারও যদি আল্লাহ্র জন্য কান্না আসে, তবে সেটাই অনেক বেশী'।[৩৪]

মুহাম্মাদ বিন ওয়াসে' (রহঃ) বলেন, 'আমি এমন মানুষদের পেয়েছি যে, তিনি ও তার স্ত্রী একই বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমাতেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বালিশের তার দিকের অংশটা ভিজিয়ে ফেলতেন; অথচ তার স্ত্রী সেটা টেরও পেত না। আল্লাহ্র কসম! আমি এমন মানুষকে পেয়েছি যে, ছালাতের কাতারে দাঁড়ানো অবস্থায় তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ত; কিন্তু তার পাশের মুছল্লী সেটা কোনভাবে বুঝতে পারতেন না'।[৩৫]

হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন, 'আইয়ূব সাখতিয়ানী হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রায়শই ব্যথিত হয়ে পড়তেন। তখন তার দু'চোখে অশ্রু দেখা দিত আর কান্না ঠেলে বের হয়ে আসতে চাইত। কিন্তু তিনি সর্দি ঝাড়তেন আর বলতেন, কী কঠিন সর্দিরে। কান্না গোপন করতে গিয়ে তিনি সর্দির কথা প্রকাশ করতেন'।[৩৬] আর যখন আশঙ্কা করতেন যে, তার কান্নার শব্দ চেপে রাখতে পারবেন না, তখন সেখান থেকে উঠে যেতেন।[৩৭]

সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রহঃ) বলেন, 'একদিন আমার মন খুব নরম ছিল। ফলে ইবাদতে খুব কান্নাকাটি করলাম। পরে মনে মনে বললাম, যদি আমার সাথে আমার কোন সাথী থাকত, তাহ'লে তারও অন্তর নরম হ'ত, সেও কাঁদতে

---

২৮. ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস, পৃ. ১২৭।
২৯. হিলয়াতুল আওলিয়া, ৩/৮৩; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/১১৯।
৩০. ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/১৬০; তারীখুল ইসলাম ৮/২৬৩।
৩১. তারীখুল ইসলাম, ৮/৪১৫; ইবনুল জাওযী, আল-মুদহিশ, পৃ. ৪২০।
৩২. ছহীহুল আছার, পৃ. ১৮৪।
৩৩. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।
৩৪. হিলয়াতুল আওলিয়া ৭/১১।
৩৫. আল-ইখলাছু ওয়ান নিইয়াহ, পৃ. ৩৪।
৩৬. মুসনাদে ইবনুল জা'দ হা/১২৪৬; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/২০।
৩৭. ইবনু আবীদ্দুনয়া, আর-রিক্বাহ ওয়াল বুকা, পৃ. ১৩৪।

পারত। এরপর আমার দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এলো। স্বপ্নে দেখি এক লোক আমাকে পদাঘাত করে বলছে, সুফিয়ান! তোমার প্রতিদান তার কাছ থেকে নেবে, যাকে তোমার আমল দেখাতে পসন্দ কর'।[৩৮]

৯. দান-ছাদাক্বাহ করা :

গোপন ইবাদতের আরেকটি বড় মাধ্যম হ'ল গোপন দান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، 'গোপন ছাদাক্বাহ প্রতিপালকের রাগকে প্রশমিত করে'।[৩৯] তিনি আরো বলেন, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ:...، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، 'সেদিন সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যেদিন আল্লাহ্র ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। ...(তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল) সেই ব্যক্তি, যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি ব্যয় করে বাম হাত সেটা জানতে পারে না'।[৪০]

এজন্য সালাফগণ সবসময় গোপন দান-ছাদাক্বাহ করার চেষ্টা করতেন। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ জার্‌রাদ বলেন, 'হাস্সান ইবনে আবূ সিনান প্রায়ই দাস-দাসী কিনতে গেলে পুরো একটা পরিবারকে কিনে নিতেন, এরপর তাদের সবাইকে আযাদ করে দিতেন। অথচ তারা জানতেও পারত না যে, কে তাদের কিনেছে এবং কে তাদের আযাদ করেছে'।[৪১] যায়নুল আবেদীন আলী ইবনুল হুসাইন (রহঃ) রাতের অন্ধকারে আটার বস্তা পিঠে নিয়ে গরীব-মিসকীনদের তালাশ করতেন। তিনি বলতেন, রাতের আঁধারের দান প্রভুর রাগকে স্তিমিত করে। মদীনার এমন অনেক লোক ছিল, যাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা কোথা থেকে হ'ত তারা জানত না। আলী ইবনুল হুসাইনের মৃত্যুর পরে ঐ লোকদের রাতের পাওয়া খাদ্য-খানা বন্ধ হয়ে গেল, তখন তারা বুঝতে পারল কোত্থেকে তার খাবার আসত। তিনি এভাবে একশ' পরিবারের ব্যয় বহন করতেন। মারা যাওয়ার পর লোকেরা আলী ইবনুল হুসাইন (রহঃ)-এর পিঠে কড়া পড়ার চিহ্ন দেখতে পায়। রাতে রুটির আটা বহন করতে করতে তার পিঠে কড়া পড়ে গিয়েছিল।[৪২]

১০. বিধবা ও অসহায় মানুষের সেবা করা :

গরীব-মিসকীন, বিধবা ও অসহায় মানুষের সেবা করার বিনিময়ে রয়েছে অপরিমেয় পুরস্কার। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، 'বিধবা ও মিসকীনদের ভরণ-পোষণের জন্য চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় মুজাহিদ অথবা সারাদিন ছিয়াম পালনকারী ও সারারাত (তাহাজ্জুদ) ছালাত আদায়কারীর সমান ছওয়াবের অধিকারী'।[৪৩]

দূর অতীতে আবুবকর ও ওমর (রাঃ) মুসলিম জাহানের খলীফা হওয়া সত্ত্বেও মিসকীন ও বিধবা মহিলাদেরকে কায়িক শ্রমের মাধ্যমে সহযোগিতা করতেন। একদা ছাহাবী ত্বালহা (রাঃ) ওমর ফারূক (রাঃ)-কে এক মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখলেন। এরপর দিনের বেলায় ত্বালহা (রাঃ) ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করে এক অন্ধ, পঙ্গু মহিলাকে দেখতে পান। তখন তিনি ঐ মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি (ওমর রাঃ) তোমার এখানে কি করেন? মহিলাটি বললেন, সে অমুক অমুক দিন থেকে আমার সেবা করে আসছে, আমার যা যা প্রয়োজন তা নিয়ে আসে, আমার কষ্ট হয় এমন সবকিছু দূর করে দেয়। এরপর ত্বালহা (রাঃ) নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে বললেন, হে ত্বালহা! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, তুমি ওমরের সামান্য দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছ?[৪৪]

[ক্রমশঃ]

---

৩৮. ইবনু রজব হাম্বলী, লাত্বাইফুল মা'আরিফ, পৃ. ৪২০।
৩৯. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৩১৬৮; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৬০, সনদ ছহীহ।
৪০. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।
৪১. ইবনু আবীদ্দুনইয়া, আল-ইখলাছ ওয়ান নিইয়াহ, পৃ. ৪৬।
৪২. হাফেয মিয্যী, তাহযীবুল কামাল ২০/৩৯২; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব ৪১/৩৮৩-৩৮৪।
৪৩. তিরমিযী হা/১৯৬৯; নাসাঈ হা/২৫৭৭; ইবনু মাজাহ হা/২১৪০, সনদ ছহীহ।
৪৪. ইবনু জাওযী, আত-তাবছিরাহ, ১/৪২৭; ছিফাতুছ ছাফওয়া ১/১০৬।

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য কাফেলা)
পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, এম.এম. (এম.এ)
মোবাইল : ০১৭১১১৬১২৮৩, ০১৯১৫৭২৩১৮২
ব্যবস্থাপনায়
শুভ এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস ও আলী এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ-ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং যথাক্রমে ১৯৫ ও ৬৪৯
হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহর বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন
হেড অফিস : ২৯২ ইনার সার্কুলার রোড, শতাব্দী সেন্টার (লিফটে-৫) রুম নং ৫/জ ফকিরাপুল। ঢাকা-১০০০
খুলনা অফিস : ৩ কে.ডি.এ এভিনিউ (৫ম তলা) খুলনা ৯১০০ (শিববাড়ি মোড়ের নিকটে) মোবা : ০১৭১৬০৭৯৫০৭

কুরআন বলছে আসমানে কোন ফাটল নেই; বিজ্ঞান কি বলে?

*-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী**

মহাবিশ্ব নিয়ে জল্পনাকল্পনার শেষ নেই। বিজ্ঞানীরা এর মাত্র ৫ শতাংশ সম্পর্কে তথ্য বের করতে সক্ষম হয়েছে। এখনো ৯৫ শতাংশ বিজ্ঞানীদের নিকট রহস্যে ঘেরা। আমরা স্রেফ আল-কুরআনে বর্ণিত মহাকাশ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বলিত আয়াতসমুহ পেশ করার চেষ্টা করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই কেবল জানেন তার এই বৃহৎ সৃষ্টি সম্পর্কে তার বান্দাদের কতটুকু জানা দরকার এবং তিনি যতটুকু চাইবেন মানুষ কেবল ততটুকুই জানতে পারবে।

আল্লাহ বলেন, قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، 'তুমি বল, এটি তিনিই নাযিল করেছেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য অবগত আছেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ফুরকান ২৫/৬)*।

হাবলের মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সংক্রান্ত (পূর্ববর্তী প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা রয়েছে) সূত্র প্রদানের বছর দু'য়েক আগে ১৯২৭ সালে বেলজিয়ান জ্যোতির্বিদ জর্জ লেমাইটার (George Lemaitre) প্রসারণশীল বিশ্ব সংক্রান্ত তত্ত্ব প্রদান করেন, যা হাবলের সূত্রের সাথে মিলে যায়। পরে ১৯৩১ সালে তিনি আরো প্রস্তাব করেন যে, প্রসারণশীল বিশ্বকে যদি সময়ের সাথে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাহ'লে একটা বিন্দুতে আমরা উপনীত হ'তে পারবো, যেখানে মহাবিশ্বের সমস্ত ভর পুঞ্জীভূত ছিল। যাকে আদিম পরমাণু (Primeval atom) বলা যেতে পারে এবং এখান থেকেই স্থান কালের উদ্ভব। বিগ ব্যাং (Big Bang) মডেলের শুরুও এখান থেকেই। তাই জর্জ লেমাইটারকে বিগ ব্যাং মডেলের জনক বলা হয়ে থাকে।

আল্লাহ বলেন, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، 'অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল উভয়ে যুক্ত ছিল। অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং আমরা পানি দ্বারা সকল প্রাণবান বস্তুকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? *(আম্বিয়া ২১/৩০)*।

এই বিগ ব্যাং তত্ত্ব নিয়ে আমাদের পূর্ববর্তী প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৪৬ সালে জর্জ গ্যামো (George Gamow) ও তাঁর সহযোগী র‍্যালফ আলফার (Ralph Alpher) এবং রবার্ট হেরম্যান (Robert Herman) বলেন, যদি বিশ্ব দিক-নিরপেক্ষ ও সমসত্ত্ব এবং সাথে সাথে সতত প্রসারণশীল হয় তাহ'লে নিশ্চয়ই মহাবিশ্বের ঘনত্ব ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। অর্থাৎ বিপরীতক্রমে বলা যায় যে, অতীতে যখন গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যকার দূরত্ব কম ছিল তখন নিশ্চয়ই মহাবিশ্বের ঘনত্ব এখনকার তুলনায় বেশী ছিল। আর এভাবে পশ্চাত দিকে যেতে থাকলে একটা সুনির্দিষ্ট সময় আগে সমগ্র মহাবিশ্বকে একটা বিন্দুসম অবস্থায় পাওয়া সম্ভব। তখন মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু একটি বিন্দুতে পুঞ্জীভূত ছিল এবং ঘনত্ব ছিল অকল্পনীয় রকম বেশী। বিজ্ঞানী গ্যামো সম্ভাব্য এই সময়টা হিসাব করে দেখলেন যে তা প্রায় 10×10E9 বছর থেকে 20×10E9 বছর। এ সময়টাকে গ্যামোর মহাবিশ্বের বয়স বলা হয়, যা হাবল সময়ের অনুরূপ। সেই সময় ঐ অনন্য বিন্দু বা Singularity হঠাৎ করে প্রসারিত হ'তে শুরু করে, যাকে মহাবিশ্বের বিগ ব্যাং (Big Bang) বা মহাবিস্ফোরণ মডেল বলা হয়।[১] অর্থাৎ বিগ ব্যাংক তত্ত্বের যদি উপরের মত ব্যাখ্যা করা হয় তাহ'লে বলতে হবে মহাবিশ্বের ঘনত্ব ক্রমশ হ্রাসমান।

আল্লাহ বলেন, أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، 'তারা কি তাদের উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না কিভাবে আমরা সেটি নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি? আর তাতে কোনরূপ ফাটল নেই?' *(ক্বা-ফ ৫০/৬)*।

উক্ত আয়াতে فُرُوجٍ শব্দের অর্থ হ'ল ফাটল, খালিস্থান, শূন্যতা। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা উক্ত আয়াতে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, আসমানে কোনরূপ খালিস্থান বা শূন্যতা বা ফাটল নেই। কিন্তু উপরের আলোচনার মত ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে মেনে নিতে হবে মহাবিশ্বে শূন্যতা বা খালিস্থান রয়েছে। কিন্তু তা আল-কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। অন্যদিকে আমরা হাদীছ হ'তে জানতে পারি যে,

আবূ যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ السَّمَاءَ أَطَّتْ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ. وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ".

'নিশ্চয়ই আমি দেখি, যা তোমরা দেখো না এবং আমি শুনি, যা তোমরা শোন না। আসমান চড়চড় করছে এবং চড়চড় করাই তার কর্তব্য। তাতে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও খালি নাই, যেখানে একজন না একজন ফেরেশতা আল্লাহ্‌র জন্য সিজদায় তার কপাল লুটিয়ে দেননি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যা জানি, তোমরা তা জানতে পারলে খুব কমই হাসতে, বরং অধিক কাঁদতে, বিছানায় স্ত্রীদের সম্ভোগ করতে না এবং

১. *জ্যোতির্বিজ্ঞান, তপন-হাসান-চৌধুরী, উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান ২য় পত্র।*

www.at-tahreek.com

চীৎকার করে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতে করতে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে।...[২]

আল-কুরআনের আয়াত এবং হাদীছ হ'তে জানা গেল যে, আসমানে কোনরূপ শূন্যস্থান নেই। সর্বপ্রথম আমাদের জানতে হবে কোন বস্তুতে শূন্যস্থান আছে কি-না তা কিভাবে জানতে পারব? পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ একটি রাশি হ'ল ঘনত্ব। একক আয়তনের কোন বস্তুতে যে ভর বিদ্যমান থাকে তাকে ঐ বস্তুর ঘনত্ব বলে। পৃথিবীর যতবস্তু রয়েছে তার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হ'ল ঘনত্ব। অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুর ঘনত্ব আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। তাই কোন বস্তু বিশুদ্ধ অবস্থায় আছে কি-না তা জানার জন্য এর ঘনত্ব নির্ণয় করতে হয়। যদি ঘনত্ব নির্ধারিত মানের চেয়ে কম বা বেশী হয় তবে বুঝে নিতে হবে মাঝে অন্যকোন বস্তু প্রবেশ করেছে বা এর মধ্যে শূন্যস্থান তৈরী হয়েছে। যেমন সম আয়তনের পানির তুলনায় বরফের ঘনত্ব কম। যদিও দুইটি পদার্থ একই উপাদান হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে তৈরী। তথাপি বরফের অভ্যন্তরে শূন্যস্থান তৈরী হওয়ায় এর ঘনত্ব কমে যায়। এর তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে মহাবিশ্বের মধ্যে কোন শূন্যস্থান আছে কি-না তা নির্ণয় করা যাবে।

মহাবিশ্বের ঘনত্ব এখন যেমনটি আছে অতীতেও তেমনটি ছিল, এ ধারণা থেকেই ১৯৪৮ সালে ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle), হারম্যান বন্ডি (Hermann Bondi) এবং থমাস গোল্ড (Thomas Gold) বিগ ব্যাং-এর বিপরীতে স্থিতিবস্থা (Steady state) মডেল উপস্থাপন করেন। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে মহাবিশ্ব যদি সতত সম্প্রসারিত হ'তে থাকে তাহ'লে এর ঘনত্ব অপরিবর্তিত থাকে কিভাবে। ঘনত্ব অপরিবর্তিত থাকা সম্ভব যদি এই সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বে সর্বদা নতুন ভরের সৃষ্টি হ'তে থাকে। বলা হয় যে, মহাবিশ্বে এমন হারে বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে যে প্রসারিত হ'লেও মহাবিশ্বের ঘনত্ব প্রায় একই থাকছে। ফলে মহাবিশ্বের দিক-নিরপেক্ষতা ও সমসত্ত্বতা ব্যাহত হচ্ছে না। মহাবিশ্বের ঘনত্ব অপরিবর্তিত রাখতে প্রতি বিলিয়ন বছরে প্রতি ঘনমিটারে মাত্র একটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। প্রসারণের সাথে সাথে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার কথা। গ্যামো ধারণা করলেন Singularity থেকেই যদি মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়ে থাকে তাহ'লে মহাসম্প্রসারণের সময়কার বিকিরণের কিছু অবশিষ্ট বিকিরণের (remnant radiation) অস্তিত্ব পাওয়ার কথা। আর্নো অ্যালান পেনজিয়াস উভয় মডেলের পক্ষে বিপক্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যখন দ্বিধাবিভক্ত তখন ষাটের দশকের মাঝামাঝি ১৯৬৫ সালে আর্নো অ্যালান পেনজিয়াস (Arno Allan Penzias) ও রবার্ট উইলসন (Robert Wilson) সন্ধান পেলেন মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের (cosmic microwave background radiation)। পেনজিয়াস ও উইলসন ব্যাপক পর্যবেক্ষণের পর সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ নির্দিষ্ট কোন শনাক্তকৃত (identified) উৎস থেকে নয় বরং সারা বছরব্যাপী দিবারাত্র সবসময় সকল দিক থেকে আসছে। পেনজিয়াস ও উইলসন হিসাব করে দেখান যে, মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের তাপমাত্রা ৩ কেলভিন এবং প্রায় সবাই মেনে নিলেন যে, এই মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ উষ্ণ বিগ ব্যাং মডেল অনুযায়ী অতি প্রত্যাশিত অবশিষ্ট বিকিরণ।

১৯৮৯ সালে মহাজাগতিক পটভূমি এক্সপ্লোরার (Cosmic Background Explorer, COBE) বা কোবে স্যাটেলাইট প্রেরণ করে মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ পরিমাপ করা হয়। সাম্প্রতিক পরিমাপ থেকে জানা যায় যে, এই বিকিরণের শক্তি ঘনত্ব প্ল্যাঙ্কের সূত্রানুযায়ী ২.৭ কেলভিন তাপমাত্রায় কৃষ্ণবস্তু (এটা এমন বস্তু যার উপর আরোপিত সকল দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য রশ্মি শোষণ করে) বিকিরণের শক্তি ঘনত্বের অনুরূপ। এই তাপমাত্রা ব্যবহার করে হিসাব করলে দেখা যায়, প্রতি ঘনমিটার স্থান প্রায় 4x10E8 ফোটন দ্বারা পূর্ণ, যারা মহাবিশ্বকে প্রায় 2.5x10E5 বা/m3 শক্তি প্রদান করে এবং ফোটন প্রতি গড় শক্তি প্রায় 0.00063 eV। এ ফোটন সংখ্যা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে এ কারণে যে বিগত প্রায় 13.8x10° বছর জুড়ে মহাবিশ্বে নিউক্লিয়ন ও ফোটনের অনুপাত প্রায় ধ্রুব রয়েছে। এ সকল পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ বিগ ব্যাং মডেলকে একটা শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।[৩]

মহাবিশ্বের তাপমাত্রা :

সৃষ্টির শুরু হ'তে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ক্রমশ হ্রাসমান। গড়ে মহাবিশ্ব পরম শূন্য থেকে মাত্র 2.735 ডিগ্রি উপরে এবং বিগ ব্যাং তত্ত্ব একটি বরফ সদৃশ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু মহাবিশ্বের গড় তাপমাত্রার কি হবে? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রায়শই মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমির (সিএমবি) তাপমাত্রাকে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা হিসাবে বিবেচনা করেন। সিএমবি হ'ল মহাবিশ্বের প্রাচীনতম আলোর একটি স্ন্যাপশট, যা আকাশে অঙ্কিত হয়েছিল যখন মহাবিশ্বের বয়স মাত্র 380,000 বছর ছিল। এটির তাপমাত্রা পরম শূন্য থেকে মাত্র 2.735 ডিগ্রি বেশী। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব ভবিষ্যদ্বাণী করে যে মহাবিশ্ব প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে এই তাপমাত্রা হ্রাস পাবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের বিভিন্ন দূরত্বে CMB-এর তাপমাত্রা কমিয়ে এটিই খুঁজে পেয়েছেন।[৪]

মহাবিশ্বের শুরু হচ্ছে প্ল্যাঙ্ক কাল থেকে যার ব্যাপ্তি 0s থেকে 10E-43s পর্যন্ত, একে এক প্ল্যাঙ্ক সময়ও বলা হয়। এ কাল সম্পর্কে খুব কমই আমরা জানতে পেরেছি। সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহাবিশ্বের উদ্ভব একটি মহাকর্ষীয় অনন্যতা বা Gravitational singularity থেকে এবং ধারণা করা হয় যে, সে সময় সকল

২. *ইবনু মাজাহ হা/৪১৯০, সনদ হাসান। তবে হাদীছের শেষে উল্লিখিত 'আল্লাহ্র শপথ! আমি যদি একটি গাছ হতাম এবং তা কেটে ফেলা হ'ত অংশটুকু যঈফ।*

৩. *জ্যোতির্বিজ্ঞান, তপন-হাসান-চৌধুরী, উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান ২য় পত্র।*

৪. *BBC Science Focus Magazine, Dr. Alastair Gunn.*

মৌলিক বলের তীব্রতা একই ছিল এবং সম্ভবত মহাকর্ষ বল, তাড়িত চৌম্বক বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল এবং সবল নিউক্লিয় বল একটি মৌলিক বল হিসাবে একীভূত অবস্থায় ছিল। এ সময়ে মহাবিশ্ব মাত্র 10E-35 মিটার বা প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যের এলাকা জুড়ে বিরাজ করছিল এবং তাপমাত্রা ছিল প্রায় 1032 K, একে প্ল্যাঙ্ক তাপমাত্রাও বলা হয়ে থাকে।

10E-43s থেকে 10E-38s সময়কালকে ধরা হয় মহা একীভবনের কাল। এ সময়ে মহাকর্ষ বল একীভূত অবস্থায় থাকা অন্য মৌলিক বলসমূহ থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং আদিমতম মৌলিক কণা ও প্রতি-কণাসমূহ তৈরি হ'তে শুরু করে। 10E-36s থেকে 10E-32s সময়কালকে স্ফীতিকাল (time of inflation) হিসাবে ধরা হয়। এ সময়ে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা 1032 K থেকে 1027 K-এ নেমে আসে এবং এ সময়েই সবল নিউক্লিয় বল অন্য দু'টি একীভূত মৌলিক বল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ সময়ে মহাবিশ্ব সূচকীয় স্ফীতির (exponential inflation) মধ্য দিয়ে অতি দ্রুত প্রসারিত হয় যা মহাজাগতিক স্ফীতি (cosmic inflation) নামে পরিচিত। বলা হয়ে থাকে যে, মহাবিশ্বের দিক-নিরপেক্ষতা এবং সমসত্ত্বতা বজায় রাখার জন্যই এই মহাজাগতিক স্ফীতির ঘটনা ঘটে। এই অতি ক্ষুদ্র স্ফীতিকালে ধারণা করা হয় মহাবিশ্বের রৈখিক মাত্রা 10 cm থেকে প্রায় 1026 গুণ বৃদ্ধি পায়। মহা একীভবন যুগ শেষে রয়ে যাওয়া মৌলিক কণাসমূহ একটা অতি ঘন কোয়ার্ক-গ্লুয়ন প্লাজমা বা কোয়ার্ক-গ্লুয়ন সুপ বা কোয়াগমা (Quagma) রূপে পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। 10E-36s থেকে 10E-12s সময়কালকে তড়িৎ দুর্বল বলের কাল হিসাবে ধরা হয়। এ সময়ে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা 1012K-এ নেমে আসে এবং অন্য দু'টি মৌলিক বল থেকে সবল নিউক্লিয় বল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে কণাসমূহের মিথস্ক্রিয়ায় W ও Z বোসন ও হিগস বোসনসহ বিপুল সংখ্যক বিচিত্র ধরনের কণার জন্ম হয়। বিগ ব্যাং-এর 10E-12s থেকে 10E-6s সময়কালকে কোয়ার্ক কাল হিসাবে মনে করা হয়। এ সময়ে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা কয়েক বিলিয়ন কেলভিন নীচে নেমে আসে এবং এ সময়েই চারটি মৌলিক বল তাদের বর্তমান রূপ ধারণ করে। কোয়ার্ক এবং প্রতি কোয়ার্ক পরস্পরের সংস্পর্শে এসে বিনাশিত হয় এবং বেরিয়নসূচন (Baryogenesis) নামক পদ্ধতিতে অতি সামান্য প্রায় প্রতি বিলিয়নে একটি করে কোয়ার্ক রক্ষা পায় যারা অবশেষে সংযুক্ত হয়ে পদার্থ গঠন করে।

বিগ ব্যাং-এর পরে 10E-6s থেকে 1s সময়কালকে হ্যাডরনের কাল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এ সময়ে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা প্রায় 101K-এ নেমে আসে। ফলে কোয়ার্কগুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে হ্যাডরন গঠন করে। হ্যাডরন পর্বের চূড়ান্ত অবস্থায় ইলেকট্রনসমূহ প্রোটনের সাথে সংঘর্ষের ফলে একীভূত হয়ে নিউট্রন উৎপন্ন করে এবং নিউট্রিনো নামে আর একটি কণা নির্গত হয়। পূর্বে ধারণা করা হ'ত নিউট্রিনোর কোন ভর নেই। কিন্তু সম্প্রতি নিউট্রিনোর ভর নির্ণয়ে সফলতা লাভ করায় জাপানি পদার্থবিদ তাকাকি কাজিতা ও কানাডীয় পদার্থবিদ আর্থার বি ম্যাকডোনাল্ড যুগ্মভাবে ২০১৫ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।[৫] উপরোক্ত তথ্য হ'তে এটা প্রতীয়মান হয় যে, এই মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ক্রমশ হ্রাসমান এবং সম্প্রসারিত হচ্ছে তাই প্রতিনিয়ত নতুন কণা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আসমানে কোনরূপ খালীস্থান নেই।

চার্লসের সূত্র হ'তে জানা যায় যে, স্থির চাপে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন এর পরম তাপমাত্রা সমানুপাতিক। অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে আয়তন বৃদ্ধি পাবে। আবার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ঘনত্ব হ্রাস পায় কারণ আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আমরা বিজ্ঞানীদের মহাবিশ্ব সম্পর্কে প্রদত্ত তত্ত্ব হ'তে জানি যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে উত্তপ্ত ছিল। এরপর মহাবিশ্ব যত সম্প্রসারিত হচ্ছে এর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমছে। অর্থাৎ মহাবিশ্বের আয়তন বাড়ছে কিন্তু তাপমাত্রা কমছে। কিন্তু চার্লসের সূত্রানুসারে জানি যে, তাপমাত্রা কমলে আয়তন কমবে যা মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের উলটো। এর সমন্বয় কি হবে? যদি কোন পদার্থের তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং আয়তন বৃদ্ধি পায় তবে এর ভরও বৃদ্ধি পেতে হবে। অর্থাৎ আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে কোন শূন্যস্থান তৈরী হ'তে পারবে না এবং পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে হবে। এরূপ যদি ঘটে তবে ঐ বস্তুর ঘনত্ব স্থির থাকবে।

উপরোক্ত আলোচনা হ'তে বুঝা যাচ্ছে যে, মহাবিশ্বের আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাপমাত্রা হ্রাস পাচ্ছে তাই এরূপ অবস্থা বজায় রাখার জন্য যতটুকু শূন্যস্থান তৈরী হবে ততটুকু পদার্থ তৈরী হবে ফলে ঘনত্ব স্থির থাকবে। তাই মহাবিশ্বের কোথাও শূন্যস্থান বা ফাটল নেই। অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের গবেষণা আল-কুরআনের নিকট আত্মসমর্পণ করল। অতএব একজন মানুষ যদি জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল-কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের নিকট আত্মসমর্পণ করে তবেই তারা ইহকালীন এবং পরকালীন কল্যাণ লাভ করবে।

---

৫. জ্যোতির্বিজ্ঞান, তপন হাসান চৌধুরী, উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান ২য় পত্র।

আল-আমীন ফার্মেসী

সেন্ট্রাল রোড, রংপুর-৫৪০০

হাকীম মুছতফা সরকার

এখানে অ্যাজমা, পাইলস, ডায়াবেটিস, অ্যালার্জি, বাত ব্যথা, বাধক ব্যথা, স্নায়ুবিক ও শারীরিক দুর্বলতা, আইবিএস প্রভৃতি রোগের ইউনানী চিকিৎসা দেওয়া হয়।

রোগী দেখার সময়

বিকাল ৪-৩০ থেকে রাত ১০-টা।

মোবা : ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬, ০১৭৮৮-০৫১২০৮ (হোয়াটস অ্যাপ)

অনলাইনে চিকিৎসা প্রদান ও কুরিয়ারযোগে ওষুধ পাঠানো হয়

যে দো'আয় প্রশান্তি মেলে

-মূল : শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ
*অনুবাদ : মাহফূযুর রহমান**

পার্থিব জীবনে বান্দা কখনো কখনো বিভিন্ন প্রকার কষ্টে ভোগে। আবার কখনো কখনো অন্তরে খুব ব্যথা অনুভব করে যা তার ঘুম কেড়ে নেয়, তাকে কষ্ট দেয় এবং তার জন্য অসহ্য দুঃখ বয়ে আনে। সুতরাং অন্তরে প্রাপ্ত এ ব্যথা যদি অতীতের কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে তাকে 'হুযন' (حزن) বলা হয়। আর যদি ভবিষ্যতের কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে তাকে 'হাম্ম' (هم) বলা হয়। আর যদি বর্তমানের কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে তাকে 'গাম্ম' (غم) বলা হয়।

আর অন্তর থেকে এ দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা দূর করা এবং সেগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হ'ল, আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাওয়া এবং তার নিকটে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা, অবনত হওয়া, বিনীত হওয়া ও তাঁর আদেশের অনুগত হওয়া, তাঁর ফায়ছালা ও তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনা, তাঁকে চেনা, তাঁর নাম ও গুণাবলী জানা, তাঁর কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন করা, তা গুরুত্ব সহকারে পড়া, অনুধাবন করা ও তদনুযায়ী আমল করা। শুধুমাত্র উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর মাধ্যমেই অন্তরকে প্রফুল্ল করা ও সুখ অর্জন করা সম্ভব। অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বেশী চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে যেন বলে,

اللَّهُمَّ إِنِّى عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِى بِيَدِكَ مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِىَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِى كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِى عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِى وَنُورَ صَدْرِى وَجَلاَءَ حُزْنِى وَذَهَابَ هَمِّى،

'হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার পুত্র, তোমার বান্দির পুত্র। আমি তোমার হাতের মুঠোয়, আমার অদৃষ্ট তোমার হাতে। তোমার হুকুম আমার ওপর কার্যকর, তোমার আদেশ আমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার সেসব নামের অসীলায় যাতে তুমি নিজেকে অভিহিত করেছ অথবা তুমি তোমার সৃষ্টির কাউকে তা শিক্ষা দিয়েছ অথবা তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ অথবা তুমি তোমার বান্দাদের ওপর ইলহাম করেছ অথবা তুমি গায়বের পর্দায় তা তোমার কাছে অদৃশ্য রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমার অন্তরের বসন্তকাল স্বরূপ অতীতের দুশ্চিন্তা ও ভবিষ্যতের অনর্থক আশংকা দূর করার উপায় স্বরূপ বানিয়ে দাও'।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে বান্দা যখনই তা পড়বে আল্লাহ তার চিন্তা-ভাবনা দূর করে দিবেন এবং তার পরিবর্তে মনে নিশ্চিন্ততা (প্রশান্তি) দান করবেন (إِلاَّ أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجاً) ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি এ বাক্যগুলো শিখব না? তিনি বলেন, অবশ্যই, যে ব্যক্তি এ বাক্যগুলো শুনবে তার উচিৎ হ'ল, এ বাক্যগুলো শিখে নেওয়া।[১]

সুতরাং এগুলো হ'ল মহান কিছু বাক্য, যা প্রত্যেক মুসলিমের শিক্ষা করা উচিৎ এবং অতীতের কোন দুশ্চিন্তা বা ভবিষ্যতের কোন আশংকা কিংবা বর্তমানের কোন পেরেশানী যখনই অনুভব করবে তখনই এ বাক্যগুলো বলবে। তার আরো জানা উচিৎ যে, এ বাক্যগুলো শুধুমাত্র তখনি তার জন্য অধিক উপকারী হবে যখন সে তার অর্থ বুঝবে, তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবে এবং তদনুযায়ী আমল করবে। পক্ষান্তরে অর্থ বুঝা ছাড়াই এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা ছাড়াই দো'আ পাঠ করলে বা শারঈ যিকর আযকার করলে তা কম প্রভাব ফেলবে।

আর যখন আমরা এ দো'আটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করব তখন দেখতে পাব যে, তা মহান চারটি মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। এ সকল দো'আ পাঠ করা ও তা বাস্তবায়ন করা ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে কোন ব্যক্তি সুখ অর্জন, দুঃখ-কষ্ট, দুর্দশা, আশংকা দূর করতে সক্ষম নয়।

প্রথম মূলনীতি : একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য ইবাদত করা। তার নিকটে পরিপূর্ণরূপে অবনত হওয়া, বিনীত হওয়া এবং এ কথা স্বীকার করা যে, সে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। সে নিজে ও তার পিতা-মাতা সবাই আল্লাহ তা'আলার গোলাম। এজন্য সে বলবে, اللَّهُمَّ إِنِّى عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، 'হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার ছেলে, তোমার বান্দির ছেলে'।

সুতরাং সবাই হ'ল আল্লাহ তা'আলার গোলাম, দাস। তিনি তাদের স্রষ্টা, প্রতিপালক, প্রভু এবং তাদের পরিচালক। এক মুহূর্তের জন্য যার রহমত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই এবং যিনি ব্যতীত এমন কেউ নেই যার নিকটে তারা আশ্রয় নিবে।

আর তার বাস্তবচিত্র হ'ল- সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা। যেমন তাঁর অনুগত হওয়া, বিনীত হওয়া, তাঁর নিকটে ফিরে আসা, তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করা, নিষেধ থেকে দূরে থাকা, সর্বদা তাঁর অভিমুখী হওয়া, তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া, শরণাপন্ন হওয়া, তাঁর উপর ভরসা করা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয় ও ভালবাসার দিক থেকে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো সাথে অন্তরকে যুক্ত না করা।

দ্বিতীয় মূলনীতি : আল্লাহ তা'আলার ফায়ছালা ও তাক্বদীর বা ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা। আরো বিশ্বাস করা

**শিক্ষার্থী, দাসেরকান্দি দারুস সুন্নাহ আলিম মাদরাসা, খিলগাঁও, ঢাকা।*

১. *আহমাদ হা/৩৭১২; মিশকাত হা/২৪৫২; ছহীহাহ হা/১৯৯।*

যে, আল্লাহ যা চান তা-ই হয়, তিনি যা চান না তা হয় না। আর আল্লাহ তা'আলার হুকুমকে উল্টিয়ে দেওয়ার মতো কেউ নেই এবং তাঁর ফায়ছালাকে প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، 'আল্লাহ মানুষের জন্য রহমতের যে দুয়ার খুলে দেন, তা বন্ধ করার কেউ নেই। আর যা তিনি বন্ধ করেন, তা তিনি ব্যতীত খুলে দেওয়ার কেউ নেই। আর তিনিই মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(ফাতির ৩৫/২)*।

এজন্য রাসূল (ছাঃ) উক্ত দো'আর মাঝে বলেছেন, نَاصِيَتِى بِيَدِكَ مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِىَّ قَضَاؤُكَ، 'আমার ভাগ্য তোমার হাতের মুঠোয়। তোমার হুকুম আমার ওপর কার্যকর। তোমার আদেশ আমার পক্ষে ন্যায়ানুগ'।

'নাছিয়াহ' অর্থ মাথার প্রথমাংশ। তা আল্লাহ তা'আলার হাতে আছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিচালনা করেন, যা ইচ্ছা হুকুম দেন, তাঁর হুকুমকে উল্টিয়ে দেওয়ার মতো কেউ নেই এবং ফায়ছালাকে প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই।

সুতরাং বান্দার জীবন-মরণ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, সুস্থতা-অসুস্থতা বালা-মুছীবত সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্বাধীন। বান্দা এগুলোর মধ্যে হ'তে কোন কিছুরই মালিক নয়।

আর বান্দা যখন জানবে যে, সে নিজে ও সকল মানুষ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতের মুঠোয়, তিনি যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে পরিচালনা করেন তখন সে তাদেরকে ভয় পাবে না, তাদের নিকট আশা করবে না এবং তার আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের সাথে ঝুলিয়ে ও রাখবে না। আর তখন তার তাওহীদ, তাওয়াক্কুল, ইবাদত-বন্দেগী ঠিক থাকবে। এজন্য হূদ (আঃ) তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، 'আমি আল্লাহ্র উপর ভরসা করি, যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নেই, যার ঝুঁটি তাঁর মুষ্ঠিতে আবদ্ধ নেই (অর্থাৎ সবকিছু তাঁর আয়ত্ত্বাধীন)। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন (অর্থাৎ তাঁর সকল ব্যবস্থাপনা নিখুঁত)' *(হূদ ১১/৫৬)*।

আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ অর্থাৎ 'তোমার হুকুম আমার ওপর কার্যকর'। এ বাক্য দু'টি হুকুমকে অন্তর্ভুক্ত করে। ১. দ্বীনের শারঈ হুকুম ২. কাওনী ক্বাদারী হুকুম। উভয় প্রকার হুকুমই বান্দার ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। চাই সে তাতে ইচ্ছুক থাক বা অনিচ্ছুক। তবে ব্যক্তি কাওনী ক্বাদারী হুকুমের লঙ্ঘন করতে পারে না। যদিও দ্বীনী শারঈ হুকুম লঙ্ঘন করতে পারে। আর ব্যক্তি সে লঙ্ঘন অনুযায়ী শাস্তির সম্মুখীন হবে।

আর রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী عَدْلٌ فِىَّ قَضَاؤُكَ অর্থাৎ 'তোমার আদেশ আমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত'। এ বাক্য সবদিক থেকে বান্দার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আল্লাহ্র সকল ফায়ছালাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। চাই তা সুস্থতা হোক বা অসুস্থতা, ধনাঢ্যতা বা দরিদ্রতা, আনন্দ বা কষ্ট, জীবন বা মৃত্যু, শাস্তি বা ক্ষমা ইত্যাদি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর যে ফায়ছালাই দেন না কেন তা ন্যায়সঙ্গতভাবেই দেন। আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে তার নিজের জন্যই সেটা করে। আর যে ব্যক্তি অসৎকর্ম করে তার প্রতিফল তার উপরেই বর্তাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের উপর অত্যাচারী নন' *(ফুছছিলাত ৪১/৪৬)*।

তৃতীয় মূলনীতি : কিতাব ও সুন্নাহতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তাঁর নিকটে দো'আ করার সময় সেগুলোকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، 'আর আল্লাহ্র জন্য সুন্দর নামসমূহ রয়েছে। সেসব নামেই তোমরা তাঁকে ডাক এবং তাঁর নামসমূহে যারা বিকৃতি ঘটিয়েছে তাদেরকে তোমরা পরিত্যাগ কর। সত্বর তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফলাফল প্রদান করা হবে' *(আ'রাফ ৭/১৮০)*। তিনি আরো বলেন, قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، 'বল, তোমরা (তোমাদের রবকে) 'আল্লাহ' নামে ডাক বা 'রহমান' নামে ডাক, যে নামেই ডাক না কেন, সকল সুন্দর নাম তো কেবল তাঁরই জন্য' *(ইসরা ১৭/১১০)*।

বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলা, তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত থাকবে তখন তার আল্লাহভীতি আরো বৃদ্ধি পাবে এবং পাপ ও যে কাজে আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন সে কাজের সাথে তার সম্পর্ক দূরবর্তী হ'তে থাকবে। যেমন সালাফগণ বলেন, مَنْ كَانَ بِاللهِ أَعْرَفَ كَانَ مِنْهُ أَخْوَفَ 'যে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অধিক জানবে সে আল্লাহকে অধিক ভয় করবে'।[২] এজন্য দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা- আশংকা দূর করার সর্বোত্তম মাধ্যম হ'ল আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জানা। আল্লাহ তা'আলাকে জানার মাধ্যমে অন্তরে আবাদ করা এবং তাঁর নাম ও গুণাবলী দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিকট ওয়াসীলা করা। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِى كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِى عِلْمِ الْغَيْبِ، অর্থাৎ 'আমি

২. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ২/২৩০।*

www.at-tahreek.com

তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার সেসব নামের অসীলায় যাতে তুমি নিজেকে অভিহিত করেছ অথবা তুমি তোমার সৃষ্টির কাউকেও তা শিক্ষা দিয়েছ অথবা তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ অথবা তুমি তোমার বান্দাদের উপর ইলহাম করেছ অথবা তুমি গায়েবের পর্দায় তা তোমার কাছে অদৃশ্য রেখেছ'। এটি হ'ল আল্লাহ তা'আলার সকল নাম দিয়ে তাঁর নিকটে অসীলা। আর এ প্রকার অসীলা আল্লাহ তা'আলার নিকটে সর্বাধিক পসন্দনীয় অসীলা।

চতুর্থ মূলনীতি : কুরআনুল কারীমের প্রতি গুরুত্বারোপ করা, যা আল্লাহ তা'আলার বাণী। যাতে কোন বাতিলের সংমিশ্রণ ঘটেনি এবং যা পথপ্রদর্শক, আরোগ্যদাতা, উম্মতের জন্য যথেষ্ট। আর বান্দা যখন তেলাওয়াত করা, মুখস্থ করা, মুযাকারা ও অনুধাবন করা, আমল করা ও বিধিবিধান পালন করার দিক থেকে কুরআনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিবে তখন সে সুখ, নিশ্চিন্ততা ও অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করবে এবং তার থেকে অতীতের দুশ্চিন্তা, বর্তমানের পেরেশানী ও ভবিষ্যতের আশংকা দূর হয়ে যাবে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) এ দো'আয় বলেছেন, أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِى وَنُورَ صَدْرِى وَجَلاَءَ حُزْنِى وَذَهَابَ هَمِّى، অর্থাৎ 'তুমি কুরআনকে আমার অন্তরের বসন্ত কাল ও আমার বক্ষের আলো স্বরূপ বানিয়ে দাও। আর অতীতের দুশ্চিন্তা ও ভবিষ্যতের অনর্থক আশংকা দূর করার উপায় স্বরূপ বানিয়ে দাও'।

এ হ'ল চিন্তামুক্তির দো'আ থেকে প্রাপ্ত চারটি মহান মূলনীতি। আমাদের উচিৎ সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ও তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা। যাতে করে আমরা প্রতিশ্রুত মহামূল্যবান জিনিসটি অর্জন করতে পারি। আর সে সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِلاَّ أَذْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحاً، 'যে বান্দা যখনই তা পড়বে আল্লাহ তার অতীতের দুশ্চিন্তা দূর করে দেবেন এবং তার পরিবর্তে মনে নিশ্চিন্ততা (প্রশান্তি) দান করবেন। আমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছেই সাহায্য ও তাওফীক চাই।

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

- হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান
- প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
- হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
- সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	নীলফামারী অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা আল-আমীন ফার্মেসী সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬।	**মাওলানা আতীকুর রহমান ইছলাহী** ডালপট্টি, নীলফামারী। ০১৭৫০-২৪৫৬৫৬।	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬ ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯

অমর বাণী

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

১. سُفيان ছাওরী (রহঃ) বলেন, اَلْعَالَمِ طَبِيبُ الدِّينِ، وَالدِّرْهَمُ دَاءُ الدِّينِ، فَإِذَا جَذَبَ الطَّبِيبُ الدَّاءُ إِلَى نَفْسِهِ فَمَتَى يُدَاوِي غَيْرَهُ؟ 'আলেম হ'লেন দ্বীনের চিকিৎসক এবং টাকা-পয়সা হ'ল দ্বীনের জন্য রোগ-ব্যাধি স্বরূপ। কিন্তু চিকিৎসকই যদি রোগের প্রতি তথা অর্থের মোহে মোহগ্রস্ত থাকেন, তাহ'লে তিনি অন্যের চিকিৎসা করবেন কখন?'।[১]

২. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, فَإِنَّ الْعَالَمَ إِذَا زَرَعَ عِلْمَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ ثُمَّ مَاتَ؛ جَرَى عَلَيْهِ أَجْرُهُ وَبَقِيَ لَهُ ذِكْرُهُ، وَهُوَ عُمْرٌ ثَانٍ وَحَيَاةٌ أُخْرَى، 'আলেম যখন অন্যের মাঝে জ্ঞানের চাষাবাদ (বিতরণ) করে মারা যান, তখন তার জন্য এর নেকী চলমান থাকে এবং তার সুনাম-সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকে। ফলে সেটা হয় তার জন্য দ্বিতীয় জীবন এবং আরেকটি হায়াত'।[২]

৩. ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন তিনি বলেন, كُلُّ مَا أَفْتَيْتُ بِهِ فَقَدْ رَجَعْتُ عَنْهُ، إِلَّا مَا وَافَقَ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صـ 'আমি জীবনে যত ফৎওয়া দিয়েছি, সব ফৎওয়া থেকে ফিরে আসলাম (পরিত্যাগ করলাম), কেবল সেসব ফৎওয়া ব্যতীত যেগুলো আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী হয়েছে'।[৩]

৪. বেলাল বিন সা'দ (রহঃ) বলেন, لا تَنْظُرْ إِلَى صِغَرِ الْخَطِيئَةِ، وَلَكِنَّ انْظُرْ مَنْ عَصَيْتَ، 'পাপের ক্ষুদ্রতার দিকে দৃষ্টিপাত করো না; বরং তুমি কার অবাধ্যতা করছ তার দিকে তাকাও'।[৪]

৫. ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, رَهْبَةُ الْعَبْدِ مِنَ اللهِ عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ بِاللهِ، وَزُهْدِهِ فِي الدُّنْيَا عَلَى قَدْرِ رَغْبَتِهِ فِي الْآخِرَةِ، 'আল্লাহ সম্পর্কে বান্দার জ্ঞান অনুপাতে আল্লাহ্র প্রতি বান্দার মনে ভয় বিরাজ করে। আর আখেরাতের প্রতি বান্দার আকর্ষণ অনুপাতে তার দুনিয়াবিমুখতা হয়ে থাকে'।[৫]

৬. শুমাইত্ব ইবনে আজলান (রহঃ) বলেন, إنسانان معذبان في الدنيا: غني أعطي دنيا فهو بها مشغول، وفقير زويت عنه فهو يتبعها نفسه فنفسه تقطع عليها حسرات، 'দুনিয়াতে দুই শ্রেণীর মানুষকে শাস্তি দেওয়া হয়। (১) ধনাঢ্য ব্যক্তি, যাকে দুনিয়া দেওয়া হয়েছে আর সে তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে। (২) দরিদ্র ব্যক্তি, যাকে দুনিয়া থেকে দূরে রাখা হয়েছে, আর সে মনে-প্রাণে দুনিয়ার পিছনে ছুটছে। এভাবে দুনিয়ার জন্য আফসোস করতে করতে তার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে'।[৬]

৭. মায়মূন বিন মেহরান (রহঃ) বলেন, 'আমি ইবনে ওমর (রাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম এবং তার বাড়ির যাবতীয় আসবাবপত্রের মূল্য কত হ'তে পারে, তা নির্ণয় করলাম। কিন্তু আমি এখানে সব মিলিয়ে ১০০ দিরহাম সমমূল্যের আসবাবপত্রও পেলাম না'।[৭]

৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, لَأَنْ أَكُوْنَ عَاشِرَ عَشْرَةِ مَسَاكِيْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُوْنَ عَاشِرَ عَشْرَةِ أَغْنِيَاءَ، فَإِنَّ الأَكْثَرِيْنَ هُمُ الأَقَلُّوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا، يَقُوْلُ: يَتَصَدَّقُ يَمِيْناً وَشِمَالاً، 'ক্বিয়ামতের দিন দশজন ধনীর মাঝে দশম হওয়ার চেয়ে দশজন মিসকীনের মাঝে দশম হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। কেননা ক্বিয়ামতের দিন ধনীরা সবচেয়ে বেশী নিঃস্ব হবে। তবে তারা ব্যতীত যারা এই এই করবে অর্থাৎ ডানে-বামে দান-ছাদাক্বাহ করবে'।[৮]

৯. ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, قد يكون امتناع إجابة الدعاء لآفة فيك، فربما يكون في مأكولك شبهة، أو قلبك وقت الدعاء في غفلة، أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه، 'দো'আ কবুল না হওয়াটা কখনো তোমার নিজের কৃতকর্মের কারণেও হ'তে পারে। হয়ত তোমার খাবারে হারামের সন্দেহ আছে। কিংবা দো'আ করার সময় তোমার অন্তর উদাসীন ছিল। কিংবা যে গুনাহ থেকে তুমি সত্যিকারার্থে তওবা করতে পারনি- তার শাস্তিস্বরূপ তোমার চাহিদামত দো'আতে সাড়া দেওয়া হচ্ছে না'।[৯]

১০. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إِذَا ظَهَرَ الْعِلْمُ فِي بَلَدٍ أَوْ مَحَلَّةٍ قَلَّ الشَّرُّ فِي أَهْلِهَا، وَإِذَا خَفِيَ الْعِلْمُ هُنَاكَ ظَهَرَ الشَّرُّ وَالْفَسَادُ، 'যখন কোন শহরে বা মহল্লায় ইলমের প্রসার ঘটে, তখন সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অকল্যাণের প্রবণতা কমে যায়। আর যখন সেখানে ইলমের প্রদীপ নিভে যায়, তখন বিবিধ অন্যায় ও ফিৎনা-ফাসাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে'।[১০]

১১. আওযাব ইবনে হাওশাব (রহঃ) বলেন, الابْتِهَاجُ بالذَّنْبِ أَشَدُّ مِنْ رُكُوبِهِ، 'গুনাহ নিয়ে আনন্দিত হওয়া তাতে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও ভয়ংকর'।[১১]

---

* এমফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আব নু'আইম ইস্পাহানী. হিলয়াতুল আওলিয়া ৬/৩৬১।
২. ইবনুল ক্বাইয়িম. মিফতাহু দারিস সা'আদাত ১/৪৬১।
৩. যাহাবী. তাযকিরাতুল হুফফায ১/২১৪।
৪. যাহাবী. তারীখুল ইসলাম ৭/৩২৮।
৫. বায়হাক্বী, আয-যুহদুল কাবীর, পৃ. ৭৪।
৬. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/২০৫।
৭. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব ২০/৫৬।
৮. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/৯০।
৯. ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃ. ৮৩।
১০. ইবনুল ক্বাইয়িম. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/১৮২।
১১. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ৫/৪২৯।

ট্রান্সজেণ্ডারবাদ : এক জঘন্য মতবাদ

-আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক*

ভূমিকা : সাম্প্রতিক সময়ে সাইক্লোনের চেয়ে প্রবল বেগে নামে-বেনামে অসংখ্য ফিৎনা ধেয়ে আসছে মুসলিম জাহানের দিক-দিগন্তে। এ রকম একটি জঘন্য ফিৎনা হচ্ছে ট্রান্সজেণ্ডারবাদ। সমকালীন বিশ্বে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে আসন গাড়ছে সমকামিতা বৈধকরণের পশ্চিমা নয়া সংযোজন অদ্ভুত এ মতবাদ। ব্যক্তিস্বাধীনতার মোড়কে সভ্যতার কফিনে এটি যেন শেষ পেরেক। ইদানীং খোদ বাংলাদেশেই ট্রান্স সুরক্ষা আইন পাশ করানোর জোর গুঞ্জন তোলা হচ্ছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা ট্রান্সজেণ্ডারবাদ কি এবং সমাজ শৃঙ্খলায় এর ভয়াবহ প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ট্রান্সজেণ্ডারবাদ কি ও কেন?

ইউরোপীয় রেনেসাঁ পরবর্তী চড়াই উৎরাই শেষে সভ্যতা আজ এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে, পশ্চিমারা আমাদেরকে দু'মুঠো অখাদ্য-কুখাদ্য যাই দিচ্ছে, উন্নত সংস্কৃতি ভেবে আমরা তা দেদারসে গলাধঃকরণ করছি। ফলে দু'টি মৌলিক পতনমুখী পশ্চিমা সভ্যতাকে সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছি। এক. সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে ভাল-মন্দের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা। দুই. ব্যক্তি স্বাধীনতা। যদিও ক্ষেত্রবিশেষে নীতি দু'টি পরস্পর বিরোধী। তবুও স্বাধীনতা মানব জনমের পরম আরাধ্য বিষয়। তবে এ 'স্বাধীনতা'র সাথে বিভিন্ন শব্দ জুড়ে দিয়ে যেমন (বাকস্বাধীনতা, পোষাকের স্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি) একটা গোষ্ঠী সুকৌশলে স্বীয় এজেণ্ডা বাস্তবায়নে উদগ্রীব। ১৯৮০-এর দশকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া LGBTQ আন্দোলন মূলতঃ চারটি শব্দের আদ্যাক্ষর Lesbian (সমকামী নারী), Gay (সমকামী পুরুষ), Bisexual (উভয়কামী), Transgender (রুপান্তরিত লিঙ্গ), Queer (বিচিত্র লিঙ্গ আকর্ষণ)-এর সমন্বয়ে গঠিত। উল্লেখ্য, এই ট্রান্সজেণ্ডার পরিভাষাটি এলজিবিটিকিউ তথা সমকামী আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার আরও পূর্বে ১৯৬৫ সালে প্রথম ব্যবহৃত হয়।[১]

অনেকে একে জেণ্ডার আইডেন্টিটি বলে থাকেন। এই মতবাদ অনুযায়ী একজন মানুষ পুরুষ নাকি নারী হবে সেটির সাথে তার দেহের কোন সম্পর্ক নেই। দেহ মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করে না। পরিচয় নির্ভর করে মানুষের মনের উপর। একজন মানুষ নিজেকে যা মনে করে সেটাই তার পরিচয়। এর সাথে লিঙ্গের কোন সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ তাদের মতে Biological Sex এবং Gender identity সম্পূর্ণ ভিন্ন।

জেণ্ডার আসলে বর্ণের মতো। এখানে রয়েছে অসংখ্য রং। লিঙ্গ নয় বরং মনের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি নিজেকে নারী অথবা পুরুষ অথবা দু'টোই অথচ কোনটিই নয় অথবা নারী পুরুষের মাঝামাঝি কোন কিছু পরিচয় দিতে পারে। সবই সমান, সবই বৈধ।[২] অর্থাৎ এই মতবাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, মানুষ লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। কোন পুরুষ যদি নিজেকে নারী বলে মনে করে তাহ'লে সে একজন নারী। সমাজিক আইনে সে নারী বলে স্বীকৃতি পাবে যদিও তিন বাচ্চার বাপ হোক। আমেরিকাতে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে। ডেমি মাইনর নামে খুনের দায়ে দণ্ড পাওয়া এক পুরুষ নিজেকে মেয়ে বলে দাবী করার কারণে আমেরিকার আদালত তাকে নারীদের জেলে পাঠায়। ডেমি মাইনর নারীদের জেলে দুইজন নারীর সাথে শারীরিক সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে তারা গর্ভবতী হয়ে যায়। পরবর্তীতে তাকে আবার পুরুষদের জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।[৩]

অনুরূপভাবে এই মতবাদ অনুযায়ী কোন নারী যদি নিজেকে পুরুষ বলে মনে করে, তাহ'লে সে একজন পুরুষ হিসাবে গণ্য হবে। যদিও তার ঋতু হয়, সে ১০০ ভাগ সুস্থও হয় এবং তার এই মনে হওয়ার ভিত্তিতে সে বিভিন্ন হরমোন ট্রিটমেন্ট আর অপারেশনের মাধ্যমে বদলে ফেলতে পারবে তার শরীরকে।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এখানে তার এমন মনে হওয়ার জন্য তার মানসিক চিকিৎসা করা হবে না; বরং তার শরীরকে বদলে দিতে হবে। আর এই পরিবর্তনের স্বীকৃতি দিতে হবে সমাজ ও রাষ্ট্রকে। হিজড়াদের মতো তারাও সহানুভূতি পাবে সমাজের চোখে। এই লিঙ্গ পরিবর্তনে আইনি জটিলতা ও উত্তরাধিকারী সহ যাবতীয় সুরক্ষা প্রদানে আইন পাশ করানো, এটাই এক নযরে 'ট্রান্সজেণ্ডারবাদ'।[৪]

হোচি মিন ইসলাম নামে একজন বাংলাদেশী ট্রান্সজেণ্ডার অ্যাক্টিভিস্ট কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে বলে, 'আমার পুরুষাঙ্গ আছে কিন্তু আমি একজন নারী। আমার বুকে পশম আছে, মুখে দাড়ি ওঠে কিন্তু আমি একজন নারী। শুধু যোনী আর স্তন দিয়ে আপনি একজন নারীকে বিচার করতে পারেন না। আমি পুরুষের শরীরে জন্মেও আসলে পুরুষ নই'।[৫]

সুতরাং সহজ ভাষায় বলা যায়, 'ট্রান্স' অর্থ পরিবর্তন বা রূপান্তর 'জেণ্ডার' মানে লিঙ্গ। সুতরাং 'ট্রান্সজেণ্ডার' মানে লিঙ্গ রূপান্তর। নিজের পুরুষ আইডেন্টিটি পরিবর্তন করে নারী আইডেন্টিটি গ্রহণ করা। অথবা নারী আইডেন্টিটি পরিবর্তন করে পুরুষ আইডেন্টিটি গ্রহণ করার নাম 'ট্রান্সজেণ্ডার'।

হিজড়া ও ট্রান্সজেণ্ডার শব্দগত অস্পষ্টতা : হিজড়া ও ট্রান্সজেণ্ডার শব্দগত পার্থক্য না বুঝার কারণে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন ২০১৮ সালে পাকিস্তান সংসদে ট্রান্সজেণ্ডার বিল পাশ হয় এবং পরবর্তীতে ১৭ই মে ২০২৩ তারিখে আইনটি বাতিল ঘোষণা করা হয়। মূলতঃ

* বিএসএস (সম্মান), এমএসএস, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১. তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া।

২. অবক্ষয়কাল : আসিফ আদনান, ট্রান্সজেণ্ডার মতবাদ অধ্যায়, পৃ. ১৯।

৩. তথ্যসূত্র : Trans inmate impregnated two other prisoners, The telegraph, 17th july 2022 (online).

৪. তথ্যসূত্র : What does the `T' in LGBTQ mean? Gender identity and the tran gender non binary communities. Writer clare Mulroy, USA Today, 29th March, 2023 (ভাবানুবাদ)।

৫. সূত্র : পুরুষের শরীরে নারী, ইউটিউব Think Bangla.

আমরা যে কারণে হিজড়াদের অধিকার আদায়ে কথা বলব, ঠিক একই কারণে ট্রান্সদের বিপক্ষে থাকব।

অনেকে হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ বলে থাকেন, এটা ভুল। আল্লাহ তা'আলা লিঙ্গকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন, পুরুষ ও নারী। শুধু মানুষ নয় সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، 'শপথ, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন নর ও মাদী' *(লায়ল ৯২/৩)*। সুতরাং হিজড়া মানে তৃতীয় লিঙ্গ নয় বরং হিজড়া মানে লিঙ্গ প্রতিবন্ধী। মানুষের অন্যান্য অঙ্গের ক্ষেত্রে যেমন প্রতিবন্ধী হয়, তেমনি লিঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধী হয়। তাই হিজড়ারাও আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেরা জীবের অন্তর্ভুক্ত। তাদের ভিন্ন চোখে দেখার সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، 'আমরা আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দিয়েছি। আর আমরা তাদেরকে পবিত্র রূযী দান করেছি এবং আমরা তাদেরকে আমাদের অনেক সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একবার কোন গোত্রের নবজাতকের মীরাছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যার নারী-পুরুষ চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছিল না। উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তার প্রস্রাবের রাস্তাকে কেন্দ্র করে তার মীরাছ প্রাপ্তির বিষয়টি নির্ণিত হবে'।[৬] নারী-পুরুষ স্পষ্ট নয় এমন নবজাতকের মীরাছের ব্যাপারে আলী (রাঃ)ও একই উত্তর দিয়েছিলেন।[৭] সুতরাং হিজড়ারা সুবিধাবঞ্চিত হিসাবে আমাদের সহানুভূতি এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবে।

পক্ষান্তরে ট্রান্সজেণ্ডার জন্মগত কোন বিষয় না। এটা সৃষ্টির বিকৃতি বা রুচিজনিত সমস্যা। এদের পিছনে রয়েছে একটি চক্র। যারা বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে এদেশে LGBTQ মুভমেন্ট বাস্তবায়ন করতে চায়। ইদানীং সমতন্ত্রের ব্যানারে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এদের তৎপরতা দৃশ্যমান।

জনশুমারী ও গৃহ গণনা ২০২২-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে মোট হিজড়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৮১২৪ জন। তবে ইলেক্ট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় যে চক্রটি হিজড়া ও ট্রান্সজেণ্ডারকে এক সাথে মিলিয়ে প্রচার করছে, তারা মূলতঃ ট্রান্সজেণ্ডারদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিক করতেই এটি করছে। এর মাধ্যমে কওমে লূতের আদর্শ বাস্তবায়নে ওরা ধাপে ধাপে এগুতে চায়।

সুতরাং একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ট্রান্সজেণ্ডাররা কোন সুবিধা বঞ্চিত বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী নয়। হিজড়াদের সাথে এদেরকে মিলিয়ে ফেলা প্রকারান্তরে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে অবমাননা করার শামিল।

৬. *বায়হাকী, সুনানে কুবরা ৬/২৬১।*
৭. *বায়হাকী, সুনানে কুবরা ১২২৯৪; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ১৯২০৪।*

শকুনের অশুভ থাবা :

LGBTQ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী সমকামিতাকে বৈধ (?) করার একটি আপডেট মতবাদ। তাদের ওয়েবসাইটের তথ্য মতে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে ১৮টি দেশে সমকামিতাকে রাষ্ট্রীয় ভাবে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ একজন পুরুষ পুরুষকে এবং একজন নারী অন্য নারীকে বিয়ে করারকে আইনসিদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া বিশ্বের ১৬০টি দেশে ১৭০০ সংস্থা এই ঘৃণ্য মতবাদের এজেণ্ডা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ধনকুবেররা এর পিছনের কোটি কোটি টাকা খরচ করছে।

আমরা হয় ভাবতে পারি এটি বহির্বিশ্বের কোন সমস্যা। কিন্তু বাস্তবতা হ'ল শকুনের অশুভ থাবা। যা ইতিমধ্যে বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে। বাংলাদেশে সামাজিকভাবে ট্রান্স মতবাদ স্বাভাবিকরণ এবং আইনত সুরক্ষা আদায়ে এরা ইতিমধ্যে সম্ভাব্য প্রায় সকল প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

প্রথমতঃ ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিভিন্ন কনটেন্টে, চোখ দিয়ে পানি আসার মতো গল্প তৈরী করে হিজড়া ও ট্রান্স তালগোল পাকিয়ে মানুষের সহানুভূতি আদায় করছে। যেখানে দেখানো হচ্ছে ট্রান্সরা অবহেলিত এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। অতঃপর মেইনস্ট্রিম মিডিয়া ব্যবহার করে সমাজের চোখে তাদেরকে সাহসী চরিত্র এবং হিরো হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে মিডিয়ার কিছু সংবাদ শিরোনামে চোখ বোলালেই বিষয়টা বুঝা যায়। যেমন- 'রূপান্তরিত এক নারীর বদলে যাওয়ার গল্প'।[৮] 'ট্রান্সজেণ্ডার সংবাদ পাঠক তাসনুভার বদলে যাওয়ার গল্প'।[৯] 'ট্রান্সজেণ্ডার নারী ক্রীড়াবিদ অলিম্পিকে ইতিহাস গড়ার অন্বেষায়'[১০] '১০০ বছরের ইতিহাসে ঢাবিতে ১ম ভর্তি হ'ল ট্রান্সজেণ্ডার শিক্ষার্থী'[১১], 'টিএসসি'তে পালিত হ'ল 'ট্রান্সজেণ্ডার স্মরণ দিবস'।[১২]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাউল হলে সজীব নামে একজন বড় ভাই ছিলেন। মেয়েদের মতো চাল-চলনের জন্য ছেলেরা প্রায়শ তার সাথে দুষ্টুমি করত। কিছুদিন আগে মিডিয়া কভারেজে দেখতে পেলাম, 'সজীব থেকে সঞ্জীবনী; সঞ্জীবনী সুষা, খুলে দিতে চান সমাজের রুদ্ধ দুয়ার'।[১৩]

ট্রান্সজেণ্ডার মতবাদ বাস্তবায়নের ২য় ধাপে বর্তমানে বিভিন্ন গোল টেবিলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি ট্রান্সদের অধিকার সুরক্ষার আওয়াজ তোলা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক NCTB সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলনী বইয়ের ৫১-৫৬ পৃষ্ঠায় 'শরীফার গল্প' শিরোনামে বিকৃত যৌনতা এবং ট্রান্সজেণ্ডারবাদের দীক্ষা

৮. *Dhaka times News ১০ই মার্চ ২০২১।*
৯. *বিবিসি নিউজ বাংলা, ৭ই মার্চ ২০২৩।*
১০. *The daily star, ২ আগস্ট ২০২১।*
১১. *যমুনা টিভি।*
১২. *কালের কণ্ঠ ২১ নভেম্বর ২০২২।*
১৩. *Bd news 27, ১ জুলাই ২০২৩। এককালে ট্রল হওয়া এই ভাই-আপু এখন মিডিয়ার ব্যাপক প্রশংসায় ভাসছে।*

দেওয়া হয়েছে। এই দুই ধাপের পাশাপাশি আইনি প্রক্রিয়াও এগিয়েছে সমানতালে।

আমরা জানি, কোন প্রস্তাবনা আইনে পরিণত হ'তে হ'লে মোট ৪টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়।- ১. আইনের খসড়া তৈরী ২. খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো ৩. মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইন চূড়ান্তকরণ ৪. সংসদে উত্থাপন এবং পাশ হওয়া।

বাংলাদেশ বর্তমানে 'ট্রান্সজেণ্ডার সুরক্ষা আইন'-এর তৃতীয় ধাপে অবস্থান করছে। গত ৫ই ডিসেম্বর ২০২৩ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় 'সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেণ্ডার সন্তানরা' এই শিরোনামে প্রকাশিত রির্পোটে 'ট্রান্সজেণ্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০২৩' শীর্ষক আইনটি ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাশ করা হবে বলে জানান সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব খায়রুল আলম শেখ।

উল্লেখ্য, গত ২১শে সেপ্টেম্বর'২৩ 'ট্রান্সজেণ্ডার অধিকার সুরক্ষা আইন ২০২৩'-এর খসড়া উপস্থাপন করা হয়।[১৪] এর অর্থ হ'ল আগামী নতুন জাতীয় সংসদে এ জঘন্য আইনটি পাশ হওয়া কেবল সময়সাপেক্ষ। যদিও স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে দেশী-বিদেশী একটি চক্র সরকারকে ভুল বুঝিয়ে আইন পাশ করাতে চাচ্ছে।[১৫] যার প্রমাণ পাওয়া যায়, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্র সফরে। যেখানে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সমকামিতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থান তুলে ধরেছেন।

ট্রান্সজেণ্ডার আইনের অনিবার্য পরিণতি :

যে সমাজ যৌনতার ক্ষেত্রে যত বেশী সহনশীল সে সমাজ তত বেশী সুস্থ ও স্থিতিশীল, এ ধরনের অজ্ঞতাপ্রসূত ধ্যান-ধারণাকে কেন্দ্র করেই ট্রান্সজেণ্ডারবাদ এগিয়ে চলছে। মূলতঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদেশীদের খুঁদ-কুড়ো পাওয়ার হীন মতলবে তাদের পশুসুলভ এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করা। এ মতবাদ দেশ ও সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবে এবং নানা সমস্যা সৃষ্টি করবে। ট্রান্সজেণ্ডারবাদ মেনে নিলে যে সমস্যাগুলি উন্মোচিত হবে।-

১. এটি মেনে নেওয়ার অর্থ হ'ল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার চূড়ান্ত লঙ্ঘন। এর মাধ্যমে সৃষ্টির পরিবর্তন, সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতা এবং বিকৃত যৌনাচারের দ্বার উন্মোচিত হবে।

২. এর ফলে নারী-পুরুষের মাঝে ব্যবধান মুছে যাবে। এর মাধ্যমে মুছে যেতে পারে পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা সহ পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলি।

৩. ট্রান্সজেণ্ডারবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন আইনি ও উত্তরাধিকারী সমস্যা সৃষ্টি হবে। ট্রান্সজেণ্ডার আইনের মাধ্যমে পিতার উত্তরাধিকার বণ্টন, বয়েজ স্কুল, গার্লস স্কুল, কমনরুম, বাথরুম ব্যবহার সহ বহুক্ষেত্রে আইনি জটিলতা সৃষ্টি হবে। কেউ নিশ্চয়ই কখনো চাইবে না যে, তার মেয়ে একটা পুরুষ থেকে মহিলা হওয়া ট্রান্সের সাথে বাথরুম বা কমনরুম ব্যবহার করুক অথবা উভয়ে একই সাথে উইমেন কলেজে পড়াশুনা করুক।

শারঈ দৃষ্টিকোণে ট্রান্সজেণ্ডারবাদ :

মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি একত্ব এবং নৈতিকতার ব্যাপারে কতিপয় সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়। এই সহজাত অনুভূতিকে হাদীছের ভাষায় বলা হয় ফিতরাত। আর এই সহজাত প্রবৃত্তির বা ফিতরাতের সাথে বাস্তবতার সামঞ্জস্য মূলতঃ ইসলামী শরী'আতের সৌন্দর্য। এর ঠিক বিপরীতে অবস্থান করা সেক্যুলার সমাজব্যবস্থা পদে পদে মানুষের এই ফিতরাতকে নষ্ট করে দিয়ে নফস ও পশুত্বকে উস্কে দেয়। তারা বদলে দেওয়ার চেষ্টা করে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক পরিচয় ও ভূমিকাকে। ফলশ্রুতিতে এক যুগে যেটা অসুস্থতা অন্য যুগে সেটা আবশ্যিকতা। আল্লাহ বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ 'তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে?' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩)*। তিনি আরো বলেন, وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا 'আর আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়' *(নাবা ৭৮/৮)*। আল্লাহ মানুষকে দুইভাবে সৃষ্টি করেছেন। নারী ও পুরুষ। এর বাইরে ট্রান্সজেণ্ডার বা সমলিঙ্গের ধারণা বলতে কিছুই নেই। তিনি বলেন, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى 'শপথ, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন নর ও মাদী' *(লায়ল ৯২/৩)*। তিনি আরো বলেন, 'তিনি যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন ও যাকে চান পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা যাকে চান পুত্র ও কন্যা যমজ সন্তান দান করেন' *(শূরা ৪২/৪৯-৫০)*।

তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ এবং পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন'।[১৬] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ 'নবী করীম (ছাঃ) লা'নত করেছেন এমন সব নারীর উপর যারা উল্কি করে, ভ্রূ উপড়িয়ে ফেলে এবং সৌন্দর্যের জন্য দাত সরু ও বড় করে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বদলিয়ে দেয়'।[১৭]

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, যেখানে সৃষ্টির সামান্য পরিবর্তনের জন্য রাসূল (ছাঃ) অভিসম্পাত করছেন, সেখানে একজন পুরুষ বা নারী লিঙ্গ পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টিকে পরিবর্তন করলে তার শাস্তি কেমন হতে পারে সহজেই অনুমেয়।

আর ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় সমকামীদের শাস্তি হ'ল মৃত্যুদণ্ড। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ

১৪. *তথ্য সূত্র : ট্রান্সজেণ্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার আইন দ্রুত পাশ হবে 'সাম্প্রতিক দেশকাল, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩')*।
১৫. *তথ্য সূত্র : প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ট্রান্সজেণ্ডার হোচি মিনের সাক্ষাৎ, সময় নিউজ, ১০ই আগস্ট ২০২৪*।
১৬. *বুখারী হা/৫৮৮৫*।
১৭. *বুখারী হা/৫৯৪৭; মুসলিম হা/২১২৪*।

عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ ‘তোমরা কাউকে যদি লূত গোত্রের মতই কুর্কমে লিপ্ত দেখতে পাও, তাহ’লে কর্তা ও যার সঙ্গে করা হয়েছে তাদের উভয়কে হত্যা কর’।[১৮] এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে সমকামিতা ও পশুকামিতা প্রকৃতিবিরোধী যৌনাচার হিসেবে শাস্তিযোগ্য ও দণ্ডনীয় ফৌজদারী অপরাধ।

উল্লেখ্য, একজন পুরুষের লিঙ্গ পরিবর্তন বা ট্রান্সজেণ্ডার হওয়ার অর্থ হ’ল- তার পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ কেটে ফেলা, বুকে কৃত্রিম স্তন বসানো। অনুরূপ নারীদের লিঙ্গ পরিবর্তন করে ট্রান্সজেণ্ডার হওয়ার অর্থ হ’ল- তার শরীর থেকে স্তন, জরায়ু এবং গর্ভধারণের প্রয়োজনীয় অংশসমূহ কেটে ফেলা এবং শরীরে বিভিন্ন অংশ থেকে কিছু মাংসপেশী নিয়ে কৃত্রিমভাবে একটি পুরুষাঙ্গ স্থাপন করা। অথচ আল্লাহ বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ‘অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম অবয়বে’ *(তীন ৯৫/৪)*। তার সৃষ্টির এমন বিকৃতি ঘটানোর অর্থ হ’ল প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্র সঙ্গে বিদ্রোহ করা। আর এটা জঘন্যতম অপরাধ। আল্লাহ বলেন, ‘তুমি নিজেকে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহ্র ফিতরাত অনুযায়ী চল, যে ফিতরাতের উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই’ *(রূম ৩০/৩০)*।

তবে কোন পুরুষের যদি মেয়েলি কিছু আলামত থাকে অথচ বাস্তবে সে একজন পুরুষ কিংবা কোন নারীর যদি পুরুষালি কিছু আলামত থাকে অথচ ব্যস্তবে সে একজন নারী, সেক্ষেত্রে সার্জারী বা ঔষধ গ্রহণ করে সেই সমস্যার সমাধান করা জায়েয। যেটিকে লিঙ্গ পরিবর্তন নয় বরং লিঙ্গ সংরক্ষণ করা বলা হয়।[১৯]

করণীয় :

নতুন নতুন মোড়কে ধেয়ে আসা ফিৎনাকে চিনতে হ’লে অহি-র জ্ঞানে নিজেদের সমৃদ্ধ করার কোন বিকল্প নেই। যার ভিতরে শারঈ জ্ঞানের অভাব রয়েছে, সে খুব সহজেই চকটদার চিন্তাধারা ও মতবাদের টোপ গিলে ফেলে। মনে রাখতে হবে- বর্তমান সময়ে কাফের-মুসলিমদের সাথে আমাদের যে তুমুল যুদ্ধ চলছে, সেটা হচ্ছে ‘চিন্তার যুদ্ধ’। আর এই চিন্তার যুদ্ধের প্রধান রণাঙ্গন হচ্ছে ‘শিক্ষা ব্যবস্থা’। আমাদের দেশের ‘শিক্ষা ব্যবস্থা’ অনেক আগেই তাদের হামলার শিকার হয়েছে এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। সুতরাং নিজকে এবং নিজের পরিবারকে ফিৎনামুক্ত ও আল্লাহমুখী করতে হ’লে অবশ্যই ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষানীতিকে ব্যাপকভাবে চর্চা করতে হবে।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রান্সজেণ্ডার মতবাদ একটি মানসিক রোগ। সুতরাং নাটক, সিনেমা, মুভি এবং অসৎ সঙ্গের প্রভাবে কেউ যদি ছেলে হয়েও নিজেকে মেয়ে মনে করে বা মেয়ে হয়ে নিজেকে ছেলে দাবী করে বসে, তবে তাকে দূরে না ঠেলে দেওয়া কর্তব্য। মনোরোগের চিকিৎসায় বহুল চর্চিত এবং প্রচলিত একটি চিকিৎসা পদ্ধতি হ’ল কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি [Cognitive Behavioral Therapy (CBT)]। এই থেরাপির মাধ্যমে এই মানসিক সমস্যাকে দূর করা সম্ভব ইনশাআল্লাহ।

উপসংহার :

ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলে যারা সমকামী ও ট্রান্সজেণ্ডার অধিকারের পক্ষ নেয় তাদেরকে আমরা বলতে চাই যে, ‘প্রাণী জগতে রেইপ বা ধর্ষণ একটি ন্যাচারাল বিষয় হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও আমরা যেকারণে ধর্ষণের বিরোধিতা করি, ঠিক একই কারণে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে সমকামিতা, ট্রান্সজেণ্ডার ও সুরক্ষা আইনের বিরুদ্ধে কথা বলি। আমরা কেউ নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসিনি এবং আমাদের এই দেহটাও মূলতঃ আমাদের নয়। এটা আল্লাহ প্রদত্ত আমানত। সুতরাং আল্লাহ যাকে পুরুষ হিসাবে বানিয়েছেন তাকে চিরকাল পুরুষ হিসাবে থাকতে হবে এবং আল্লাহ যাকে নারী বানিয়েছেন তাকে চিরকাল নারীই থেকে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ‘সৃষ্টি যার হুকুম ও বিধান চলবে তার’ *(আ’রাফ ৭/৫৪)*। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন এবং যাবতীয় ফিৎনা থেকে নিরাপদ করুন- আমীন!

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজি: নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

১৮. *আবূদাঊদ হা/৪৪৬২; সনদ ছহীহ।*
১৯. *তথ্যসূত্র : https://islamqa.info/en/answers/138451*

এলার্জি ও এজমা রোগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

বর্তমানে শীত মৌসুম চলছে। আর বাড়ছে এজমা/হাঁপানি ও এলার্জির সমস্যার রোগীদের দুর্ভোগ। তাই সবাইকে এলার্জি সম্পর্কে সঠিকভাবে জেনে সচেতন থাকতে হবে।

কোল্ড এলার্জি বিষয়ে সতর্কতা :

১. ঠাণ্ডা খাবার ও আইসক্রিম পুরোপুরি এড়িয়ে চলতে হবে।
২. জানালা দরজা খুলে রেখে ঠাণ্ডা হাওয়া রুমে আসতে দেয়া যাবে না।
৩. বাইরের খোলা মেলা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পরিবেশ পরিহার করে চলতে হবে।
৪. পানি পানের সময় গরম পানি মিশিয়ে খেতে হবে।
৫. খাওয়ার আগে খাবার গরম করে খেতে হবে।
৬. হালকা গরম পানিতে ওযূ, গোসল করতে হবে। ঠাণ্ডা পানিতে হাত মুখ ধোয়া, ওযূ, গোসল এসব করা যাবে না।
(নরমাল পানি রোদে রেখেও হালকা গরম করা যেতে পারে!)
৭. যানবাহনে উঠলে সরাসরি সামনের বাতাসের দিক থেকে ঘুরে বসতে হবে।
৮. শীতল বাতাসে বা পরিবেশে গেলে সতর্কতার সাথে নাক ও মুখ ভালোভাবে কাপড়ে বা মাস্ক পরে ঢেকে রাখতে হবে।

ডাস্ট এলার্জি বিষয়ে সতর্কতা :

শীত ও বসন্তকালের শুষ্ক রুক্ষ আবহাওয়ায় এসব সমস্যা অনেক বেশী হয়ে যায়।

১. এলার্জিকারক বস্তুগুলোর মূল উৎস জেনে সেসব এড়িয়ে চলা একান্ত প্রয়োজন। যেসব ধুলোময়লার উৎস থেকে নিরাপদ দূরে থাকা যরূরী- রুমের বিছানায়, মেঝেতে, সোফায়, কুশনে জমা শুষ্ক ধুলা, আরও আছে জানালা, দরজার পর্দা, কার্পেট ও পাপোশে জমা ধুলা, ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্রে, ফুলদানিতে, পুরাতন বইখাতা ও ফাইলের ধুলা, ঘরের ঝুল, মাকড়সার জালে জমা ময়লা ইত্যাদি।

২. যাবতীয় ধুলোময়লার উৎসের কাছাকাছি গেলে অবশ্যই নাক মুখ ঢেকে ভালো করে মাস্ক পরতে হবে। তাতে এসবের প্রভাব থেকে অনেকাংশে নিরাপদ থাকা সম্ভব।

৩. বসবাসের ঘর-বাড়িকে ধুলামুক্ত রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে- এজন্য ঝাড়ু দেওয়ার সাথে দৈনিক অন্তত একবার ঘরের মেঝে, জিনিসপত্র, আসবাবপত্র হালকা ভিজা কাপড় দিয়ে একটু মুছে রাখতে হবে।

৪. বিছানার চাদর, বালিশের কভার আর জানালা-দরজার পর্দা, সোফার কাভার, কুশন, কার্পেট, মেঝেতে বিছানো পাটি, পাপোশ এসব ৩-৪ দিন পরপর ঝেড়ে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ভ্যাকিউম ক্লিনার দিয়ে সহজে এসব পরিচ্ছন্ন করা যায়।

৫. ঘর-বাড়ি ঝাড়ু, উপরোক্ত জিনিসপত্র ঝেড়ে পরিচ্ছন্ন করার সময় এসব থেকে অন্তত ৩০ মিনিট দূরে থাকতে হবে। এসবের মাঝে থাকলে ২০-৩০ মিনিট মাস্ক পরে নাক, মুখ মাস্ক বা কাপড়ে শরীর ঢেকে রাখা যরূরী।

৬. আরও এলার্জিক বস্তুর মাঝে আছে- পোষাপ্রাণী : গরু, ছাগল, সকল পাখি, মুরগি, কবুতর, বিড়াল এসবের লোমে ও শরীরে জমা বস্তু, বাতাসে ভাসমান তুলার আঁশ, ফুলের পরাগ রেণু, ঘরের চুনকাম, বিভিন্ন তীব্র সুগন্ধি, বডিস্প্রে, পাউডার, কসমেটিক, কোনকিছুর ঝাঝালো গন্ধ ইত্যাদি। সরাসরি এসবের কাছে যাওয়া থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৭. গৃহপালিত পশুপাখির কাছাকাছি থাকতে হ'লে, এদের যত্ন আর বাগানে বা টবের গাছের পরিচর্যা করার সময়েও মাস্ক ব্যবহার করা উচিত। সরাসরি কোন ফুলের ঘ্রাণ নেয়া যাবে না।

৮. ধোঁয়া থেকে সাবধান- বিশেষভাবে হাঁপানি, শ্বাসকষ্টের রোগী, নাকের পলিপাস, নাকের এলার্জিক সমস্যার রোগীদের খেয়াল রেখে চলতে হবে। বিশেষ করে যানবাহনের ধোঁয়া, ধূমপানের ধোঁয়া, কয়েলের ধোঁয়া, রান্নার ধোঁয়া, মশা তাড়ানোর এরোসলের ধোঁয়া সাধ্যমত পরিহার করতে হবে।

ফুড এলার্জির বিষয়ে সতর্কতা :

অনেকগুলো খাবারে এলার্জিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হ'তে পারে। চোখ, নাক, স্কিনের এলার্জিক সমস্যা যাদের আছে, তাদের এসব হ'তে সচেতন থাকতে হবে। সবার সবকিছুতে সমস্যা নাও হ'তে পারে। যেটাতে সমস্যা সেটা জেনে বর্জন করতে হবে।

এলার্জি জাতীয় খাবারের মাঝে অন্যতম- ১. হাসের ডিম ও গোশত ২. বেগুন ৩. কচু/ওল ৪. শিম ৫. মসুর ও কালাইয়ের ডাল ৬. গরুর গোশত, ৭. আনারস ৮. নারিকেল, ৯. কৃত্রিম রঙ মিশ্রিত খাবার ১০. পুঁইশাক ১১. চিংড়ি মাছ, ১২. ইলিশ মাছ, ১৩. কলা ইত্যাদি। এসব ছাড়া আরও কোন কিছুতে সমস্যা হ'লে তা বুঝে পরিহার করতে হবে।

-ডা. মহিদুল হাসান মা'রূফ
আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম হেলথকেয়ার।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD
আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম *(মৌসুমি)*
- লিচু *(মৌসুমি)*
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল *(এক্সট্রা ভার্জিন)*
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ
facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

কবিতা

দুঃখের কথা

-ডা. মুহাম্মাদ মোবারক হোসাইন
রাজশাহী।

বলব কি আর দুঃখের কথা বলতে বুকটা ফাটে
সুখ কেন যায় না বেচা সাহেবগঞ্জের হাটে?
চোরের মায়ের ডাঙর গলা বাদী ভয়ে পালায়
প্রাণটা বুঝি যায়রে এবার চোরের মায়ের জ্বালায়।
দুর্নীতি করে দুর্নীতিবাজরা সাধু-সৎগণ মরে
সারা দেশটা ভুগছে এখন দুর্নীতি ভাইরাস জ্বরে।
মাঘের শীতে ঘি জমে না জমে সরিষার তেল
অনাথ লোকের মাথায় এখন ভাঙে সবাই বেল।
মানি লোকের নাইরে মান ক্ষমতার করে পূজা
আল্লাহ চেনে না তবু ঈমানদার, রামাযানে নাই রোযা।
সারা বছর নাইরে ছালাত ঈদে প্রথম সারি
ইমাম ছাহেবকে করেন হুকুম 'পড়ুন তাড়াতাড়ি'।
দুখিনী মা ভিক্ষা করেন গ্রামের পথে পথে
খোকন সোনা ব্যস্ত এখন নেতা-নেত্রীর সাথে।
চেনে না সে বাপের কবর নেতার মাযারে ফুল
ফুল কিনতে বিক্রি করে বউয়ের কানের দুল।
দেশের সম্পদ লুটেন তিনি দেশদরদী নেতা
নেতার মুখেই শুনেন যত ডাহা মিথ্যা কথা।
উচিৎ কথা যায় না বলা উচিৎ কথায় ঝাল
উচিৎ কথা শুনলে সবার গাল ফুলে হয় লাল।
আমের ছোঁয়া নেইকো তবু নামটি ম্যাংগো জুস
এভাবে আর ঠকবি কত ফিরবে কবে হুঁশ?
দুঃখের কথা বলব কাকে এখন কলির কাল
সকাল বিকাল ভেড়ায় চাটে মদ্দা বাঘের গাল।

খুঁজে ফিরি

-মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
এম.এ (অধ্যয়নরত), ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

আমি অরণ্যে খুঁজি
আমি খুঁজি মহাকাশে,
তন্নতন্ন করে খুঁজি
খুঁজি তোমায় দক্ষিণা বাতাসে।
খুঁজে ফিরি ঐ গোধূলিতে
সন্ধ্যার নীলিমায়,
খুঁজি আমি দিক হ'তে দিগন্তে
হারিয়েছি কোন অজানায়।
রাতের আঁধারে খুঁজি
নক্ষত্র ও শুকতারায়,
খুঁজে ফিরি ভোরের আলোয়
যেথায় চাঁদটি হারায়।
আমি খুঁজি প্রভাতের ঐ
পাখিদের গানে গানে,
খুঁজি তোমায় সাগর-নদীর
ঢেউয়ের কলতানে।
খুঁজি তোমায় পাহাড়ী ঝর্ণার মাঝে
নীড়হারা পাখিদের নীড়ে,
খুঁজি তোমায় ঐ আকাশ পানে
ঢেকে যায় যখন রঙিন চাদরে।
কোলাহলে খুঁজি, খুঁজি কল্লোলে
শীত-গ্রীষ্ম, বসন্ত হিল্লোলে
খুঁজি ঐ বর্ষার বাদলে।
খুঁজি আমি নিঃসঙ্গতায়,
নিগ্রহ আর অবহেলায়,
তোমায় খুঁজি দিগ্বিদিক
বেলা অবেলায়।
আমি মৌনতায় খুঁজি
খুঁজি তোমায় মুগ্ধতায়,
আমি বিষণ্নতায় খুঁজি ব্যাকুল হয়ে
খুঁজি মাগো শুধু তোমায়।

ডাক্তার

-মুহাম্মাদ মাসউদ
গোবিন্দপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

ডাক্তার হ'লেন অনেক দামী মহান প্রভুর দান,
চিকিৎসা-সেবা দিয়ে বাঁচায় বহু রোগীর প্রাণ।
সুস্থ হয়ে দো'আ করেন ডাক্তার ভালো হ'লে,
টাকার চিন্তা না করে চিকিৎসা করেন বলে।
গরীব রোগী হ'লে তারা ফ্রী করেন চিকিৎসা,
অযথা টেস্ট দিয়ে খোয়ান না রোগীর পয়সা।
বহু চেষ্টায় হন ডাক্তার করেন প্রতিজ্ঞা,
দিনে-রাতে সেবা দিতে করবেন না অবজ্ঞা।
দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা মনে না দিয়ে ঠাঁই,
আল্লাহ ভরসা করে সৎ ডাক্তারের কাছে যাই।
অসুস্থতা আল্লাহ্র দেওয়া বিশেষ পরীক্ষা,
তিনিই হ'লেন আরোগ্যদাতা তিনিই করবেন রক্ষা।
রোগ-ব্যাধিতে মুষড়ে না পড়ি, অটল থাকি ভাই,
দো'আ করে ঔষধ খাবো সুস্থতা যেন পাই।

আল্লাহ্র গুণগান

-মুহাম্মাদ মোছতফা কামাল
হড়গ্রাম, পূর্ব শেখপাড়া, রাজশাহী।

আল্লাহ হ'লেন বিরাট দাতা
দানের সীমা নাই,
চোখ দিলেন তাই দুনিয়াটাকে
দেখতে মোরা পাই।
কান দিলেন তাই মধুর সুরে
শুনি মায়ের ডাক,
মন ভরে তাই শোকর করি
আল্লাহ যেথায় থাক।
আল্লাহ দু'টি হাত দিয়েছেন
কম সে দয়া নয়,
সে হাত তুলে ক্ষমা চাইব
শুনবেন দয়াময়।
আল্লাহ মোদের পা দিয়েছেন
তাই দিয়ে তো হাঁটি,
বেড়াই মোরা হেসে খেলে
সুন্দর পরিপাটি।

স্বদেশ

বায়ুদূষণে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে ঢাকা

বছরের শুরুতে বিশ্বের ১১০ শহরের মধ্যে বায়ুদূষণে ঢাকার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। গত ১৬ই জানুয়ারী সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের বাতাসের মানসূচকে ঢাকার স্কোর ছিল ১৮৪। বিশ্বে বায়ুদূষণে প্রথম স্থানে আছে ভারতের দিল্লি। যার স্কোর ২৬১। একিউআই সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় ও সতর্ক করে। আইকিউএয়ারের নির্দেশনা অনুযায়ী, বাতাসের এ অবস্থা থাকায় সবার জন্য পরামর্শ- বাইরে বের হ'লে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। বায়ুদূষণ বেশী হ'লে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকেন সংবেদনশীল গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা। তাদের মধ্যে আছেন বয়স্ক, শিশু, অন্তঃসত্ত্বা ও জটিল রোগে ভোগা ব্যক্তিরা। তাদের বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া দরকার বলে পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের।

বাংলাদেশের মুগ্ধতায় অর্ধ শতাব্দী পার করলেন যে বৃটিশ নারী

ভ্যালোরি টেইলর। ৮০ বছর বয়স পেরিয়েও তরুণী। সেবা নিয়ে এগিয়ে যেতে চান বহুদূর। লিকলিকে গড়ন। বয়স তার উদ্যমে বাধা হ'তে পারেনি। বললেন, মানুষ বলে টোমার বিয়ে হয়েছে? আমি বলি, হয়েছে। কার সঙ্গে? সিআরপি (সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইজড)-এর সঙ্গে! তারপর হেসে ফেললেন। চোখের কোণে অশ্রু জমল। যে হাসি তৃপ্তির। যে হাসি সেবায় সুস্থ মানুষের আনন্দের প্রতিচ্ছবি। তার হাতে গড়া প্রিয় প্রতিষ্ঠান 'সিআরপি' গত ৯ই ডিসেম্বর ৪৪ বছরে পা দিল।

সিআরপিতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২৪ বছর আগে একটি শিশুকে ফার্মগেট ব্রিজের নিচে ফেলে যায় কেউ একজন। সেখান থেকে ফার্মগেটে অবস্থিত চ্যারিটেবল মিশন নামের এক প্রতিষ্ঠান তাকে তাদের হেফাযতে নেয়। সিআরপির বিশেষায়িত স্কুলে নিয়ে আসা হয়। অনাথ এই শিশুটি সিআরপির সার্বিক তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠতে থাকে। বর্তমানে সিআরপি তার চলাচলের উপযোগী হুইল চেয়ার, বাসস্থান, কর্মসংস্থান ও বিবাহের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। হয়তো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু দেখে পরিবার ফেলে গেছে। এ রকম হাযারো মানুষকে আলোর পথ দেখিয়েছে সিআরপি।

প্রতিবন্ধী যেকোন মানুষ এই সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা পায়। বেশী ভারী বোঝা মাথায় নেওয়া, গাছ বা উঁচু থেকে পড়ে যাওয়া কিংবা অন্য কোন কারণে মানুষ মেরুরজ্জুতে আঘাত পেতে পারে। সারা দেশ থেকে এই সমস্যা নিয়ে রোগীরা যায় সিআরপিতে।

ভ্যালোরি টেইলর ১৯৬৭ সালে লণ্ডনের সেন্ট টমাস হাসপাতাল থেকে ফিজিওথেরাপির ওপর পড়াশোনা করেন। ইচ্ছা মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা। ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। মাত্র ১৫ মাসের জন্য অভিজ্ঞতা নিতে এসেছিলেন চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায়। তিনি বলেন, মনে হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান আমার ভালো লাগবে না। তারপর চন্দ্রঘোনার সৌন্দর্য অবাক করলেও কষ্ট পেতে থাকি, যখন দেখি ঐ হাসপাতালে একটি হুইলচেয়ারও নেই। অথচ সেখানে পঙ্গুদের চিকিৎসা করতে হয়। তারপর বাংলাদেশকে ভালোবেসে রয়ে গেলেন সেখানেই। তাঁর বাংলাদেশে অবস্থানের বয়স বাংলাদেশের মোট বয়সেরও চেয়েও বেশী। তিনি মুগ্ধ এই দেশের মানুষের আতিথেয়তায়।

১৯৭৫ সালে তিনি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৯ সালে এই হাসপাতালের দু'টি পরিত্যক্ত গুদামঘরে তিন-চারজন রোগী নিয়ে শুরু করেন সিআরপি। ১৯৯০ সালে ঢাকার কাছে সাভারে পাঁচ একর জায়গা কিনে সিআরপির স্থায়ী ঠিকানা গড়ে তোলেন টেইলর। যেটি এখন ১০০ বেডের হাসপাতাল। এখানে ১০০ জন স্পাইনাল ইনজুরি রোগীকে সেবা দেওয়া হয়। এছাড়া দেশের পাঁচটি বিভাগে ১৩টি শাখা রয়েছে সিআরপির। বছরে প্রায় ৮০ হাযার রোগীকে সেবা দেওয়া হয়। বর্তমানে সিআরপিতে ১ হাযারের বেশী কর্মী কাজ করছেন। তাদের অনেকে এখানে চিকিৎসা নিতে এসে পুনর্বাসিত হয়েছেন।

বিভিন্ন দেশের দাতাগোষ্ঠী ও সংস্থার অনুদানে পরিচালনা করা হয় সিআরপির কার্যক্রম। যারা সিআরপিতে বিভিন্ন সময়ে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করতে এসেছিলেন, পরে তারাই এটিকে পরিচালনার জন্য অর্থের জোগান দিতে থাকেন।

কুমিল্লার বাসিন্দা সিআরপির সেবা নেওয়া রফীকুল ইসলাম সোহেল বলেন, ২০১৪ সালের সড়ক দুর্ঘটনায় স্পাইনাল কর্ড ইনজুরড হওয়ায় শারীরিক চলনক্ষমতা হারিয়ে ফেলি। পরে সিআরপিতে চিকিৎসা গ্রহণ করি। পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হুইল চেয়ারে বসেই জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করি। সিআরপি আমাকে শিখিয়েছে জীবনের জটিল পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে কিভাবে মানিয়ে নিতে হবে ও মূলধারার মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে।

বিদেশ

ফিলিস্তীনী মুসলমানদের সাহসিকতায় মুগ্ধ ৩০ অস্ট্রেলিয়ান নারীর একসাথে ইসলাম গ্রহণ

ইস্রাঈলের বর্বরতা ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে ফিলিস্তীনী মুসলমানদের সাহস ও দৃঢ়তায় মুগ্ধ হয়ে একসাথে অন্তত ৩০ জন অস্ট্রেলিয়ান নারী ইসলাম গ্রহণ করেছেন। গত দেড়মাস যাবত গাযায় ইস্রাঈলী তাণ্ডব চলছে। তারপরও ধর্মের জন্য ফিলিস্তীনীদের জীবন বিসর্জন ও অকৃত্রিম দেশপ্রেম শান্তির ধর্ম ইসলামকে পৃথিবীর বুকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। ফলে পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষেরা ইসলামী শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় খুঁজছেন। সেই ধারাবাহিকতায় তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। অস্ট্রেলিয়ার

মেলবোর্ন শহরে অবস্থিত মেডহা ইস্ট মসজিদে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার মাধ্যমে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ শেষে নওমুসলিম ক্রিস্টিন কর্গনাক বলেছেন, ফিলিস্তীনীদের দেশ-ধর্মের প্রতি জীবনবাজি লড়াই তাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এছাড়া ইসলামের এক আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস তার হৃদয়ের গভীরে রেখাপাত করেছে।

[দুনিয়ার সমস্ত শক্তির উর্ধে বড় শক্তি হলেন আল্লাহ। সেই মহা শক্তির উপর ভরসা করলে মানুষ অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়। ফিলিস্তীনে অতীত যুগ থেকে এযাবৎ সে পরীক্ষাই চলছে। আল্লাহ বলেন, 'আর যে ব্যক্তি তার চেহারাকে সমর্পণ করল আল্লাহ্র দিকে সৎকর্মশীল (মুমিন) অবস্থায়, সে দৃঢ়ভাবে ধারণ করল এক মযবুত হাতল। বস্তুত আল্লাহ্রই দিকে সকল কর্মের পরিণাম' (লোকমান ৩১/২২)]

মুসলিম জাহান

ইতিহাসে সর্বোচ্চ বিদেশী মুছল্লীর ওমরাহ পালন

প্রতি বছর পবিত্র ওমরাহ পালনে যান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লাখ লাখ অধিবাসী। তবে আগের সব রেকর্ড ভেঙে ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ বিদেশী ওমরাহ পালন করেছেন বলে জানিয়েছেন সঊদী আরবের হজ্জ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী ড. তওফীক আল-রাবিয়াহ। তিনি বলেন, ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে ৫৮ শতাংশ বেশী বিদেশী ওমরাহ পালন করেছেন।

মন্ত্রী বলেন, ২০১৯ সালে বাইরে থেকে ওমরাহ করতে এসেছিলেন ৮৫ লাখ বিদেশী। গত বছর ওমরাহ করতে এসেছেন ১ কোটি ৩৫ লাখ বিদেশী। তিনি বলেন, ১.৩ বিলিয়ন ডলার খরচ করে মক্কা ও মদীনার বিভিন্ন অবকাঠামোর অভূতপূর্ব উন্নয়ন এবং সঊদী নেতৃত্বের নতুন হজ্জ-ওমরাহ ব্যবস্থাপনার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ওমরাহ পালনের জন্য আসা মুছল্লীদের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা চালু করেছে দেশটি। ভিসাধারী ব্যক্তিদের স্থল, আকাশ এবং সমুদ্রপথের মাধ্যমে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে থাকে দেশটি।

হজ্জযাত্রীদের যাতায়াতে মক্কায় উড়ন্ত ট্যাক্সি চালুর পরিকল্পনা

হজ্জ ও ওমরাহ আদায়ের সময় প্রচণ্ড ভীড়ে ভোগান্তিতে পড়েন মুছল্লীরা। এবার তাদের এই ভোগান্তি কমাতে দারুণ একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সঊদী আরবের বিমান সংস্থা সাউদিয়া। সংস্থাটি মুছল্লীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে উড়ন্ত ট্যাক্সি চালুর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হ'লে এসব ট্যাক্সি ব্যবহার করে মুছল্লীদের জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে মক্কার হোটেলে আসা-যাওয়া করতে পারবেন।

এ প্রসঙ্গে সাউদিয়া গ্রুপের মুখপাত্র আব্দুল্লাহ আল-শাহরানী জানান, সাউদিয়া গ্রুপ ১০০ লিলিয়াম জেট ও জার্মান বৈদ্যুতিক যান ইলেকট্রিক ভার্টিক্যাল টেক অফ অ্যান্ড ল্যান্ডিং (ইভিটিওএল) বিমান কেনার চুক্তি করেছে। পুরোপুরি বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলা এই যানের মাধ্যমে জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে মক্কার পবিত্র মসজিদ ও আশপাশের হোটেলগুলোতে যাত্রী পরিবহন করা হবে। প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হ'লে হজ্জ ও ওমরাহ মৌসুমে তা চালু করা হবে।

তিনি আরো জানান, প্রায় ১০০ বৈদ্যুতিক বিমান কেনার মাধ্যমে উন্নত পরিষেবা চালু করা হবে এবং বিমানবন্দরের সাথে গন্তব্যস্থলের সংযোগ তৈরি করা হবে। এসব বিমানে রয়েছে বিশেষ কেবিন, যার মাধ্যমে অভিজাত অতিথিরা সেরা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

[এই সংক্ষিপ্ত ও বিলাসী হজ্জ-ওমরাহ্র জন্য হাজী ছাহেব বা ওমরাহকারীগণ যেন আল্লাহকে ভুলে না যান এবং এটাকে স্রেফ পর্যটন মনে না করেন। সে বিষয়ে সতর্ক করে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি দেখ না, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবকিছুকে আল্লাহ তোমাদের বশীভূত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন নে'মত সমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? অথচ লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা কোনরূপ জ্ঞান, পথনির্দেশ বা উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে' (২০)। 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর। তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। অথচ শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে ডাকে, তবুও কি তারা এটা বলবে? (লোকমান ৩১/২০-২১)]

কুশতেপা খাল : তালেবানের মেগা প্রজেক্টে বদলে যাচ্ছে আফগানিস্তান

দুই বছরেরও অধিক সময় ধরে আফগানিস্তান শাসন করছে তালেবান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা নানা নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও অর্থনৈতিক অবস্থা ফেরানোর চেষ্টা করছে তারা। সম্প্রতি আফগানিস্তানের যে প্রকল্প বিশ্বজুড়ে আলোচনায় এসেছে, সেটি হ'ল কুশতেপা খাল। নদীর পানি মরুভূমির ভেতর দিয়ে নিয়ে সেচের ব্যবস্থা করতে ১০০ মিটার প্রশস্ত, ৮ মিটার গভীর এবং ২৮৫ কিলোমিটর দীর্ঘ এই খাল খনন করা হচ্ছে। এটি নির্মিত হচ্ছে বিদেশীদের কোন প্রকার সাহায্য ছাড়াই। ইতিমধ্যে প্রথম ফেজের ১০০ কিলোমিটার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন পর্যন্ত খরচ হয়েছে ১৮০ মিলিয়ন ডলার। এ নিয়ে সম্প্রতি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট। আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি ও প্রকল্পের বিষয়ে তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনটিতে।

আফগানিস্তানের দখল নেওয়ার দুই বছর পর তালেবান প্রথম বড় অবকাঠামো প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এটি উত্তর আফগানিস্তানের শুকনো সমভূমি জুড়ে আমুদরিয়া নদীর ২০ শতাংশ পানি নিয়ে যাবে। এমনভাবেই এটি ডিজাইন করা হয়েছে।

খালটি যাওজেজান প্রদেশের বিভিন্ন গ্রামের জন্য গেম চেঞ্জার হবে। দেশটির অন্যান্য জায়গার মতো এখানকার বাসিন্দারাও

ক্রমবর্ধমান খাদ্য ঘাটতি, চার দশকের যুদ্ধ, টানা তিন মৌসুমের তীব্র খরায় ধ্বংস হয়ে গেছে। খালটি সম্পন্ন হ'লে এটি সাড়ে পাঁচ লাখ হেক্টর (২১০০ বর্গ মাইল) মরুভূমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে আফগানিস্তানের আবাদ যোগ্য জমি এক-তৃতীয়াংশ বেড়ে যাবে। এমনকি প্রকল্পের সঠিক প্রয়োগ ও কার্যকর হ'লে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে সংকটের চরম সীমায় থাকা আফগানিস্তান।

প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলার অনুমোদন দিয়েছে তালেবান সরকার, যা আফগানিস্তানের বার্ষিক কর আয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। প্রায় ৬ হাযার কর্মী দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা প্রকল্পে কাজ করছেন। ১০০ মিটার প্রশস্ত এবং ৮ মিটার গভীর খালটি খনন করতে ব্যবহার করা হচ্ছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। তালেবান কর্মকর্তারা বলছেন, আন্তর্জাতিক সাহায্যে নয়, আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ কয়লা খনি থেকে আয়ের মাধ্যমে খালটি নির্মাণ ও অর্থায়ন করা হবে।

[ইহূদী-নাছারা বিশ্বের শোষণ ও যুলমের বিরুদ্ধে স্রেফ আল্লাহ্র দেওয়া নিজস্ব সম্পদের উপর দাঁড়িয়ে থেকে মানুষকে তারা এটাই জানিয়ে দিয়েছে যে, বান্দার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট'। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং তার জন্য একটি পথ খুলে দেন' (সূরা তালাক ৬৫/২-৩)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সূর্যের পেটে ৬০ পৃথিবী?

সূর্যের পেটের ভেতরে আছে ৬০টি পৃথিবী! এক-পৃথিবীতেই আমরা তল পাই না, সেখানে ৬০টি পৃথিবীর আয়তনের ধারণা করা খুবই কঠিন। আবার এরূপ ধারণা আরো হারিয়ে যায় সূর্যের আয়তনের কথা ভাবলে। কেননা সূর্যের গায়ে সম্প্রতি একটি গর্ত ধরা পড়েছে, যার মধ্যে অনায়াসে ৬০টি পৃথিবী ধরে যাবে।

পোশাকী ভাষায় এর নাম 'করোনাল হোল'। এই হোল বা গর্তটি স্থির নয়, চলমান। যদিও এই হোল থেকে যে হলকা বেরিয়ে আসছে, সেটা মূলত পৃথিবীর দিকেই ধেয়ে আসছে বলে জানা গেছে। আর গর্তটির পরিমাপ ৪,৯৭,০০০ মাইল!

বিজ্ঞানীরা যতটুকু পরীক্ষা করতে পেরেছেন, তার ভিত্তিতে তারা বলেছেন, সূর্যের গায়ের এই গর্তের মুখ পৃথিবীর দিকেই ফেরানো। এমন নয় যে এই ধরনের গর্ত সূর্যের গায়ে হয় না। তবে এবার যে পরিমাপের হোল হয়েছে, সেটাই সকলকে বিস্মিত করেছে।

এই ধরনের গর্ত তৈরি হওয়ার অন্যতম কারণ হ'ল 'সোলার উইন্ড'। এর গতিও মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। ৫০০-৮০০ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে! এ তো আর হাওয়া বয়ে যাওয়া নয়, পুরোদস্তুর জিওম্যাগনেটিক স্টর্ম।

[এই ঘটনা ক্বিয়ামত ঘনিয়ে আসার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়। যা অতীব নিকটবর্তী। যেমন আল্লাহ বলেন, তারা (অবিশ্বাসীরা) ঐদিনকে বহু দূরে মনে করে'। অথচ আমরা ঐদিনকে নিকটে মনে করি। সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত এবং পর্বতসমূহ হবে (ধুনিত) রঙিন পশমের মত' (মা'আরিজ ৭০/৬-৯)।

পারমাণবিক ব্যাটারি আনছে চীন, চার্জ ছাড়াই ফোন চলবে ৫০ বছর

বারবার ফোন চার্জ দিতে কার ভালো লাগে? তবে এই দুশ্চিন্তার অবসান হ'তে চলেছে। কারণ চীনা টেক কোম্পানি 'বেটা ভোল্ট' আনতে চলেছে এক নতুন ধরনের ব্যাটারি। তাদের দাবী, কোন চার্জ ছাড়াই এই ব্যাটারি ব্যবহার করা যাবে ৫০ বছর। বেটাভোল্ট বলেছে, তাদের উৎপাদিত এই পারমাণবিক ব্যাটারিটিতে মুদ্রার চেয়েও ছোট একটি মডিউলে ৬৩টি আইসোটোপ স্থাপিত।

কোম্পানিটি বলেছে, পরবর্তী প্রজন্মের ব্যাটারিটি বর্তমানে পরীক্ষামূলক ব্যবহার পর্যায়ে রয়েছে। দ্রুতই এটির বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হবে। স্মার্টফোন ছাড়াও বিটভোল্টের পারমাণবিক শক্তির ব্যাটারি ব্যবহার করা যাবে মহাকাশ যন্ত্র, এআই সরঞ্জাম, চিকিৎসা সরঞ্জাম, মাইক্রোপ্রসেসর, উন্নত সেন্সর, ছোট ড্রোন এবং মাইক্রো-রোবটের মতো যন্ত্রে।

নিরাপত্তার দিক দিয়েও প্রচলিত ব্যাটারির তুলনায় এই ব্যাটারি বেশ এগিয়ে। এটিতে ধরবে না আগুন। সাধারণ ব্যাটারিতে উচ্চ তাপমাত্রায় নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকে। এতে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার হ'লেও নেই কোন তেজস্ক্রিয়তার ঝুঁকি। যা ব্যবহার করা যাবে পেসমেকারের মতো মেডিকেল ডিভাইসে। ২০২৫ সাল নাগাদ এই ব্যাটারি বাজারজাত করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।

বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

সুধী সমাবেশ

পাটগ্রাম, লালমণিরহাট ২১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার পাটগ্রাম উপযেলাধীন পাটগ্রাম পৌর কমিউনিটি সেন্টারে উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও মাদকতার বিরুদ্ধে জনসচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে এক সুধী সমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামপুর ডাঙ্গিরপাড় সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ হাসীবুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর সহকারী পরিদর্শক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর যেলার পার্বতীপুর উপযেলাধীন দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ও দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ।

মাসিক ইজতেমা

মাধবপুর-মধ্যপাড়া, পবা, রাজশাহী ২২শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার পবা উপযেলাধীন মাধবপুর-মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা শামসুল হুদা, পবা উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মাহফূয আলম, বড়গাছী এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল মুত্তালিব ও বড়গাছী আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব আব্দুল্লাহিল কাফী প্রমুখ।

উপযেলা কমিটি গঠন

জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা ২৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার জীবননগর উপযেলাধীন জীবননগর খাঁ পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সভা শেষে মুহাম্মাদ অলিউয্যামানকে সভাপতি ও হোসাইন মুহাম্মাদকে সাধারণ সম্পাদক করে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট উপযেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

মসজিদ উদ্বোধন

আলেখারচর বিশ্বরোড, কুমিল্লা ৩রা নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য জুম'আর ছালাতের মধ্য দিয়ে যেলার সদর থানাধীন আলেখারচর বিশ্বরোড সংলগ্ন হাসান জামে মসজিদ ও ইসলামিক কমপ্লেক্স-এর উদ্বোধন করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অতঃপর ছালাত শেষে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, স্থানীয় ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ যহীরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অত্র মসজিদের জমিদাতা মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দসহ যেলার বিভিন্ন উপযেলা ও এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী এই উদ্বোধনী জুম'আয় অংশগ্রহণ করেন। মসজিদ ও মসজিদের বাইরে করা প্যাণ্ডেল কানায় কানায় ভর্তি হয়ে যায়। মহিলাদের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা ছিল।

লালমাই, কুমিল্লা ২৪শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য জুম'আর ছালাতের মধ্য দিয়ে যেলার লালমাই থানাধীন দক্ষিণ হাজতিয়া চৌমুহনী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স জামে মসজিদ উদ্বোধন করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। লালমাই উপযেলা 'আন্দোলন' ও অত্র কমপ্লেক্স-এর সেক্রেটারী জনাব মুয্যাম্মিল হোসাইনের পরিচালনায় জুম'আ পরবর্তী সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, স্থানীয় ৩নং ভূলুইন-উত্তর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এমরান কবীর প্রমুখ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, দফতর সম্পাদক বেলাল হোসাইন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব আবুল হাশেম ও মুহাম্মাদ হারেছ মিয়া প্রমুখ।

উল্লেখ্য, জুম'আর পূর্বে কেন্দ্রীয় মেহমান ও যেলা নেতৃবৃন্দ লাকসাম উপযেলাধীন কোয়ার এলাকায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত ও জনাব আবুল হাশেম পরিচালিত দারুস সালাম সালাফিইয়া মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন।

যুবসংঘ

সেমিনার

শাসনগাছা, কুমিল্লা ৩১শে ডিসেম্বর'২৩ রবিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলা শহরের শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্সে 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'তারুণ্যের আত্মপাঠ ও ক্যারিয়ার ভাবনা' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রূহুল আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান ও সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ ছাবিত প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আলী নাঈম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ পাঠ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক।

মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ ১৯শে ডিসেম্বর'২৩ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা দারুলহাদীছ কমপ্লেক্স ময়দানে পাঁজরভাঙ্গা এলাকা 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র উদ্যোগে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র কমপ্লেক্সের শিক্ষক হাফেয খালেদ মাসঊদ ও হাফেয যাকির হোসাইন।

সোনামণি

(গত সংখ্যার পর)

(২৯) ২৫শে নভেম্বর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও সহ-পরিচালক মফীযুল ইসলামের উপস্থিতিতে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরকে পরিচালক করে সাতক্ষীরা যেলা (৩০) ১লা ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলামের পরামর্শক্রমে তানভীরুয্যামানকে পরিচালক করে ঢাকা-দক্ষিণ যেলা (৩১) ২২শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম ও সহ-পরিচালক আবু রায়হানের উপস্থিতিতে আব্দুল কাহহারকে পরিচালক করে গাযীপুর-উত্তর যেলা (৩২) ২২শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম ও সহ-পরিচালক আবু রায়হানের উপস্থিতিতে মাহফূযুর রহমানকে পরিচালক করে নারায়ণগঞ্জ যেলা (৩৩) ২৩শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম ও সহ-পরিচালক আবু রায়হানের উপস্থিতিতে নাঈমুর রহমানকে পরিচালক করে গাযীপুর-দক্ষিণ যেলা (৩৪) ২৩শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম ও সহ-পরিচালক আবু রায়হানের উপস্থিতিতে আবু হানীফকে পরিচালক করে নরসিংদী যেলা পুনর্গঠন করা হয়।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

হাফেয ছাত্রদের সংবর্ধনা ও বার্ষিক সম্মেলন

পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ১লা ডিসেম্বর'২৩ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' অধিভুক্ত চট্টগ্রাম নগরীর উত্তর পতেঙ্গাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্সে-এর হিফয সম্পন্নকারী ছাত্রদের সংবর্ধনা ও বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ শেখ সাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন নাছিরাবাদ কোয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের আরবী শিক্ষক মাওলানা রায়হানুদ্দীন ও দক্ষিণ হালিশহরস্থ আবুবকর (রাঃ) জামে মসজিদের খতীব মাওলানা ওয়াসিউয্যামান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠান প্রধান ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী আরজু হোসাইন ছাব্বীর।

মচমইল, বাগমারা, রাজশাহী ১৩ই জানুয়ারী শনিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' অধিভুক্ত রাজশাহী যেলার বাগমারা উপযেলাধীন মচমইল বাজার সংলগ্ন 'দারুল ঈমান সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা' উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ৯নং শুভডাঙ্গা ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হাকীম, মচমইল ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক আব্দুল মুমিন, নারায়ণপাড়া কারিগরি উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রাজু আহমাদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন হাটগাঙ্গোপাড়া দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার শিক্ষক আনোয়ার হোসাইন।

মারকায সংবাদ

২০২৪ সেশনের উদ্বোধনী ক্লাস

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১১ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় নগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ মসজিদে মারকাযের ২০২৪ সালের উদ্বোধনী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও গবেষণা সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন অত্র মারকাযের শিক্ষক মাওলানা ফায়ছাল মাহমূদ।

উল্লেখ্য, একই সময়ে মারকাযের বালিকা শাখায়ও উদ্বোধনী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। বালিকা শাখার আবাসিক ভবনের নীচতলায় মসজিদে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্লাস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপস্থিত ছিলেন। মারকাযের মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব প্রমুখ। এ সময়ে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যু সংবাদ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার দুপচাঁচিয়া উপযেলার সভাপতি আব্দুল মান্নান গত ১৪ই জানুয়ারী রোজ রবিবার সকাল সাড়ে ১০-টায় বগুড়া যেলার কাহালু থানাধীন বারো মাইল নামক স্থানে মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে বগুড়া যিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে দুপুর ১২.৫০ মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ২ পুত্রসহ বহু সাংগঠনিক সাথী এবং আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন সকাল সোয়া ১১-টায় তার নিজগ্রাম যেলার দুপচাঁচিয়া থানাধীন দক্ষিণ নূরপুর ঈদগাহ ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার পুত্র হাফেয নাজমুল হাসান। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন, দুপচাঁচিয়া উপযেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আযীয সহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা মাইয়েতের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১৬১) : দ্বীন ও শরী'আত কি একই বিষয়? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বা সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ মুনীর, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : দ্বীন বলতে তাওহীদ এবং শরী'আত বলতে বিভিন্ন নবীর জন্য নাযিলকৃত বিধিবিধান সমূহকে বুঝায়। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আমরা পৃথক পৃথক বিধান ও পন্থা নির্ধারণ করেছি। আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে তিনি এক দলভুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে যে বিধানসমূহ দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নিতে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্যের কর্মসমূহে প্রতিযোগিতা কর। (মনে রেখ) আল্লাহ্র নিকটেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন স্থল। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন যেসব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে' *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, নবীদের শরী'আত ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তাওরাতে এক রকম, ইঞ্জীলে আরেক রকম, আবার কুরআনে অন্য রকমের শরী'আত। আল্লাহ বিভিন্ন শরী'আতে তাদের জন্য যা ইচ্ছা হালাল করেছেন এবং যা ইচ্ছা হারাম করেছিলেন *(তাফসীরে ইবনু কাছীর ৩/১১৭)*। যেমন মূসা (আঃ)-এর শরী'আতে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করা হ'ত। মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর শরী'আতে কা'বাগৃহের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। মূসা (আঃ)-এর শরী'আতে বিবাহিত-অবিবাহিত সব ধরনের ব্যভিচারের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু মুহাম্মাদী শরী'আতে অবিবাহিতদের শাস্তি কমিয়ে একশ' দোর্রা করা হয়েছে। তাছাড়া কুরবানীর বিধানেও ভিন্নতা ছিল। শরী'আতের এই ভিন্নতাকে বিদ্বানগণ তুলনা করেন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে। কেননা একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর অবস্থা বিবেচনা করে একই রোগের চিকিৎসা বিভিন্নভাবে করে থাকেন। এটা তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞারই নিদর্শন। মহান আল্লাহ্র বিভিন্ন যুগের বান্দাদের অবস্থা বিবেচনা করে তাদের ইবাদতের পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন' *(শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/১৪৯-৫০)*। বিগত নবীগণ ছিলেন স্ব স্ব গোত্রের নবী। কিন্তু শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এসেছিলেন বিশ্বনবী হিসাবে' *(আ'রাফ ৭/১৫৮; সাবা ৩৪/২৮)*। তিনি এসেছিলেন পূর্ণাঙ্গ শরী'আত নিয়ে *(মায়েদাহ ৫/৩)*। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় থাকবে *(আন'আম ৬/১১৫)*।

অপরদিকে দ্বীন অর্থ তাওহীদ। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমরা প্রত্যাদেশ করেছি তোমার প্রতি ও যার আদেশ আমরা দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর ও এতে মতভেদ করোনা। তুমি মুশরিকদের যে বিষয়ের দিকে আহ্বান কর, তা তাদের নিকট ভারী মনে হয়। আল্লাহ যাকে চান মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে সুপথ প্রদর্শন করেন' *(শূরা-মাক্কী ৪২/১৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। তাদের মা ভিন্ন; কিন্তু দ্বীন একই *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫৭২২)*। এখানে 'দ্বীন' বলতে তাওহীদ বুঝানো হয়েছে, যা নিয়ে সকল নবী প্রেরিত হয়েছিলেন। যা ছিল সকল ইলাহী কিতাবের মূল বিষয়বস্তু এবং যা ছিল মুশরিকদের উপর সবচেয়ে ভারী।

প্রশ্ন (২/১৬২) : চোখের পাপ থেকে বাঁচার উপায় কি?

-আব্দুল্লাহ, মতিঝিল, ঢাকা।

উত্তর : এজন্য সবচেয়ে বড় উপায় হ'ল পরনারী থেকে দৃষ্টিকে অবনত রাখা। যে বিষয়ে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন *(নূর ২৪/৩০)*। রাসূল (ছাঃ) বেগানা নারীর দিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, একবার দৃষ্টি পড়ার পর পুনরায় নয়। কেননা প্রথমবারের জন্য তোমার অনুমতি রয়েছে, দ্বিতীয়বারের জন্য নয়' *(আহমাদ হা/২৩০৪১; তিরমিযী হা/২৭৭৭; মিশকাত হা/৩১১০; মুসলিম হা/২১৫৯; মিশকাত হা/৩১০৪)*।

চোখের পাপ থেকে বাঁচতে গেলে নিম্নের পন্থাগুলিও অবলম্বন করতে হবে। (১) সর্বাবস্থায় আল্লাহকে হাযির-নাযির জানা। কেননা আল্লাহ বলেন, তিনি জানেন তোমাদের চোখের চোরাচাহনি ও অন্তরের লুকানো বিষয়সমূহ *(মুমিন ৪০/১৯)*।

(২) পাপ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করা *(মুমিন ৪০/৬০)*। (৩) চোখ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অমূল্য একটি নে'মত। এই অমূল্য নে'মতকে উত্তম কাজে ব্যবহার করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, যখন আমি আমার কোন বান্দাকে তার প্রিয় দু'টি বস্তু দিয়ে বিপদগ্রস্ত করি, আর সে এর উপর ধৈর্যধারণ করে, আমি তাকে এ দু'টি প্রিয় বস্তুর বিনিময়ে জান্নাত দান করব। প্রিয় দু'টি বস্তু বলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বান্দার দু'টি চোখকে বুঝিয়েছেন' *(বুখারী হা/৫৬৫৩; মিশকাত হা/১৫৪৯)*। (৪) চক্ষু অবনমিত রাখতে নিজেকে সচেষ্ট রাখা, অভ্যস্ত করা এবং ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ বলেন, 'আর যারা আমাদের রাস্তায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের রাস্তা সমূহের দিকে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন' *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*। (৫) এমন স্থানে গমন করা থেকে বা এমন বস্তু ব্যবহার হ'তে বিরত থাকা, যা চক্ষুকে পাপের দিকে ধাবিত করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ওখানে আমাদের বসা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আমরা (ওখানে) বসে বাক্যালাপ করি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি

তোমাদের রাস্তায় বসতেই হয়, তাহ'লে রাস্তার হক আদায় কর। আর তা হ'ল দৃষ্টিকে অবনত রাখা, (অপরকে) কষ্ট দেওয়া হ'তে বিরত থাকা'.. *(বুখারী হা/২৪৫৬; মিশকাত হা/৪৬৪০)*। (৬) এছাড়াও অধিকহারে নফল ইবাদত করবে, দুই স্কন্ধে ফেরেশতার উপস্থিতি স্মরণ করবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যদানের বিষয়টি মনে রাখবে এবং বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক থাকবে। সর্বোপরি বিবাহ করবে এবং চোখের পাপ থেকে সাধ্যমত বেঁচে থাকবে *(বুখারী হা/১৯০৫; মিশকাত হা/৩০৮০)*।

প্রশ্ন (৩/১৬৩) : জনৈক বক্তা বলেছেন যে, নবী করীম (ছাঃ) ঘুমালেও তাঁর ওযূ নষ্ট হ'ত না। এটা তার একটা মু'জিযা। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-আব্দুল মালেক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক। কারণ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন নবী করীম (ছাঃ) ঘুমিয়েছিলেন, তখন তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ শোনা গেল। অতঃপর দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলেন। কিন্তু ওযূ করলেন না' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১১৯৫)*। অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর চোখ ঘুমালেও হৃদয় ঘুমাত না। ফলে ঘুমের মধ্যে বায়ু নিঃসরণ হ'লেও তিনি বুঝতে পারতেন। এজন্য ঘুম ভাঙ্গার পর তিনি কখনও ওযূ করতেন, আবার কখনও পূর্বের ওযূকেই যথেষ্ট মনে করতেন *(নববী, শরহু মুসলিম ৬/৪৫; ফাৎহুল বারী ১/২৩৯)*।

প্রশ্ন (৪/১৬৪) : শীতকালে অনেকে শীতের টুপি পরিধান করে কপাল ঢেকে ছালাত আদায় করেন। এটা কি জায়েয? সঠিক বিধান জানতে চাই।

-জাবের বিন মুহাম্মাদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : শীতের টুপি মাথায় দিয়ে কপাল আবৃত করে ছালাত আদায় করা যায়। তবে সিজদার সময় সরাসরি কপাল ও নাক ঠেকিয়ে সিজদা দেওয়া উত্তম *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ৮/৩০৩; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ৮/০২)*। হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, রাসূলের ছাহাবীগণ পাগড়ী ও টুপির উপর সিজদা করতেন আর তাঁদের হাত থাকতো আস্তিনের ভিতর *(বুখারী ২/১৬৯; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/২৬৬৭, সনদ ছহীহ)*। অতএব শীতকালে এধরনের টুপি পরে ছালাত আদায়ে বাধা নেই।

প্রশ্ন (৫/১৬৫) : 'বিকাশে' যাকাতের টাকা প্রদানের সময় সার্ভিস চার্জসহ দিতে হবে, না মূল টাকাগুলো দিলেই হবে?

-আব্দুল্লাহ, কুমিল্লা।

উত্তর : সার্ভিস চার্জসহ দিতে হবে। কেননা যাকাতদাতার দায়িত্ব হ'ল যাকাতের অর্থ হকদারদের নিকট পৌঁছানো। সেজন্য সার্ভিস চার্জ যাকাতদাতার পক্ষ থেকেই দেওয়া কর্তব্য *(বাহুতী, কাশশাফুল কেনা' ২/২৬৯; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৪৭৯-৮০)*।

প্রশ্ন (৬/১৬৬) : স্ত্রী তার স্বামীর পকেট থেকে গোপনে টাকা নেয়। স্বামী জানতে পেরে বলে এরপর থেকে টাকা নিলে তুমি 'তালাক'। কিন্তু স্ত্রী এরপরেও টাকা নিয়েছে। এক্ষণে স্ত্রী কি তালাক হয়ে গেছে?

-ইহসান, কুমিল্লা।

উত্তর : বর্ণনামতে এক তালাক হয়ে গেছে। কারণ কেউ তালাকের নিয়তে স্ত্রীকে কোন কাজ করা বা না করার শর্ত দিলে এবং স্ত্রী তা ভঙ্গ করলে তার এক তালাক হয়ে যাবে *(বুখারী ১৭/৪২৯; ফাৎহুল বারী ৯/৩৯২; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৩/৬৫ পৃ.)*। এক্ষণে স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে থাকলে রাজ'আতের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিবে। আর ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে *(বাক্বারাহ ২৩২; বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩২৭৫)*।

প্রশ্ন (৭/১৬৭) : জনৈক বক্তা বলেন, চারজন নবী জীবিত আছেন। উক্ত বিষয়ে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় কী?

-ছাদরুল হক, থানার মোড়, শাহ মখদুম, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে কা'ব আল-আহবার থেকে একটি ইস্রাঈলী বর্ণনা পাওয়া যায়, যা যঈফ *(সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া ২/৩৮২)*। ঈসা (আঃ) ব্যতীত আসমানে অন্য কোন নবীর জীবিত থাকার ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। অতএব কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যতটুকু আছে কেবল ততটুকুই বিশ্বাস করতে হবে *(আলে ইমরান ৫৫; নিসা ১৫৭; ফাৎহুল বারী ৬/৩৭৫)*।

প্রশ্ন (৮/১৬৮) : অন্তিম শয্যায় 'রাসূল (ছাঃ) আয়েশা-কে জান্নাতে দেখতে পেয়েছিলেন। তাতে তিনি তাকে দুনিয়ায় ছেড়ে যাওয়ার বেদনা ভুলে যান' মর্মে বর্ণিত ঘটনাটির সত্যতা জানতে চাই।

-হাওয়া বেগম, মুণ্ডুমালা, রাজশাহী।

উত্তর : বর্ণনাটির সনদ যঈফ *(যঈফাহ হা/৬০১১)*। তবে আয়েশা (রাঃ) দুনিয়া ও আখেরাতে রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী হবেন বলে একাধিক দলীল রয়েছে। যেমন একদিন রাসূল (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, তুমি কি এতে খুশী নও যে, তুমি আমার দুনিয়া ও আখেরাতের স্ত্রী? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি আমার দুনিয়া ও আখেরাতের স্ত্রী *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭০৯৫; ছহীহাহ হা/২২৫৫)*।

প্রশ্ন (৯/১৬৯) : ইব্রাহীম (আঃ) বোরাকে চড়ে হাজেরা এবং ইসমাঈল-এর সাথে প্রতিদিন ফিলিস্তীন থেকে মক্কায় দেখা করতে যেতেন মর্মে কোন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে কি?

-মুনীরা, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যার অধিকাংশ ইস্রাঈলী বর্ণনা এবং যঈফ *(নববী, আল-মাজমূ' ১/১১৪; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৩/৩৬৬; ফাৎহুল বারী ৬/৪০৪)*। সেজন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুতেই বিশ্বাস রাখতে হবে *(বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮)*।

প্রশ্ন (১০/১৭০) : কারো মৃত্যুতে বুক চাপড়ানো বা মুখে মারা নিষেধ। কিন্তু আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুতে নিজ মুখে মেরেছেন মর্মে বর্ণনা পাওয়া যায়। তাছাড়া তিনি স্বীয়

পিতা আবুবকর (রাঃ)-এর মৃত্যুতেও মাতম করেছেন মর্মে বর্ণনা পাওয়া যায়। উক্ত ঘটনাদ্বয়ের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-মীযানুর রহমান, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে আয়েশা (রাঃ) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় *(মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৪৫৮৬; ফাৎহুল বারী ৫/৭৪)*। তবে আয়েশা (রাঃ) নিজেই তাঁর এই ভুলের জন্য ওযর পেশ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমার বুকে ও কোলে মাথা রেখে মারা গেছেন। এ ব্যাপারে আমি কারু প্রতি যুলুম করিনি। তবে রাসূল (ছাঃ) যখন আমার কোলে মারা গেলেন, তখন আমি তার মাথা বালিশের উপর রেখে অন্য নারীদের সাথে মাতম শুরু করলাম এবং মুখমণ্ডলে আঘাত করতে লাগলাম আমার বয়সের স্বল্পতার কারণে অজ্ঞতাবশত *(আহমাদ হা/২৬৩৯১; ইরওয়া হা/২০২১-এর আলোচনা, সনদ হাসান)*।

উল্লেখ্য যে, মাইয়েতের জন্য মাতম করা নিষেধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম করা হয় ক্বিয়ামতের দিন সে মৃতকে এ মাতমের জন্য শাস্তি দেয়া হবে' *(বুখারী হা/১২৯১; মিশকাত হা/১৭৪০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার-পরিজনের কান্নাকাটির দরুন আযাব দেয়া হয় *(বুখারী হা/১২৯০; মিশকাত হা/১৭৪২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে (মৃতের শোকে) আপন মুখমণ্ডলে আঘাত করে, জামার কলার ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় আহাজারী করে'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে মাথার চুল ছিঁড়ে উচ্চস্বরে বিলাপ করে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৭২৫)*।

প্রশ্ন (১১/১৭১) : দো'আ করার সময় যমীর পরিবর্তন বা সামান্য পরিবর্তন করা জায়েয হবে কি?

-নাজীদুল্লাহ, নযীপুর, নওগাঁ।

উত্তর : কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত দো'আসমূহ দো'আ হিসাবে বলার সময় সর্বনাম, বচন বা লিঙ্গ পরিবর্তন করে পাঠ করা যাবে। এ ব্যাপারে ইবনু তায়মিয়াহ, শায়খ বিন বাযসহ বিদ্বানগণ আলোকপাত করেছেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২২/৪৮৮; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৪০৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/৩০৮)*। যেমন রাসূল (ছাঃ) দো'আ করার সময় আল্ল-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র' পড়েছিলেন *(বুখারী হা/৪৫২২, ৬৩৮৯; বাক্বারাহ ২/২০১; মুসলিম হা/২৬৯০; মিশকাত হা/২৪৮৭; দ্র. 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)')*।

প্রশ্ন (১২/১৭২) : আমরা মোবাইলে কথা শেষে, কাউকে বিদায়ের সময় বা কোথাও থেকে চলে আসার সময় 'আল্লাহ হাফেয' বলে থাকি। এটা সুন্নাতসম্মত কি?

-আমীরুল ইসলাম, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তর : সরাসরি উক্ত বাক্যে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে দো'আ অর্থে আল্লাহ হাফেয, ফি আমানিল্লাহ, ফি হিফযিল্লাহ ইত্যাদি বাক্য ব্যবহারে দোষ নেই। যেমন জনৈক ছাহাবী সফরকালে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বিদায় চাইলে তিনি তার হাত ধরে বলেন, 'ফী হিফযিল্লাহ ওয়া ফী কানাফিল্লাহ'... (আল্লাহ্র হেফাযতে ও তাঁর রহমতের ছায়া তলে...) *(দারেমী হা/২৭১৩ সনদ জাইয়িদ, তাহকীক : সলীম আসাদ)*। তবে বিদায়ী সালাম আদান-প্রদানের পর এই দো'আ বলবে *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/৪৮২-৮৩)*। এছাড়াও সফরকালে বিদায়ের সময় পড়ার জন্য বিশুদ্ধ ও সুন্দর দো'আ সমূহ রয়েছে। যেমন *আসতাওদি'উল্লা-হা দীনাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তীমা আ'মা-লিকুম'* (আমি আপনার বা আপনাদের দ্বীন ও আমানত সমূহ এবং শেষ আমল সমূহকে আল্লাহ্র হেফাযতে ন্যস্ত করলাম') *(তিরমিযী প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৪৩৫)*।

উল্লেখ্য যে, অনেকে 'ভাল থাকুন' 'সুস্থ থাকুন' ইত্যাদি বলেন। এরূপ না বলে বরং 'আল্লাহ আপনাকে ভাল রাখুন, 'সুস্থ রাখুন' বলা উত্তম। কারণ মানুষ নিজে নিজে ভাল থাকতে পারে না আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত।

প্রশ্ন (১৩/১৭৩) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, ছালাতে মাইক ব্যবহারের কারণে মুকাব্বির প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে একটা সুন্নাতী আমল থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। এর জবাব কি?

-আদিল, কক্সবাজার।

উত্তর : মুকাব্বির নিযুক্তির উদ্দেশ্য ছিল মুছল্লীদের নিকট ইমামের আওয়াজ পৌঁছে দেওয়া। আর মাইক বা বক্স ব্যবহারে সে উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাচ্ছে। বরং নির্বিঘ্নে মুছল্লীদের নিকট আওয়াজ পৌঁছার ক্ষেত্রে এটি নিরাপদ ও যরূরী মাধ্যম। সুতরাং মাইক ব্যবহারে সুন্নাত বিলুপ্ত হয়েছে এমন ধারণা করা ঠিক নয় *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৭২-৭৫, ১৫/২১০)*।

প্রশ্ন (১৪/১৭৪) : আমার দাদা আমার ফুফুদের সম্মতি নিয়ে আমার পিতাকে অধিকাংশ জমি লিখে দিয়ে গেছেন। কিন্তু এখন আমার ফুফুরা এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পরকালে বিচার হবে বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। এক্ষণে উক্ত জমি আমার পিতা বা আমাদের জন্য ভোগ করা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ খোকন, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ফুফুরা সুস্পষ্ট সম্মতি দেওয়ার পরে কোন স্বার্থের কারণে বর্তমানে তা অস্বীকার করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ একবার সর্বসম্মতিক্রমে কাউকে সম্পত্তি দেওয়ার পর তা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করা বা ফিরিয়ে নেওয়া জায়েয নয়। তবে ফুফুরা সম্পদ দাবী করলে ফারায়েয মোতাবেক *(নিসা ১১-১২)* তাদের সম্পদ ফেরত দিলে তাদের প্রতি ইহসান করা হবে।

প্রশ্ন (১৫/১৭৫) : আমি একটি সরকারী প্রজেক্টে কাজ করি। বাচ্চাদের নাশতা প্রদান করতে হয়। নির্ধারিত সংখ্যায় নাশতা তৈরি করতে হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে বাচ্চাদের অনুপস্থিতির কারণে নাশতা থেকে যায়। সেগুলি পরে আর দেয়া সম্ভব হয় না, তাই সেগুলো আমি বাড়িতে নিয়ে যাই, এটা কি আমার জন্য জায়েয হবে?

-ফযলে রব্বী, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তর : যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকলে গুনাহ হবে না। তবে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত খাবার বাড়িতে নেওয়া জায়েয হবে না। কারণ উক্ত খাবারের মালিক সরকার বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যাকে আমরা কোন দায়িত্বে নিয়োগ করি আমরা তার রূযীর ব্যবস্থা করে থাকি। এর বাইরে যদি সে গ্রহণ করে, সেটি খেয়ানত হবে' *(আবূদাঊদ হা/২৯৪৩; মিশকাত হা/৩৭৪৮; ছহীহুত তারগীব হা/৭৭৯)*।

প্রশ্ন (১৬/১৭৬) : যে ব্যক্তি অন্তর থেকে বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'-এ হাদীছের ব্যাখ্যা কি?

-মুহাম্মাদ ফীরোযুল হক, ধুনট, বগুড়া।

উত্তর : হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে ও জেনে-বুঝে সেই মোতাবেক জীবন পরিচালনা করলে এবং আমৃত্যু এ অবস্থায় টিকে থাকতে পারলে সে জান্নাতে যাবে ইনশাআল্লাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস নিয়ে মারা যাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে *(মুসলিম হা/২৬; মিশকাত হা/৩৭)*। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি (আন্তরিকভাবে) এ ঘোষণা দিবে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং মারিয়াম-পুত্র ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল,...আর জান্নাত-জাহান্নাম সত্য, তাহ'লে তার আমল যা-ই হোক না কেন, আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন *(বুখারী হা/৩৪৩৫; মুসলিম হা/২৭)*। তিনি আরো বলেন, যার শেষ কথা হবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(আবুদাঊদ হা/৩১১৮; হাকেম হা/১২৯৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৭৯)*। উপরোক্ত হাদীছগুলো প্রমাণ করে যে, তাওহীদে বিশ্বাস থাকলে এবং শিরক না করলে, সে পাপী হলেও পাপের শাস্তি ভোগের পর একসময় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

প্রশ্ন (১৭/১৭৭) : স্বামী মারা গেলে স্ত্রী কিভাবে কতদিন ইদ্দত পালন করবে? তাকে কি ব্যবহৃত নাকফুল, কানের দুল ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলতে হবে?

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : স্বামী মারা গেলে স্ত্রী চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে *(বাক্বারাহ ২/২৩৪)*। ইদ্দত পালনকালে একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত বাড়ির বাইরে যাবে না; এমনকি আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতেও নয়। বাহ্যিক কোন সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে না। এমনকি কানের দুল, নাকফুল ইত্যাদিও পরা যাবে না *(ইবনু আব্দিল বার্র, আল-কাফী ২/৬২৩)*। উম্মু সালামাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে নারীর স্বামী মারা গেছে, সে (ইদ্দতকালে লাল বা) হলুদ রংয়ের কাপড় এবং গেরুয়া রঙের কাপড় পরবে না, অলঙ্কার পরবে না, চুলে বা হাতে মেহেদী লাগাবে না এবং চোখে সুরমা লাগাবে না *(আবুদাঊদ হা/২৩০৪; মিশকাত হা/৩৩৩৪; ইরওয়া হা/২১২৯)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন মহিলা তার কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করবে না। তবে তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত শোক পালন করবে। এই সময়সীমায় (ইদ্দতের মেয়াদকালে) সে রঙিন কাপড়-চোপড় পরিধান করবে না। তবে কালো রঙে রঞ্জিত চাদর পরিধান করতে পারবে। সে চোখে সুরমা লাগাবে না এবং কোন সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। সে হায়েয থেকে পবিত্র হ'লে (পবিত্রতার নির্দশন স্বরূপ) কুস্ত ও আযফার নামক সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে' *(মুসলিম হা/৯৩৮; মিশকাত হা/৩৩৩১)*। অতএব স্বামীর জন্য শোক পালনকারী নারী স্বামীর মৃত্যুতে সৌন্দর্য প্রকাশ না করার স্বার্থে কানের দুল ও নাকফুল খুলে ফেলবে।

প্রশ্ন (১৮/১৭৮) : কোন মসজিদের ইমাম ইট ভাটা আগুন দিয়ে উদ্বোধন করতে পারবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : যেকোন বৈধ কাজ সৎমানুষ দ্বারা উদ্বোধন করানো যাবে। মসজিদের ইমাম ইটের ভাটা আগুন প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করলে তাতে দোষ নেই। কেননা আগুন দিয়েই ইট পোড়ানো হয়। উল্লেখ্য যে, মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরী করার ব্যাপারে কোন কোন এলাকায় কুসংস্কার রয়েছে। মূলত আগুনে মাটি পোড়ানো এবং ইট বানিয়ে নির্মাণ কাজ করা দুনিয়াবী প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আর পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহ তা'আলা মানুষের ব্যবহার ও কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৯; হজ্জ ২২/৬৫)*। এছাড়া শরী'আতে মূলত মাটি, গাছ ইত্যাদি কোন জড় বস্তুকে পোড়াতে নিষেধ করা হয়নি *(বুখারী হা/২৩২৬; মুসলিম হা/১৭৪৬)*।

প্রশ্ন (১৯/১৭৯) : লোকলজ্জার ভয়ে কোন গুনাহ ছেড়ে দিলে পাপ হবে কি?

-ইশতিয়াক, মেহেরপুর।

উত্তর : আল্লাহর ভয়ে অনুতপ্ত না হয়ে এমনিতেই গুনাহ ছাড়লে সে পাপ মুক্ত হবে না। তাছাড়া ছওয়াবের উদ্দেশ্য না থাকলে সে এতে কোন ছওয়াব পাবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১০/৭৩৮; ইবনুল ক্বাইয়িম, শিফাউল আলীল ১/১৭০)*। আর সাধারণভাবে লোকলজ্জায় কোন পাপ বর্জন করলে ক্ষেত্রবিশেষে ছওয়াব হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৪/২২৪; ওছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ২২/১১৬)*। তবে কেউ যদি আল্লাহ্র ভয়ে গোনাহ ছেড়ে দেয়, তাহ'লে সে পূর্ণ ছওয়াবের অধিকারী হবে; এমনকি তার পাপগুলো নেকীতে পরিবর্তন করে দেয়া হবে *(ফুরক্বান-মাক্কী ২৫/৭০)*।

প্রশ্ন (২০/১৮০) : বোনদের বঞ্চিত করে মায়ের সম্পদ ভাইয়েরা কৌশলে মায়ের কাছ থেকে লিখে নিলে ভাইদের পরকালীন শাস্তি কি হবে?

-এ্যাড. শিউলী খাতুন, জয়দেবপুর, গাযীপুর।

উত্তর : বোনদের সম্পদ বা মীরাছ থেকে বঞ্চিত করা কবীরা গোনাহ *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ৪/৩০৬; বিন বায, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২০/২২১)*। এমতাবস্থায় মায়ের নিকট থেকে লিখিত জমি ভাইয়েরা প্রাপ্য অনুযায়ী বোনদের মাঝে বণ্টন করে দিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে কেউ অন্যায়ভাবে এক বিঘত পরিমাণ জমি জবর দখল করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক যমীনের বেড়ী পরানো হবে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৯৩৮)*। তিনি আরো বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তি তার

মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার সম্মান বা অন্য কিছুতে কোন যুলুম ও অন্যায় করে থাকে, তাহ'লে সেদিন আসার পূর্বেই সে যেন আজই তার নিকট হ'তে (ক্ষমা চাওয়া অথবা হক পরিশোধ করার মাধ্যমে) নিজেকে মুক্ত করে নেয়; যেদিন (ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য) না দীনার থাকবে, না দিরহাম। (সেদিন) যালেমের নেক আমল থাকলে তার যুলুম অনুপাতে নেকী তার নিকট থেকে কেটে নিয়ে (মযলূমকে দেওয়া) হবে। পক্ষান্তরে যদি তার নেকী না থাকে (অথবা নিঃশেষ হয়ে যায়) তাহ'লে তার (মযলূম) বিবাদীর গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে *(মুসলিম হা/২৫৮১; বুখারী হা/৬৫৩৪; মিশকাত হা/৫১২৭)*। অতএব কোনভাবেই বোনদের জমি জবরদখল করা যাবে না।

প্রশ্ন (২১/১৮১) : বাসার আশেপাশে বিদ'আতী মসজিদ হওয়ায় বাড়িতে নির্দিষ্ট মুছাল্লায় একাকী বা দুই একজন নিয়ে নিয়মিতভাবে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-সানিন, চট্টগ্রাম।

উত্তর : প্রথমত সুন্নাতী তরীকায় ছালাত আদায় করা হয়, এমন মসজিদে ছালাত আদায়ের চেষ্টা করবে, যদিও তা দূরে হয়। আর যদি এমন মসজিদ না পাওয়া যায়, তবে পার্শ্বস্থ মসজিদে গিয়েই জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে, যদি ইমামের বিদ'আত এমন না হয়, যা তাকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/৩৫৬)*। আর ইমাম যদি কবরপূজারী হয় ও প্রকাশ্য শিরককারী হয়; তবে তার পিছনে ছালাত হবে না। সেক্ষেত্রে বিকল্প মসজিদ না পেলে বাড়িতেই ছালাত আদায় করবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৭/৩৬৪)*।

প্রশ্ন (২২/১৮২) : অন্তরকে আল্লাহমুখী করার জন্য কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর যিকির সশব্দে বা নিঃশব্দে করা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান, সেনগ্রাম, সিলেট।

উত্তর : অন্তরকে আল্লাহমুখী করার জন্য ছালাত হ'ল সর্বোত্তম যিকর' *(ত্বোয়াহা ১৪)*। এছাড়া অন্য যেকোন যিকর নীরবে করা উত্তম। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাক বিনীতভাবে ও চুপে চুপে। নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘন কারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর মনে মনে, কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে, অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়। আর তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*। তবে কিছু ক্ষেত্রে অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সরবে যিকির করা যায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) ছালাতান্তে সরবে যিকির করতেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর সময় মুছল্লীগণ ফরয ছালাত শেষ হ'লে সরবে যিকর করতেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি এরূপ শুনে বুঝতাম, মুছল্লীগণ ছালাত শেষ করেছেন *(বুখারী হা/৮৪১; মুসলিম হা/৫৮৩)*।

সুতরাং ছালাতান্তে সরবে যিকির করা মুস্তাহাব হ'লেও অন্যান্য সময় নিম্নস্বরে যিকির করা উত্তম *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩৩৬; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/২৪৭-৪৮)*।

প্রশ্ন (২৩/১৮৩) : আমি হজ্জে গিয়ে ভুলবশত একাধিক ওয়াজিব তরক করেছি। কিন্তু আমি একটি মাত্র দম বা কাফফারা দিয়েছি। এটা কি সঠিক হয়েছে?

-আবুল কালাম আজাদ, জামালপুর।

উত্তর : একাধিক ওয়াজিব ছুটে গেলে একাধিক দম দিতে হবে। সুতরাং একটি দম দেওয়া যথেষ্ট হয়নি। বরং যে কয়টি ওয়াজিব ছুটে গেছে সেটি হিসাব করে দম দিতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/৩৪২; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৩/৪০০)*। আর যদি ওয়াজিবগুলো ভুলক্রমে তরক করা হয় এবং কাফফারা দিতে অক্ষম হয়, তাহ'লে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইবে *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ক্রমিক ১৪৬১, ২৩/৪০১)*।

প্রশ্ন (২৪/১৮৪) : মানবরচিত যেকোন বিধান মেনে চলা শিরকের পর্যায়ভুক্ত পাপ। এক্ষণে সরকারী চাকুরিজীবীরা সবাই শিরকের কাজে সহায়তার দায়ে অপরাধী হবেন কি?

-মীযানুর রহমান, আসাম, ভারত।

উত্তর : মানব রচিত বিধান শরী'আহ বিরোধী না হ'লে তা শিরকের মধ্যে গণ্য হবে না। এক্ষণে সরকারী কর্মজীবীরা রাষ্ট্রের অধীনে কাজ করে। রাষ্ট্র তার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তাকে কোন শিরকী কাজ করার আদেশ দিলে সাধ্যানুযায়ী তা পরিহার করবে। এরপরেও তা করতে বাধ্য করা হ'লে সরকার গোনাহগার হবে, ব্যক্তি নয়। এছাড়া সরকারী কর্মকর্তারা নিজ দায়িত্বে থেকে সরকারকে শিরক ও কুফরী কাজ বর্জনের নছীহত করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দ্বীন হ'ল কল্যাণ কামনা করার নাম। আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ্র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিমদের শাসকদের জন্য এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্য *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শাসকের নিকট থেকে কেউ অপসন্দনীয় কিছু দেখলে সে যেন ধৈর্যধারণ করে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬৬৭)*। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় তাদের হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র নিকটে চাও' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬৭২)*। 'কেননা তাদের পাপ তাদের উপর এবং তোমাদের পাপ তোমাদের উপর বর্তাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৩)*। তিনি বলেন, তোমরা তাদের হক দিয়ে দাও। কেননা আল্লাহ শাসকদেরকেই জিজ্ঞেস করবেন তাদের শাসন সম্পর্কে, *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬৭৫)*।

প্রশ্ন (২৫/১৮৫) : স্ত্রী রাগের মাথায় স্বামীকে মেসেজ দিয়ে ৩ তালাক দিয়েছে। এটা তালাক হিসাবে গণ্য হবে কি?

-তামীম, গাজীপুর।

উত্তর : এটা তালাক হিসাবে গণ্য হবে না। কারণ তালাক প্রদানের অধিকার স্বামীর হাতে, স্ত্রীর নয় *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৯/০২)*। তবে স্বামীর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে স্ত্রী চাইলে তালাক প্রার্থনা করতে পারে বা আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে *(বাহূতী, কাশশাফুল ক্বেনা' ৫/১৯৩; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৯/৬২-৬৩; ফাতাওয়া ইসলামিয়া*

www.at-tahreek.com

৩/২১২)। উল্লেখ্য যে, কোন স্ত্রী যদি বিনা ওযরে তালাক চায় তবে তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম করে দেয়া হয় *(আবূদাঊদ হা/২২২৬; মিশকাত হা/৩২৭৯; ছহীহুল জামে' হা/২৭০৬)*।

প্রশ্ন (২৬/১৮৬) : ক্যাফেইন কি হারাম ও নেশাদার খাদ্য? যদি হয় তবে খাবারে কতটুকু ক্যাফেইন থাকলে তা খাওয়া যাবে না?

*-*সুমন মিয়াঁ, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।*
[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স. স.)।]

উত্তর : মদ খাওয়া নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ৯০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সকল মাদক নিষিদ্ধ *(মুসলিম হা/১৭৩৩; মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। তিনি বলেন, যার বেশীটা মাদকতা আনে, তার কমটাও হারাম *(তিরমিযী হা/১৮৬৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩৬৪৫)*। তিনি বলেন, তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ো না এবং ক্ষতি করো না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*। অতএব যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তা নিষিদ্ধ। তবে ক্যাফেইন নিষিদ্ধ নয়। কেননা এটি হ'ল কফির নির্যাস, যা মানুষকে অনেকটা চাঙ্গা করে তোলে। এর মধ্যে মাদকতা নেই। তাছাড়া আল্লাহ মদকে হারাম করেছেন। কিন্তু মদের উপাদানকে হারাম করেননি। যেমন আঙ্গুর থেকে মদ তৈরি হয়। কিন্তু আঙ্গুর খাওয়া হারাম করেননি। সবচেয়ে বেশী মদ তৈরী হয় আপেল থেকে। কিন্তু আপেল হারাম নয়। অতএব ক্যাফেইন হারাম নয় *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব, অডিও রেকর্ড নং ৩৩৩; জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, রিসালাতুন ফিশ-শাই ওয়াল ক্বাহওয়াহ ১/১৭-১৯)*।

প্রশ্ন (২৭/১৮৭) : অর্থ বা মর্ম না বুঝে কেবল কুরআন হেফয করলে নেকী পাওয়া যাবে কি? আর কুরআনের সর্বনিম্ন কতটুকু অংশ হেফয করলে হাফেযের মর্যাদা পাওয়া যাবে?

-আমীনুল ইসলাম, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : অর্থ না বুঝে কুরআন তেলাওয়াত করলেও তেলাওয়াতের ছওয়াব পাওয়া যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাব হ'তে একটি হরফ পাঠ করবে তার জন্য দশটি নেকী রয়েছে *(তিরমিযী হা/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭)*। তবে কুরআন বুঝে তেলাওয়াত করা অধিক ছওয়াবের কারণ। আল্লাহ বলেন, এটি এক বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*। তিনি আরো বলেন, তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ? *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*। অতঃপর যারা সম্পূর্ণ কুরআন হেফয করে এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে তাদেরকেই 'হাফেয' বলা হয়।

প্রশ্ন (২৮/১৮৮) : নখ কাটার পর তা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়, নইলে পরকালে শাস্তি পেতে হয়। কথাটা কি ঠিক?

-আজীবর রহমান, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : মাথার চুল, নখ ইত্যাদি মাটির নীচে পুঁতে ফেলা উত্তম বলে কিছু কিছু বিদ্বান অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এটি যরূরী নয় *(নববী, আল-মাজমূ' ১/২৯০; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/৬৬)*। ইবনে ওমর (রাঃ) সহ একাধিক ছাহাবীর আমল থেকে পুঁতে ফেলার প্রমাণ পাওয়া যায়। নাফে' (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নখ, চুল কাটার পর তা মাটিতে পুঁতে ফেলতেন *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/৬৬)*। আরো কিছু বর্ণনা পাওয়া গেলেও সনদের দিক দিয়ে তা সেগুলো অত্যন্ত দুর্বল *(আলবানী, যঈফাহ হা/২৩৫৭)*। তবে এই বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি।

প্রশ্ন (২৯/১৮৯) : কুরবানীর সময় অনেকেই বলে থাকেন যে, কুরবানী কবুল না হ'লে পুলছিরাত পার হওয়া যাবে না। একথার সত্যতা আছে কি?

জাহেদুল ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : উক্ত মর্মে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যার সবগুলো যঈফ ও জাল *(আলবানী, যঈফাহ হা/১২৫৫, ২৬৮৭)*।

প্রশ্ন (৩০/১৯০) : মসজিদের পার্শ্বেই বাসা হওয়ায় পুরো ছালাত বাড়ি থেকে শোনা যায়। এক্ষণে মহিলারা গৃহাভ্যন্তর থেকে উক্ত জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-মঈনুল ইসলাম, ঝাড়খণ্ড, ভারত।

উত্তর : বাড়িতে থেকে জামা'আতে অংশগ্রহণ করা যাবে না। কেননা জামা'আত হওয়ার জন্য শর্ত হ'ল কাতারের সাথে কাতার মিলে থাকা এবং ইমাম বা অন্য মুছল্লীদের দেখতে পাওয়া অথবা ইমামের আওয়াজ শুনতে পাওয়ার মাধ্যমে স্থানিক ঐক্য সাধিত হওয়া, যা বাড়ির মধ্যে থেকে সম্ভব নয় *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/২০০; মুগনী ৩/৪৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/৩১-৩২)*।

প্রশ্ন (৩১/১৯১) : কবরের পাশে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি? এছাড়া কবরের পাশে গিয়ে দো'আ করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-রিফাত মাহমূদ, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : কবরের পাশে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে না। শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তির জন্য কবরের পাশে বা যে কোন স্থানে গিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা বিদ'আত *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৩৩৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৯/৪৩)*। কবরস্থানে গিয়ে সূরা ইয়াসীন পাঠের ফযীলত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তা মওযূ বা জাল *(যঈফাহ হা/১২৪৬)*। উল্লেখ্য যে, আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) একটি উট যবেহ করা ও তার গোশত বণ্টনের সময় পরিমাণ কবরের পাশে থাকার যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেটি তাঁর নিজস্ব মত। যার সমর্থনে কোন ছাহাবীর আমল নেই *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/১৩২)*। আর কবরের পাশে দো'আ করার বিশেষ কোন ফযীলত নেই। এমনকি রাসূল (ছাঃ) কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। পরে অনুমতি দেন। কেননা এটি মৃত্যুকে স্মরণ করায় *(মুসলিম হা/৯৭৬; মিশকাত হা/১৭৬৩)*।

প্রশ্ন (৩২/১৯২) : আমি একজন ছাত্র এবং চাকুরীও করি। আমার পরিবারের সূদী ঋণ রয়েছে, যার দায়িত্ব এখন আমার কাঁধে। চাকুরীতে যা পাই তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করি।

অন্যদিকে ফেৎনা থেকে বাঁচার জন্য বিবাহ করাও একান্ত যরূরী। কিন্তু ঋণ পরিশোধের আগ পর্যন্ত বিবাহ করতে পারছি না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-মাহদী হাসান শামীম, চিলমারী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : যদি বিলম্বে ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ থাকে তাহ'লে বিবাহ করে ধীরে ধীরে ঋণ পরিশোধ করবে। আল্লাহ বলেন, যদি তারা নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন *(নূর ৩২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার জন্য ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করা দায়িত্ব হয়ে যায় যে গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য বিবাহ করে *(নাসাঈ হা/৩২১৮; ছহীহুল জামে' হা/৩০৫০)*। তবে যদি বিলম্বে ঋণ পরিশোধ করা না যায়, তাহ'লে ধৈর্য ধারণ করবে এবং ছিয়াম পালন করবে। আল্লাহ বলেন, আর যাদের বিবাহের সঙ্গতি নেই, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন *(নূর ৩৩)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৯৩) : চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে সামনে সিজদার পরিমাণ স্থান রাখতে হবে কি?

-আবুল হোসাইন, দারুসা, রাজশাহী।

উত্তর : চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করলেও সুৎরা পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে। কারণ সে মাথা নিচু করে ইশারায় হ'লেও রুকূ ও সিজদা করবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৬/২১)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৯৪) : ডাক্তারগণ ব্যবস্থাপত্র লেখার সময় আরএক্স (RX) দিয়ে শুরু করেন। সেটা গ্রীক দেবতাদের নির্দেশ করে কি? সব ডাক্তারকেই অন্তত মেডিকেলে পড়ার সময় এই চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। এটা শরী'আত সম্মত কি?

-আব্দুছ ছবূর, বাজলা, জয়পুরহাট।

উত্তর : Rx নিয়ে কয়েকটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে। কেউ বলেন, এর দ্বারা রোমান দেবতা জুপিটার গ্রহ উদ্দেশ্য, যার শুভদৃষ্টিতে রোগ উপশম হবে বলে বিশ্বাস করা হয়। কারো মতে, এর দ্বারা বুঝানো হয় refer to x বা যিশুর নামে শুরু করছি। তবে চিকিৎসাশাস্ত্রের অভিধান মতে, Rx ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ উপায়, কৌশল, পদ্ধতি এবং নেয়া বা গ্রহণ করা (Recipe ও to take) প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয় *(ড. মোহাম্মাদ আমীন, বাংলা ভাষার মজা)*। অনেকের মতে, Rx অর্থ Report Extended। শরীরের রোগ নির্ণয়পূর্বক এমন একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন, যেখানে পরবর্তী করণীয় সমূহ বর্ণিত থাকে। এজন্য প্রেসক্রিপশনের সূচনায় Report Extended-এর পরিবর্তে সংক্ষেপে Rx লেখা হয়। সর্বোপরি সন্দেহপূর্ণ হওয়ায় এরূপ সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।

প্রশ্ন (৩৫/১৯৫) : মাসবূক তথা জামা'আত শুরুর পর ছালাতে যোগদানকারী কিভাবে ছালাত শুরু করবে?

-সাইফুল ইসলাম, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : তাকবীরে তাহরীমার পর মাসবূক ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থায় ছালাতে অংশগ্রহণ করবে। ইমামের সাথে যে কয় রাক'আত পাবে সেগুলো তার প্রথম দিকের রাক'আত হিসাবে গণ্য করবে এবং ইমাম সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে বাকী রাক'আতগুলো আদায় করবে। বাকীগুলো পরের রাক'আত হিসাবে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যখন ছালাত রুকূ অবস্থায় পাবে তোমরা রুকূতে শামিল হবে। আর যখন সিজদারত অবস্থায় পাবে, তখন তোমরা সিজদায় শামিল হয়ে যাবে। আর দাঁড়ানো অবস্থায় পেলে দাঁড়িয়ে যাবে। তবে রুকূ না পেলে উক্ত সিজদা ছালাতের রাক'আত হিসাবে গণ্য করবে না' *(ছহীহাহ হা/১১৮৮)*। তিনি আরো বলেন, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণের জন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যখন তোমরা ছালাত আদায় করতে আস, তখন ধীরস্থিরভাবে আস। যেটুকু পাও তা পড় আর যেটুকু ছুটে যায় তা পূর্ণ কর' *(বুখারী হা/৬৩৫; মিশকাত হা/৬৮৬)*।

প্রশ্ন (৩৬/১৯৬) : অনেকেই মসজিদে বিভিন্ন পণ্য কিংবা ফলমূল দান করেন। সেগুলো সবাইকে ডেকে নিলামে তুলে বিক্রয় করা জায়েয হবে কি?

-তাওহীদুল ইসলাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : দানকৃত বস্তু বিক্রয় করে তা দাতার উদ্দেশ্য মোতাবেক ব্যবহার করলে জায়েয হবে; নতুবা নয়। তবে মসজিদের ভিতরে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না *(তিরমিযী হা/৩২২; মিশকাত হা/৭৩২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমরা মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখবে তখন বলবে, আল্লাহ যেন আপনার ব্যবসায় লাভ না দেন' *(তিরমিযী হা/১৩২১; মিশকাত হা/৭৩৩)*। অবশ্য ছালাত শেষে মসজিদের বাইরে ক্রয়-বিক্রয়ে কোন বাধা নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/২৮৭)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৯৭) : জনৈক ইমাম ভুলবশত জানাযার ছালাতে দ্বিতীয় তাকবীরে জানাযার দো'আ ও তৃতীয় তাকবীরে দরূদ পাঠ করেছেন। এক্ষণে উক্ত ছালাত হবে কি?

-ইবাদুর রহমান, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : জানাযার ছালাতে নিয়ত, ক্বিয়াম, চার তাকবীর, সূরা ফাতিহা পাঠ, দরূদ পাঠ, মাইয়েতের জন্য জানাযার দো'আ ও সালামের মাধ্যমে ছালাত সমাপ্ত করা এক একটি রুকন। যার কোন একটি বাদ পড়লে ছালাত বাতিল হয়ে যাবে। কোন কোন বিদ্বান ধারাবাহিকতাকেও রুকন হিসাবে গণ্য করেছেন। তবে ভুলবশত ধারাবাহিকতায় লংঘন হ'লে ছালাত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ *(আহমাদ কারামী, দলীলুত ত্বালিব ১/৬৯; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/১৭)*।

প্রশ্ন (৩৮/১৯৮) : হাক্কুল ইবাদ তথা যেসব পাপ করলে মানুষের কাছেই ক্ষমা চাইতে হয়, এরূপ কাজ সম্পর্কে দলীলসহ জানতে চাই।

-রবীউল আউয়াল, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : বান্দার হক বা অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলোই হাক্কুল ইবাদ। যেমন কারো অর্থ বা জমি আত্মসাৎ করা ইত্যাদি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে ছালাত-ছিয়াম-যাকাত ইত্যাদি আদায় করে

আসবে। সাথে ঐসব লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারু উপরে অপবাদ দিয়েছে, কারু মাল গ্রাস করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। তখন ঐসব পাওনাদারকে ঐ ব্যক্তির নেকী থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন ঐসব লোকদের পাপসমূহ এই ব্যক্তির উপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : আমার ব্যাংক একাউন্টে কিছু টাকা আছে। সেখানে প্রতিবছর সূদ হয়। আবার বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ কাটা হয়। আমি সূদের টাকা থেকে সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করি। বাকি টাকা ছওয়াবের আশা ছাড়াই দান করে দেই। এটা সঠিক হচ্ছে কি?

-মাহদী হাসান, গাযীপুর।

উত্তর : মূল অর্থ গ্রহণ করায় দোষ নেই। মূল অর্থ থেকে আগত লভ্যাংশ ছওয়াবের আশা ছাড়াই ছাদাক্বা করে দিতে হবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৯/৩৫১; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/৩০৭; ২৯/৩০৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি হারাম মাল সঞ্চয় করে, অতঃপর তা থেকে ছাদাক্বা করে, তাতে সে ছওয়াব পাবে না এবং এর পাপ তার উপরই বর্তাবে' *(হাকেম হা/১৪৪০; ছহীহুত তারগীব হা/৮৮০)*।

প্রশ্ন (৪০/২০০) : মানুষের মৃত্যুর পর বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আগমনের অপেক্ষায় লাশ বিলম্বে দাফন করা শরী'আতসম্মত কি?

-রবিউল ইসলাম, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : এটা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা জানাযা করে দ্রুত লাশ দাফন কর। কেননা যদি মৃত ব্যক্তি পুণ্যবান হয়, তবে তোমরা 'ভাল'-কে দ্রুত কবরে সমর্পণ কর। আর যদি অন্যরূপ হয়, তাহ'লে 'মন্দ'-কে দ্রুত তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দাও' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৪৬)*। বিশেষতঃ বর্তমানে যেভাবে লাশ হিমঘরে রেখে কয়েকদিন বিলম্ব করা হয়, তা আদৌ ঠিক নয়। তবে বাধ্যগত প্রয়োজনে বিলম্ব করা যেতে পারে। কিন্তু তা কাউকে দেখানোর জন্য নয়। কেননা দাফনের পরে এসে কবরে জানাযা করায় কোন বাধা নেই *(বুখারী হা/১৩২১, নাসাঈ হা/১৫৩৩)*।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

মেকলে বলেছিলেন, আমরা এদেশ থেকে চলে গেলেও এমন শিক্ষাব্যবস্থা রেখে যাব, যেখানে তৈরী হবে, a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect. 'এমন একটি শ্রেণী যারা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয় এবং রুচি, মতামত, নৈতিকতা ও বুদ্ধিমত্তায় হবে ইংরেজ'। দেখা গেল, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই যে 'কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪' পেশ করা হয়, সেখানে ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাতিল করা হয় এবং নাচ-গান অপরিহার্য করার সুফারিশ করা হয়। সেই থেকে এযাবৎ একই ধারায় দেশে দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। বরং বর্তমান সরকারের আমলে নূরুল ইসলাম নাহিদ (২০০৯-২০১৯) ও দীপুমণির (২০১৯-২০২৪) সময় নাস্তিক্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। যা দেশের আপামর জনসাধারণের আক্বীদা-বিশ্বাস ও সামাজিক রীতি-নীতির বিরোধী। অথচ জনগণের ভোট নিয়ে ক্ষমতায় বসে গণবিরোধী কাজ করতে এইসব বামদের একটুও বিবেকে বাঁধেনা। এতেই মনে হয় যে, এরা বিদেশের দেওয়া এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করছেন। তাদের জানা উচিত ছিল যে, দেশের মুসলমানদের হাতে 'কুরআন' আছে। যা থেকে তারা কখনই বিচ্ছিন্ন হবে না ইনশাআল্লাহ। যেমন সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়াম গ্লাডস্টোন (১৮৮২-১৮৯৪) ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে 'কুরআন' হাতে নিয়ে বলেছিলেন, So long as this book remained with the Muslims in that country and they respected and followed it, the British would never be able to dominate them. He added that the only solution was to try and separate the Holy Qur'an from the Muslims of Egypt. 'যতদিন ভারতবর্ষের মুসলমানদের হাতে এই কুরআন থাকবে এবং তারা একে সম্মান করবে ও অনুসরণ করবে, ততদিন ইংরেজরা তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে কখনই সক্ষম হবে না। এই সাথে তিনি যোগ করে বলেন, একমাত্র সমাধান হ'ল পবিত্র কুরআনকে মিসরীয় মুসলমানদের থেকে পৃথক করা ও সেজন্য চেষ্টা করা'। তাই বাংলাদেশের জনগণ কখনই এই ফালতু শিক্ষা কারিকুলাম গ্রহণ করেনি। ফলে বেসরকারী উদ্যোগে সর্বত্র ইসলামী শিক্ষা কারিকুলাম ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে এবং সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল সার্টিফিকেট বিতরণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

অতএব আমরা অবশ্যই চাইব এমন একজন সাহসী শিক্ষামন্ত্রীকে, যিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সার্বিক কল্যাণের জন্য দেশে একক ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবেন। যাতে ধ্বংসোন্মুখ পাশ্চাত্য সভ্যতার ন্যায় আমাদের দেশের তরুণ ও যুবসমাজের নৈতিক চরিত্র ভোগ-লিপ্সার ফেনিল স্রোতে ধসে না পড়ে এবং আসমানী ও যমীনী গযবে দেশ ধ্বংস না হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের পরবর্তী বংশধরদের রক্ষা করুন-আমীন! *(স.স.)*।

হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল

সূচীপত্র

০ আবাসিক — আমাদের সেবা সমূহ — ০ মিটিং রুম

০ রেষ্টুরেন্ট | ০ কনফারেন্স হল | ০ কমিউনিটি সেন্টার | ০ ট্রেনিং সেন্টার

রাজশাহীতে আগত সকল অতিথিদের হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল-এর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আপনারা স্বাবান্ধব আমন্ত্রিত।

আসুন! আমরা যার যার অবস্থান থেকে দেশ ও মানুষের জন্য কিছু করি, আমরা সবাই মিলে স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ি।

যোগাযোগ : আম চত্বর, বাইপাস রোড, নতুন বাস টার্মিনাল, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

01784-400700 www.hotelstarint.com hotelstarint

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২০২৪ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ ফেব্রুয়ারী	১৯ রজব	১৮ মাঘ	বৃহস্পতি	০৫:২২	০৬:৩৯	১২:১২	০৩:২২	০৫:৪৪	০৭:০২
০৩ ফেব্রুয়ারী	২১ রজব	২০ মাঘ	শনিবার	০৫:২১	০৬:৩৮	১২:১২	০৩:২৩	০৫:৪৬	০৭:০৩
০৫ ফেব্রুয়ারী	২৩ রজব	২২ মাঘ	সোমবার	০৫:২০	০৬:৩৭	১২:১২	০৩:২৪	০৫:৪৮	০৭:০৪
০৭ ফেব্রুয়ারী	২৫ রজব	২৪ মাঘ	বুধবার	০৫:১৯	০৬:৩৬	১২:১২	০৩:২৫	০৫:৪৯	০৭:০৫
০৯ ফেব্রুয়ারী	২৭ রজব	২৬ মাঘ	শুক্রবার	০৫:১৯	০৬:৩৫	১২:১৩	০৩:২৬	০৫:৫০	০৭:০৬
১১ ফেব্রুয়ারী	২৯ রজব	২৮ মাঘ	রবিবার	০৫:১৮	০৬:৩৪	১২:১৩	০৩:২৬	০৫:৫১	০৭:০৭
১৩ ফেব্রুয়ারী	০২ শা'বান	৩০ মাঘ	মঙ্গলবার	০৫:১৭	০৬:৩২	১২:১৩	০৩:২৭	০৫:৫২	০৭:০৯
১৫ ফেব্রুয়ারী	০৪ শা'বান	০২ ফাল্গুন	বৃহস্পতি	০৫:১৫	০৬:৩১	১২:১২	০৩:২৮	০৫:৫৪	০৭:১০
১৭ ফেব্রুয়ারী	০৬ শা'বান	০৪ ফাল্গুন	শনিবার	০৫:১৪	০৬:৩০	১২:১২	০৩:২৯	০৫:৫৫	০৭:১১
১৯ ফেব্রুয়ারী	০৮ শা'বান	০৬ ফাল্গুন	সোমবার	০৫:১৩	০৬:২৮	১২:১২	০৩:২৯	০৫:৫৬	০৭:১১
২১ ফেব্রুয়ারী	১০ শা'বান	০৮ ফাল্গুন	বুধবার	০৫:১২	০৬:২৭	১২:১২	০৩:৩০	০৫:৫৮	০৭:১২
২৩ ফেব্রুয়ারী	১২ শা'বান	১০ ফাল্গুন	শুক্রবার	০৫:১০	০৬:২৫	১২:১২	০৩:৩০	০৫:৫৮	০৭:১৩
২৫ ফেব্রুয়ারী	১৪ শা'বান	১২ ফাল্গুন	রবিবার	০৫:০৯	০৬:২৪	১২:১১	০৩:৩১	০৫:৫৯	০৭:১৪
২৭ ফেব্রুয়ারী	১৬ শা'বান	১৪ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	০৫:০৭	০৬:২২	১২:১১	০৩:৩১	০৬:০০	০৭:১৫
২৯ ফেব্রুয়ারী	১৮ শা'বান	১৬ ফাল্গুন	বৃহস্পতি	০৫:০৫	০৬:২০	১২:১১	০৩:৩১	০৬:০১	০৭:১৬
০১ মার্চ	১৯ শা'বান	১৭ ফাল্গুন	শুক্রবার	০৫:০৫	০৬:২০	১২:১১	০৩:৩১	০৬:০২	০৭:১৬
০৩ মার্চ	২১ শা'বান	১৯ ফাল্গুন	রবিবার	০৫:০৩	০৬:১৮	১২:১০	০৩:৩২	০৬:০৩	০৭:১৭
০৫ মার্চ	২৩ শা'বান	২১ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	০৫:০২	০৬:১৬	১২:১০	০৩:৩২	০৬:০৪	০৭:১৮
০৭ মার্চ	২৫ শা'বান	২৩ ফাল্গুন	বৃহস্পতি	০৫:০০	০৬:১৫	১২:০৯	০৩:৩২	০৬:০৪	০৭:১৯
০৯ মার্চ	২৭ শা'বান	২৫ ফাল্গুন	শনিবার	০৪:৫৮	০৬:১৩	১২:০৯	০৩:৩২	০৬:০৫	০৭:২০
১১ মার্চ	২৯ শা'বান	২৭ ফাল্গুন	সোমবার	০৪:৫৬	০৬:১১	১২:০৮	০৩:৩২	০৬:০৬	০৭:২১
১৩ মার্চ	০২ রামাযান	২৯ ফাল্গুন	বুধবার	০৪:৫৪	০৬:০৯	১২:০৮	০৩:৩২	০৬:০৭	০৭:২১
১৫ মার্চ	০৪ রামাযান	০১ চৈত্র	শুক্রবার	০৪:৫২	০৬:০৭	১২:০৭	০৩:৩২	০৬:০৮	০৭:২২

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−১	−১	−২	−২
গাযীপুর	+১	+১	০	−১	০
শরীয়তপুর	০	+১	+১	+১	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	−১	−১
টাঙ্গাইল	+৩	+২	+২	+১	+১
কিশোরগঞ্জ	−১	−১	−২	−৩	−২
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+১	+১
মুন্সিগঞ্জ	০	০	০	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+১	+১	+১	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+২	+৩	+৩	+৩	+২
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+৩	+২	+১	০	+১
ময়মনসিংহ	+১	০	−১	−১	−১
জামালপুর	+৩	+২	+১	০	+১
নেত্রকোণা	০	−১	−২	−৩	−২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫
সাতক্ষীরা	+৫	+৬	+৬	+৬	+৫
মেহেরপুর	+৮	+৮	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৭	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৬	+৬	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৩	+৪	+৪	+৪	+৪
বাগেরহাট	+২	+৩	+৩	+৩	+৩
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+১	+১	+২	+২	+১
পটুয়াখালী	০	+১	+১	+২	+১
পিরোজপুর	+২	+২	+৩	+৩	+২
বরিশাল	০	+১	+১	+১	০
ভোলা	−১	০	০	০	−১
বরগুনা	+১	+২	+২	+৩	+২

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৩	+২	+২	+২
পাবনা	+৫	+৫	+৪	+৪	+৪
বগুড়া	+৫	+৫	+৩	+৩	+৩
রাজশাহী	+৮	+৮	+৭	+৬	+৭
নাটোর	+৬	+৬	+৫	+৫	+৫
জয়পুরহাট	+৭	+৬	+৪	+৪	+৪
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৯	+৮	+৭	+৮
নওগা	+৭	+৬	+৫	+৪	+৫

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+৯	+৮	+৫	+৫	+৬
দিনাজপুর	+৮	+৮	+৬	+৫	+৬
লালমণিরহাট	+৫	+৪	+২	+১	+২
নীলফামারী	+৮	+৭	+৪	+৪	+৫
গাইবান্ধা	+৫	+৪	+২	+১	+২
ঠাকুরগাঁও	+৯	+৮	+৬	+৫	+৬
রংপুর	+৬	+৫	+৩	+২	+৩
কুড়িগ্রাম	+৪	+৪	+১	০	+২

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−৩	−৩	−৩	−৩	−৩
ফেনী	−৪	−৩	−৩	−৪	−৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−২	−২	−৩	−৩	−৩
রাঙ্গামাটি	−৭	−৭	−৬	−৬	−৭
নোয়াখালী	−৩	−২	−২	−২	−৩
চাঁদপুর	−১	০	−১	−১	−১
লক্ষ্মীপুর	−২	−১	−১	−১	−২
চট্টগ্রাম	−৬	−৫	−৫	−৪	−৫
কক্সবাজার	−৭	−৬	−৫	−৪	−৫
খাগড়াছড়ি	−৬	−৬	−৬	−৬	−৬
বান্দরবান	−৮	−৭	−৬	−৬	−৭

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৫	−৫	−৭	−৭	−৭
মৌলভীবাযার	−৫	−৫	−৬	−৭	−৬
হবিগঞ্জ	−৩	−৪	−৫	−৫	−৫
সুনামগঞ্জ	−৩	−৪	−৫	−৬	−৫

www.at-tahreek.com

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

মেসার্স তাক্বওয়া ট্রেডার্স

ব্যবস্থাপনা পরিচালক : মুহাম্মাদ মফীজুল ইসলাম

- কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট ও সিজনিং করা কাঠের দরজা ও ফার্নিচার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান।
- কুরিয়ারের মাধ্যমে সারা দেশে ডেলিভারী করা হয়, ৪০ বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি।
- দেশী-বিদেশী সবরকম কাঠের দরজা ও ফার্নিচার সরবরাহ করা হয়।
- মজবূত, টেকসই ও নান্দনিক ডিজাইন।
- বেস্ট ফিনিশিং, ঘুনে ধরবে না, বাকা হবে না।
- যশোর মেহেগুনী ১০০% কেমিক্যাল সিজনিং এন্ড ট্রিটমেন্ট কৃত।

যোগাযোগ : মাস্টার পাড়া, শালবন মিস্ত্রীপাড়া, রংপুর।
মোবাইল : ০১৭০৭-৬০৬০৮১, ০১৮৮৮-১১৩৩০৩ (হোয়াটসঅ্যাপ)।

মিষ্টির জগতে আরও এক ধাপ এগিয়ে।

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী এন্ড বেলীফুল ফুড প্রোডাক্টস্

প্লট নং : এ-১৬২, এ-১৬৩, বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী-৬১০০। মোবাইল: ০১৭৬১-৭৫৬৪৬৮, ০১৭১৬-০৬৬৩৬২

'বেলী ফুল' নতুন আঙ্গিকে তার বহুতল ভবন বিশিষ্ট নিজস্ব কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উন্নত ও রুচিশীল মিষ্টির পাশাপাশি যাবতীয় বেকারী আইটেম, কেক, পাউরুটি, স্পেশাল বিস্কুট, বিভিন্ন প্রকার চানাচুর, সেমাই, লাচ্ছা সেমাই প্রভৃতি তৈরির মাধ্যমে সবুজনগরী রাজশাহীতে যাত্রা শুরু করেছে।

- **প্রথম শাখা :** আল-হাসীব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩০৬৬
- **দ্বিতীয় শাখা :** গ্রেটার রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী। ফোন : ৮১২১৬৫
- **তৃতীয় শাখা :** রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩৬৬০
- **চতুর্থ শাখা :** ২২/২৩, রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী।
- **পঞ্চম শাখা ও প্রধান কার্যালয় :** প্লট-১৬২, ১৬৩, বিসিক শিল্প নগরী, ম্যাচ ফ্যাক্টরী মোড়, রাজশাহী।
- **ষষ্ঠ শাখা :** হারুন মার্কেট, কৃষি ব্যাংকের নিচতলা, খড়খড়ি বাইপাস, চন্দ্রিমা থানা, রাজশাহী।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শাখা শীঘ্রই উদ্বোধন হবে

তাজুল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ

সব ধরনের মেকানিক্যাল কাজের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

প্রোপ্রাইটর ও স্পেশালিস্ট মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

- এখানে সব ধরনের প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ড ও ব্লুমোল্ড ডাইস তৈরি ও মেরামত করা হয়। গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল রোলিং মিল সহ সকল প্রকার মেশিনারী এক্সেসরিজ ও পার্টস তৈরি ও মেরামত করা হয় ।
- 4 Axis CNC ও EDM ইলেকট্রিক ডিসচার্জ মেশিন দ্বারা যে কোন লোহার প্লেটের মধ্যে খোদাই করে ডিজাইন এবং লোগোর এমবুশ-ডিবুশের ছাচ কিংবা ডাইস তৈরি সহ সকল প্রকার হাই প্রেসিশোন গিয়ারবক্স পিনিয়ন নতুন তৈরি করে হার্ডেনিং ও হীট ট্রিটমেন্ট করা হয়।

"Metal Hardness Testing Machine"

"Plastic Injection Mould"

যোগাযোগ : হোল্ডিং নং ৪৮২, মতিয়ার পুল, কমার্স কলেজ রোড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭৭৫-৮৬৪৬৭৮, Email: mstewctg@mail.com

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 27, Issue 5, February 2024

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

৩৪তম বার্ষিক

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪

২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী

উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

ভাষণ দিবেন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

facebook.com/attahreektv Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩; ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, রকেট (মার্চেন্ট) ০১৭৯৭-৫০৫১৮২৫

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৫১-৫১৯৫৬২, ০১৭১৫-০০২৩৮০।